পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 250 Monday, 10 August 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৫০ সংখ্যা ❋ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

হালিশহরে কাদা-জুতো ছোড়ার নিন্দায় বিজেপি নেতারাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ আগস্ট ঃ নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হালিশহরে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে কাদা ও জল ছোড়ার পাশাপাশি জুতো ছোড়ারও অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের একাংশকে ‘চোর স্লোগান দিতেও শোনা যায়। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। মমতার হেনস্তার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বিজেপিও। যদিও একইসঙ্গে গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বিরজুর মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকার অভিযোগ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত কী ঘটেছিল, তা নিয়ে পরিবারের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতেই মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে রবিবার দুপুরে হালিশহরে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেত্রী দোলা সেন এবং উপাসনা চৌধুরী। তাঁর কনভয় এলাকায় পৌঁছতেই একদল মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মমতার গাড়ি লক্ষ্য করে জল ও কাদা ছোড়া হয়। এমনকি জুতো ছোড়ার অভিযোগও ওঠে। প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিছিয়ে যাননি। নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে তিনি নিহত বিরজুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে পরিকল্পিতভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা, জল বা জুতো ছোড়া বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই ধরনের আচরণ কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। একইসঙ্গে ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই বলেও দাবি করেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, রাজনৈতিক বিরোধিতা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ হলেও প্রতিবাদেরও একটি সীমা থাকা প্রয়োজন। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা এই ধরনের আচরণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলুষিত করে। অন্যদিকে, মমতার বিরুদ্ধে

এরপর ৬-র পাতায়

ভবানীভবনে ফের জেরা অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ আগস্ট ঃ টানা দ্বিতীয় দিন ভবানীভবনে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শনিবার প্রায় ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবারও তাঁকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে প্রশ্ন করেন তদন্তকারীরা। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভবানীভবন থেকে বেরিয়ে আসার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুমিত। দীর্ঘদিন ‘আত্মগোপন’ থাকার অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন তিনি। সুমিতের কথায়, ‘কোর্টের নির্দেশমতোই সব করছি। আশপাশেই ছিলাম। এর বেশি কোনও মন্তব্য করব না।’’ তাঁর এই মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এতদিন কোথায় ছিলেন তিনি এবং কেন তদন্তকারীদের ডাকে সাড়া দেননি। তবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি অভিষেকের আপ্তসহায়ক। সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের তদন্ত করছে সিআইডি। পশ্চিম মেদিনীপুরের জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি, আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরার সঙ্গে বিপুল অঙ্কের আর্থিক

এরপর ৬-র পাতায়

‘রাজ্যের দুইটি জায়গা কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হবে’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা , ৯ আগস্ট ঃ শিল্পের বিকাশে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ভব্য প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের দুইটি জায়গায় প্রকল্পটি রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিল্প-সচিব বন্দনা যাদব কে সঙ্গে নিয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় আজ নবান্নে বলেন নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের হাতে থাকা ১১৮ দশমিক ৫০ একর এবং পশ্চিম বর্ধমানের হিরাপুরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস এর ১৪৮ দশমিক ছয় নয় একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। চলতি মাসেই এই দুটি জমি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডকে নোডাল এজেন্সি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া ছাড়াও মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে রাজ্যস্তরে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন নতুন শিল্পনীতি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সহকারি অংশীদার ও সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবার এই বিষয়ে তিনি বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে কথা বলবেন। ১৫ ই আগস্ট এর পরে রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। শিল্পনীতি তৈরির পরে রাজ্য সরকার ল্যান্ড ব্যাংক তৈরীর কাজে হাত দেবে। পাশাপাশি রাজ্যে শিল্পতালুক তৈরির জন্য বিগত সরকার বিভিন্ন সংস্থাকে যে জমি দিয়েছিল তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো না থাকায় কোন শিল্পতালুক তৈরি করা যায়নি বলে তিনি জানান। টাটা সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকার নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন। অটোমোবাইলের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য উৎপাদন ইউনিট যেন রাজ্যে বিনিয়োগ করে সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান।

জরুরি অবস্থার আন্দোলনকারীদের সম্মান

‘লোকতন্ত্র সেনানী’দের জন্য একাধিক সুবিধার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ আগস্ট ঃ ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে আন্দোলন করে জেলবন্দি হওয়া ব্যক্তিদের সম্মান জানাল রাজ্য সরকার। সেই সময় আঃেদালনে অংশ নেওয়া ৩২৫ জন ‘লোকতন্ত্র সেনানী’-কে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়ও। সংবর্ধিত প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাম্রপদক ও সম্মানপত্র। অনুষ্ঠান থেকেই ‘লোকতন্ত্র সেনানী’দের জন্য একাধিক সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, তাঁদের প্রত্যেককে মাসিক ১০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিশেষ সহায়তা মিলবে। সংবর্ধিত কোনও ব্যক্তি বর্তমানে জীবিত না থাকলে তাঁর স্ত্রী অথবা স্বামী এই সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময়কার পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেই সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে বহু মানুষ আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, গোটা দেশে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে বন্দি করা হয়েছিল, যার মধ্যে বাংলার অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের যে চেষ্টা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের ত্যাগ ও সংগ্রাম দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। জেলের অন্ধকারে থেকেও

তাঁরা যে ল।াই চালিয়ে গিয়েছিলেন, তার ফলেই সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজজীবনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেম এবং সনাতন সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠে আসে। অতীতে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আ।াল করার চেষ্টা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান প্রজন্মের কাছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৩ আগস্ট সচিবালয়ে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানান তিনি। এই কমিটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবদান, তাঁর আদর্শ এবং বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস নিয়ে কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, পরবর্তীতে এই বিষয়গুলিকে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সামনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলি আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে ‘লোকতন্ত্র সেনানী’দের সম্মান জানানোর পাশাপাশি জরুরি অবস্থার সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা হয়। সরকারের তরফে জানানো হয়, যাঁরা সেই সময় ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে আঃেদালনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই সম্মান প্রদানের মূল উদ্দেশ্য। মাসিক ভাতা, বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাতায়াত এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিসা সহায়তার মতো সুবিধার ঘোষণাকে তাই শুধু আনুষ্ঠানিক সম্মান নয়, বরং তাঁদের দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সংবর্ধিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর জীবনসঙ্গীও এই সুবিধা পাওয়ার সুযোগ পাবেন-এই ঘোষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একই অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইতিহাস ও পাঠ্যক্রমে নতুন সংযোজনের পরিকল্পনার কথাও সামনে আসায় অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও বে।েছে। এখন দেখার, আগামী দিনে প্রস্তাবিত কমিটি কী সুপারিশ করে এবং পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসে কীভাবে এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নওদার দলীয় অফিস যে কোনও মূল্যে পুনরুদ্ধার হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে হুঙ্কার অধীর চৌধুরীর

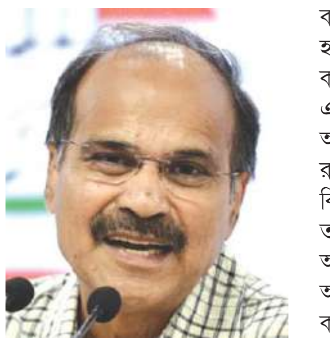

নিজস্ব সংবাদদাতা, আমতলা , ৯ আগস্ট ঃ দলীয় কর্মীদের ঘাম রক্তে গড়ে তোলা নওদা থানার আমতলা এলাকায় কংগ্রেসের দলীয় অফিস যে কোনও মূল্যে পুনরুদ্ধার হবেই। রবিবার ফের একবার একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। রবিবার বহরমপুরে দলীয় অফিসের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অধীর চৌধুরী জানান,পুলিশ বর্তমানে এনসিপিআই দলের এক সাংসদের (পড়ুন নওদার বাসিন্দা তথা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান) কথায় চলছে, কারণ ওই দলটি বর্তমানে বিজেপির সহোদার ভাই হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, গত বেশ কয়েক বছর ধরে নওদার আমতলা এলাকায় অবস্থিত কংগ্রেসের পার্টি অফিসটি জোর করে দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। নওদার বাসিন্দা তথা তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী সাংসদ আবু তাহের খান এবং তাঁর কিছু অনুগামী গত বেশ কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের দলীয় অফিসটি দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ। শনিবার বিকালে অধীর চৌধুরী কংগ্রেস কর্মীদেরকে নিয়ে ওই দলীয় অফিসটি পুনরুদ্ধার করতে গেলে পুলিশি বাধার মুখে তাঁকে ফেরত আসতে হয়। পুলিশের দাবি, ওই দলীয় অফিসটি গত বেশ কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের দখলে নেই এবং ওই ভবনটি কংগ্রেস ব্যবহার করবে এমন কোনও নির্দেশ আদালত থেকে তাদের কাছে নেই। গোটা বিষয়টির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এই মুহূর্তে পুলিশের তরফ থেকে কংগ্রেসকে ওই দলীয় অফিসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলেও অধীর চৌধুরী রবিবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন নিজেদের দলীয় অফিস যে কোনও মূল্যে পুনরুদ্ধার করা হবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসন বর্তমানে এনসিপিআই-এর হয়ে কাজ করছে। বর্তমানে ওই দলটি বিজেপির সহোদর ভাই হয়ে উঠেছে। তাই ওই এলাকার বাসিন্দা তৃণমূলের সাংসদ এনসিপিআই দলে যোগদান করায় পুলিশের দায়বদ্ধতা বেড়ে গিয়েছে। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক পুলিশ কাজ করছে। অধীর চৌধুরী দাবি করেন,তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী ওই এনসিপিআই সাংসদ নিজের গ্রামে ঢুকতে পারছেন না, কারণ সমাজ তাঁকে বয়কট করেছে। তাই দিল্লিতে বসে তিনি ফোনে পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছেন আর পুলিশ তাঁর কথায় কাজ করছে। অধীর চৌধুরী জানান, পুলিশের তরফ থেকে গতকাল আমার কাছে কয়েকটা দিন সময় চাওয়া হয়েছে। তবে সবাই জানে ওই দলীয় অফিসটি কংগ্রেসেরই। আমি ওখানে আবার যাবো ,যে কোনও মূল্যে নওদায় কংগ্রেসের দলীয় অফিস উদ্ধার করব। ওখানকার সাধারণ মানুষ জমি দিয়েছে, তাঁরাই তিল তিল করে ওই দলীয় অফিস গড়ে তুলেছে। অধীর চৌধুরী আরও বলেন,মুর্শিদাবাদ জেলার যে তিনজন তৃণমূল সাংসদ এনসিপিআই দলে গিয়ে ভাবছে তাঁরা আবার সাংসদ হতে পারবে তাঁদের সেই গুড়ে বালি। এখানকার মুসলিম সমাজ ’তওবা তওবা’ করে তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা এখন গ্রামে ঢুকতে পারছে না। অধীর চৌধুরী হুঁশিয়ারি সুরে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুলিশ যদি এনসিপিআই সাংসদদের কথায় চলে, তাহলে আমরা বসে থাকবো না। অন্যদিকে এখন থেকে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো বা ই-রিকশা বন্ধের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিকল্প ব্যবস্থা না করেই কাজ কেড়ে নেওয়াকে উন্নয়ন বলা যায় না। হাজার হাজার হকারকে ইতিমধ্যেই তাঁদের কাজের জায়গা থেকে সরানো হয়েছে। তাঁরা পরিবার নিয়ে গভীর আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। হঠাৎ করেই হকারদের পেট কেটে, খাবার কেড়ে কোনও উন্নয়ন হয়. বলে আমি, অধীর চৌধুরী, বিশ্বাস করি না। হকারদেরকে খাস জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারতো।

অভয়া-কাণ্ডে ফের তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ আগস্ট ঃআরজি কর-কাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসক ‘অভয়া’র মৃত্যুর দুই বছর পর ফের তদন্তের দাবি ঘিরে নতুন করে তৎপরতা শুরু হল। সন্তানহারা মা রত্না দেবনাথের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার কিছু নির্দিষ্ট দিক পুনরায় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ সকারের সময় শ্মশানঘাটে ঠিক কী ঘটেছিল, সেই বিষয়টি তদন্তের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার পানিহাটিতে অভয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভা থেকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ২০২৪ সালের ৯ আগস্টের সেই ভয়াবহ ঘটনার পরবর্তী একাধিক বিতর্কিত বিষয়ও। তিনি জানান, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দিক নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা হবে এবং কোনও ব্যক্তি বা সম্পর্কের কারণে তদন্তে কোনওরকম শিথিলতা দেখানো হবে না। রত্না দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছেন, তাঁর মেয়ের মৃত্যুর নেপথ্যে শুধু একজন নয়, আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারেন। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার পর দ্রুত দেহ সকার করে ফেলার ক্ষেত্রে তৎকালীন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেই দাবির সূত্র ধরেই এবার শ্মশানঘাটের ঘটনাপ্রবাহ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্মশানে দেহ নিয়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছিল, কারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, দেহ সকারের সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়ায় কোনও নিয়মবহির্ভূত পদক্ষেপ হয়েছিল কি না-এই সমস্ত প্রশ্নই নতুন করে তদন্তে আসতে পারে। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভয়া-কাণ্ডের প্রসঙ্গে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুই বছর আগের সেই দিনের কথা মনে পড়লে এখনও মানুষ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর কথায়, একটি নিরাপদ ও সভ্য সমাজে এমন বর্বরোচিত ঘটনা ঘটতে পারে-এটা ভাবাও কঠিন। তিনি জানান, এই মামলায় যা যা করার প্রয়োজন, প্রশাসন তা করবে এবং ভবিষ্যতেও তদন্তের ক্ষেত্রে কোনওরকম আপস করা হবে না। অভয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার সকাল

এরপর ৬-র পাতায়

ছাত্র আন্দোলনের চাপে বড় সিদ্ধান্ত! ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল

ঝাড়খন্ড, ৯ আগস্ট ঃ নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে টানা কয়েকদিন ধরে উত্তাল ঝাড়খণ্ড। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী ও ছাত্রছাত্রীর আন্দোলনের জেরে শেষ পর্যন্ত বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে পারে হেমন্ত সোরেন সরকার। সূত্রের খবর, বিতর্কিত তিনটি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে সরকার। পাশাপাশি পরীক্ষার সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতির কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির তদন্তের দাবিও মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন-এর নিয়োগ পরীক্ষাকে ঘিরেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় একাধিক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত না করা পর্যন্ত বিতর্কিত পরীক্ষাগুলি বাতিল করতে হবে। এই দাবিতে রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবেঃদ্র মাহাতো টানা অনশনে বসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অনশন চলায় তাঁর শারীরিক অবস্থারও অবনতি হয়েছে বলে আন্দোলনকারীদের দাবি। শনিবার দেবেন্দ্র জানান, প্রায় ১৫ দিন অনশনের পর তাঁর শরীর যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রাও কমে যাচ্ছে বলে দাবি করা হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও

এরপর ৬-র পাতায়

প্রধান বিচারপতিকে সমাবর্তনের অতিথি, প্রতিবাদে আইন পড়ুয়ারা

হায়দরাবাদ, ৯ আগস্ট ঃসমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে হায়দরাবাদের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ লিগাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে চারশোরও বেশি আইন পড়ুয়া এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। তাঁদের দাবি, সমাবর্তনের প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনা করা উচিত। পড়ুয়াদের বক্তব্য, তাঁদের আপত্তির মূল কারণ সম্প্রতি প্রধান বিচারপতির একটি মন্তব্য। যন্তর মন্তরে প্রতিবাদকারীদের নিয়ে একটি মামলার শুনানির সময় ভিডিও দেখার প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি যে মন্তব্য করেছিলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। পড়ুয়াদের দাবি, ওই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রতিবাদী ছাত্রসমাজের প্রতি উদাসীনতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। পিটিশনে স্বাক্ষরকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, আইন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারের মতো বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য বা তাঁদের পরিস্থিতি নিয়ে এমন মন্তব্য তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে, প্রধান বিচারপতিকে সমাবর্তনের প্রধান অতিথি করে তাঁর হাত থেকে ডিগ্রি নেওয়ার বিষয়টি তাই অস্বস্তিকর। পড়ুয়াদের একাংশের বক্তব্য, তাঁদের প্রতিবাদ কোনও ব্যক্তিগত বিরোধিতা নয়। বরং একজন সাংবিধানিক পদাধিকারীর বক্তব্য ও অবস্থান নিয়ে তাঁদের যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিফলন এই পিটিশন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নতুন করে বিবেচনা করার আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে বিতর্ক অবশ্য এই প্রথম নয়। প্রায় এক সপ্তাহ আগে মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সেস (টিআইএসএস)-এর সমাবর্তন নিয়েও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেখানেও প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ। সেই সময় প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রারের পক্ষ থেকে ‘এই পরিস্থিতি’র কথা বলা হলেও ঠিক কী কারণে অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি। পরে টিআইএসএস একটি বিবৃতিতে জানায়, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও পড়ুয়া ও প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তার একাংশের দাবি ছিল, সম্ভাব্য বিক্ষোভের আশঙ্কাতেই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল। এবার একই ধরনের বিতর্ক তৈরি হল হায়দরাবাদের আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, তাঁদের আইন শিক্ষায় যে মূল্যবোধ, সাংবিধানিক নীতি ও নাগরিক অধিকারের গুরুত্ব শেখানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতিকে সমাবর্তনের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাড়ে চারশোর বেশি পড়ুয়ার পিটিশনের পর এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে। সমাবর্তনের আয়োজন নিয়ে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা করা হয়নি। প্রধান বিচারপতির আমন্ত্রণ বহাল থাকবে, নাকি পড়ুয়াদের আপত্তির পর সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হবে-তা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে।

হালিশহরে মমতার সফরে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হালিশহর, ৯ আগস্ট ঃ নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে তাঁর সফর ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে জল ও কাদা ছোড়া হয়। এমনকি জুতোও ছোড়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পরিস্থিতির মধ্যে বিক্ষোভকারীদের একাংশকে ‘চোর চোর স্লোগান দিতেও শোনা যায়। ঘটনার সূত্রপাত কাঁচরাপাড়ার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিরজু কুমারের মৃত্যুকে ঘিরে। শুক্রবার রাতে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এলাকায় তোলাবাজি ও মারামারির অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে তিনি তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তারের পর ভোররাতে হালিশহর থানার লকআপে বিরজুকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁকে দ্রুত কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে এই মৃত্যুকে ঘিরে শুরু থেকেই তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বিরজুর শরীরের হাত-পা-সহ বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁদের আরও দাবি, গ্রেপ্তারের পর মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছিল এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। সেই সময় বিরজুকে সুস্থ বলেই মনে হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের। পরিবারের আরও অভিযোগ, পরদিন সকালে হালিশহর থানার পুলিশ কল্যাণী হাসপাতালে বিরজুর দেহ রেখে চলে যায়। পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন এল কীভাবে, তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দুপুরে বিরজু কুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে হালিশহরে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেত্রী দোলা সেন এবং উপাসনা চৌধুরী। মমতার কনভয় এলাকায় পৌঁছতেই একদল মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মমতার গাড়ি লক্ষ্য করে জল ও কাদা ছোড়া হয়। জুতো ছোড়ারও অভিযোগ ওঠে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাঁদের মুখে ‘চোর চোর স্লোগান শোনা যায়

বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেও মমতা নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। সফর শেষে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বাংলার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। মমতা বলেন, আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। বিজেপি ইট মেরেছে। গাড়ির কী অবস্থা করেছে দেখুন। বাংলা গুন্ডাদের হাতে চলে গিয়েছে। মমতার গাড়িতে হামলার অভিযোগের নিন্দা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণের চেষ্টা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে পুলিশ হেফাজতে বিরজু কুমারের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি। ঘটনার জন্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের দায়ী করে ডিজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিও তোলেন কল্যাণ। অন্যদিকে, বিরজুর মৃত্যুকে ঘিরে পরিবারের অভিযোগ এবং পুলিশের বক্তব্যের মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল, লকআপে ঠিক কী ঘটেছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর কী ধরনের চিকিৎসা হয়েছিল এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন কীভাবে তৈরি হল-এসব বিষয় তদন্তের আওতায় আসতে পারে। মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর ঘিরে বিক্ষোভ পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। বিরজু কুমারের পরিবারের ন্যায়বিচারের দাবি এবং পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আনার প্রশ্ন এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। একইসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের উপর কাদা, জল ও জুতো ছোড়ার অভিযোগ নিয়েও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কারা এই বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। তবে হালিশহরের এই ঘটনা আপাতত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনার আবহ তৈরি করেছে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আজ ৯ আগস্ট, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৮৪-তম বর্ষপূর্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে সেদিন সারা দেশ এক কন্ঠে গর্জে উঠেছিল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে দেশের হাজারো বীর সন্তান আত্মত্যাগ করেছিলেন, শুধু আগামী প্রজন্ম যেন স্বাধীন ভারতে নিঃশ্বাস নিতে পারে সেই লক্ষ্যে। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে সেই সব বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। তাঁদের ত্যাগ ও সাহসই আমাদের আজকের এই স্বাধীন ভারতের ভিত্তি।

'অভয়া'-কে স্মরণ, সরকারি হাসপাতালে ২ মিনিটের নীরবতা

কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডের দু'বছর। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ' অভয়া'কে এদিন স্মরণ করা হয়। রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে ২ মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। সকাল ১১টা থেকে সব সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ২ মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়েছে।আরজি করের নির্যাতিতার স্মরণে রবিবার রাজ্যের সব সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠানে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, নীরবতা পালনের আগে প্রদীপ জ্বালিয়ে নির্যাতিতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সরকারি উদ্যোগে এই প্রথম আরজি করের নির্যাতিতাকে স্মরণ করা হল।২০২৪ সালের ৯ অগস্ট। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে মহিলা চিকিসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। আন্দোলন, প্রতিবাদ, রাত জাগা, অনশন, অহরহ মিছিল, সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছিল সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ। দু'বছর ধরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনা ঘটেছে, সরকারও বদলেছে। তখন যাঁরা বিরোধী ছিলেন, এখন তাঁরা শাসক। সেই শাসক দলের বিধায়ক নির্যাতিতার মা। এখনও টাটকা বছর দুই আগের ৯ আগস্টের সেই স্মৃতি।

সোপোরের ২৬টি স্থানে তল্লাশি নিরাপত্তা বাহিনীর

জম্মু, ৯ আগস্ট ঃ রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোরের ২৬টি স্থানে তল্লাশি চালালো নিরাপত্তা বাহিনী। নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে তদন্তের অংশ হিসেবে এই অভিযান। ইউএপিএ-র অধীনে দায়ের করা একটি মামলার সূত্রে এই তল্লাশি চালানো হয.বলে জানা গেছে।সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে পুলিশি তপরতা বেড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। উপত্যকাজুড়ে তল্লাশি জোরদার করতে রবিবার সকালেই উত্তর কাশ্মীরের সোপোরের ২৬টি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় একযোগে বা।স। তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী। আবাসন থেকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান,

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ছাড়ো-র আহ্বান স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ আগস্ট ঃজাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তিনি জানান, ভারত ছাড়ো-র আহ্বান স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এ অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের অদম্য সাহস প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো'-র সেই জোরালো আহ্বান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দেশের মানুষের অবিচল সংকল্পকে প্রতিফলিত করেছিল।ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি ৯ আগস্ট। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর এক ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন অগণিত মানুষ। ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলনের মূল মন্ত্রই ছিল করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। বম্বে থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে আমেদাবাদ, দিল্লি ও কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই আন্দোলন ব্রিটিশদের রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে জানান, মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে শুরু হওয়া ' ভারত ছাড়ো আন্দোন্দালন' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন এক ঐতিহাসিক অধ্যায়, যা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাদের মধ্যে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র সংকল্প ও অদম্য সাহস সঞ্চার করেছিল। দেশকে মুক্ত করার এই মহান সংগ্রামে যাঁরা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন, সেই সকল অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।অমিত শাহ আরও উল্লেখ করেন, ' আগষ্ট বিপ্লব'-এর এই দিনটি আমাদের দেশীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নিয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে, ' আত্ম ভারত' গড়ে তুলতে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করে।

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ নিয়ে ' লুটের কারবার', গরিবের পকেট কাটা হচ্ছে ঃমানিক সরকার

আগরতলা, ৯ আগস্ট ঃ ত্রিপুরায় বর্তমান বিদ্যু পরিস্থিতি, স্মার্ট মিটার এবং বিদ্যু বিল নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথকে কার্যত কাঠগড়ায.তুললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) নেতা মানিক সরকার। তাঁর অভিযোগ, বিদ্যুৎ পরিষেবার নামে বর্তমানে যে কাণ্ডকারখানা চলছে, তা একপ্রকার ' লুট বলেই মনে হচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ ও গরিব মানুষ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিদ্যুতের ঘাটতি নেই অথচ নতুন করে এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই মানুষকে নাজেহাল করা হচ্ছে।গত শনিবার সারা ভারত আইনজীবী ইউনিযনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে আগরতলায় জেলা আদালতের নতুন ভবনের ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বর্তমান বিদ্যু ব্যবস্থা নিয়ে সরব হন তিনি।মানিক সরকার বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরা দেশের তিন-চারটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল, যেখানে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। সেই সময় রাজ্যে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নতুন করে এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎও তৈরি হয়নি, অথচ মানুষকে নাজেহাল করা হচ্ছে। স্মার্ট মিটার বসানো, বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি এবং বিদ্যু পরিষেবা নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তার জন্য সরকারের বিদ্যুৎ নীতিকেই দাযী. করেন তিনি।তাঁর কটাক্ষ, কৃষিমন্ত্রী ক্ষেতে নামছেন, কিন্তু বিদ্যুমন্ত্রী খুঁটি তুলছেন না। এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিদ্যু পরিষেবার বর্তমান পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।রাজ্যে স্মার্ট মিটার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ এবং বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। মানিক সরকারের অভিযোগ, বিদ্যুতের নামে যে কর্মকাণ্ড চলছে, তাতে কার্যত গরিব মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানান তিনি।তাঁর দাবি, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এমন নয় যে রাজ্যকে বিদ্যুতের ঘাটতির জন্য ভুগতে হবে। অতীতে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে কেন সাধারণ মানুষ বিদ্যু সংক্রান্ত নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।শুধু বিদ্যুৎ নয়, মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অন্যান্য ক্ষেত্র নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, মানুষের জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যাতাযাত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জনজীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার দিকে সরকারের সমান নজর দেওয়া প্রয়োজন।এদিকে, স্মার্ট মিটার নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ বিল নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

রাঁচিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন জারি, সরকারের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার বৈঠক

রাঁচি, ৯ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডে পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে রাঁচিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাঁচির স্টেট গেস্ট হাউসে গত শুক্রবার একদফা বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি দল নিজেদের দাবিদাওয়া ও বক্তব্য মন্ত্রীদের সামনে পেশ করেন। বৈঠকের পর ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী দীপিকা পান্ডে সিং বলেন, শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার সমাধান বের করার দিশায় কাজ করছে। বৈঠকের পর আন্দোলরত এক ছাত্র বলেন, ন্যায্য দাবিদাওয়া মন্ত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।এদিকে, রাজ্য সরকার ও আন্দোলনরত পড়ুয়াদের মধ্যে শনিবার আবারও বৈঠক হয়েছে। রাঁচিতে গত কয়েক দিন ধরে অনশন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে রাজ্য সরকার তৎপরতা বাড়িয়েছে। সরকার গঠিত বিশেষ মন্ত্রী-কমিটি এবং ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার দ্বিতীয় পর্বটি আজ রাঁচির স্টেট গেস্ট হাউসে এক ইতিবাচক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মহারাষ্ট্রের নাসিকে ভূমিকম্প, ফাটল ধরল একাধিক বাড়িতে

নাসিক, ৯ আগস্ট ঃমহারাষ্ট্রের নাসিকে পর পর দু'বার অনুভূত হল ভূমিকম্প। প্রথম কম্পন অনুভূত হয় শনিবার রাত ১০টা নাগাদ। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৪.৩। এর পরে রবিবার ভোর ৫.৩৩ মিনিট নাগাদ ফের একটি কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৩.৩। মহারাষ্ট্র-গুজরাট সীমান্তের কাছে ভূমিকম্পের উৎস। সুরগানা ও দিনদোরি তালুকের বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। তবে প্রাণহানির কোনও খবর নেই।গত শনিবার রাত ও রবিবার ভোরের ভূমিকম্পে নাসিক জেলার কিছু এলাকার বাড়ি-ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-র তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার রাত ১০টা নাগাদ নাসিকে ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এরপর রবিবার ভোর ৫.৩৩ মিনিটে ৩.৩ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। নাসিক জেলায় ৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প ও পরবর্তী ৩.৩ মাত্রার কম্পন অনুভূত হওয়ার পর বেশ কিছু বা।ঘিরে ফাটল দেখা দেয়।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ঃভারতের মহিলাদের ৪x৪০০ মিটার রিলে দল ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করেছে

ওরেগন, ৯ আগস্ট ঃ শনিবার ওরেগনে চলমান বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর চতুর্থ দিনে ভারতের মহিলাদের ৪x৪০০ মিটার রিলে দল ফাইনালে উঠেছে।ভূমিকা নেহাতে, তহুরা খাতুন, তনু চৌধুরী এবং থিয়া অরুমুগামের কোয়ার্টেট মেডেল রাউন্ডে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের জন্য হিট ১-এ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। প্রতিটি গরমে শীর্ষ তিনটি দল শীর্ষ পর্বে যায়।ভারতীয় দল ৩ঃ৩৯.৫৩ সময় নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩ঃ৩২.৬৬) এবং অস্ট্রেলিয়ার (৩ঃ৩৩.৬৮) পিছনে থেকে প্রতিযোগিতা শেষ করে।দিনের শুরুতে, নিতিন গুপ্তা পুরুষদের ৫০০০ মিটার রেস ওয়াক ফাইনালে ১৯ঃ৩২.৩০ সময় নিয়ে.ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন।দিনের পরবর্তী অংশে অন্যান্য ভারতীয়রাও নিজ নিজ ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন - বসন্ত (পুরুষদের হাই জাম্প), এবং পুরুষদের পদক পর্বে লং জাম্পার শাহনাওয়াজ খান ও জিথিন অর্জুনান রমন।

২০২৯-এ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে দ্রুত সীমানা পুনর্বিন্যাস জরুরিঃরাহুলকে জবাব রিজিজুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),৯ আগস্ট ঃমহিলা সংরক্ষণ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার ' এক্স-এ একাধিক পোস্টে তিনি জানান, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সংবিধানের ১০৬তম সংশোধনী আইন, ২০২৩ অর্থাৎ ' শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর মাধ্যমে করা হয়েছে। তবে তা কার্যকর করার জন্য সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।রিজিজু জানান, জনগণনার তথ্য প্রকাশের পর সেই তথ্যের ভিত্তিতে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হলেই মহিলা সংরক্ষণের সাংবিধানিক বিধান কার্যকর হবে। ২০২৩ সালের পর প্রকাশিত জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতেই এই সীমানা পুনর্বিন্যাস হওয়ার কথা। বর্তমানে জনগণনার প্রক্রিয়াও চলছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জাতভিত্তিক জনগণনার কারণে ২০২৬ সালের পর প্রকাশিত জনগণনার তথ্য চূড়ান্ত করতে আরও সময় লাগতে পারে। ফলে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতেও দেরি হতে পারে এবং ২০৩৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হতে পারে।তাঁর বক্তব্য, ২০২৯ সালের পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেই যদি মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে হয়, তাহলে সর্বশেষ প্রকাশিত জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু করা প্রয়োজন।রিজিজু জানান, এই লক্ষ্যেই ২০২৬ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাস বিলের মাধ্যমে কার্যকর করার পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছিল। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলের সঙ্গে সেটি লোকসভায় পেশও করা হয়। তবে এই উদ্দেশ্যে আনা সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ লোকসভায় পাশ হয়নি।এর আগে রাহুল গান্ধী ' রিজিজুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভালোভাবেই জানেন যে মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩ সালেই সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়েছে এবং কংগ্রেসও বিলটিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। তিন বছর পরও কেন তা কার্যকর করা হয়নি এবং এখন কেন সেটিকে সীমানা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাহুল। ২০২৩ সালের আইনটি কোনও শর্ত ছাড়াই কার্যকর করার দাবিও জানান তিনি।এর আগে কংগ্রেসের ' এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা রাহুল গান্ধীর একটি ভিডিওতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন রিজিজু। তিনি বলেছিলেন, ভিডিওটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বার্তা বলেই মনে হচ্ছে এবং মহিলাদের বিষয়ে রাহুলের অবস্থানেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কংগ্রেস নিঃশর্তভাবে সমর্থন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।রিজিজুর এই মন্তব্য রাহুলের ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে, যেখানে রাহুল বলেছিলেন, ভারতের মহিলাদের শক্তিকে আটকে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ ও স্বপ্ন দেখার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশের মহিলারা তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত কোনও দেশই প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে না।

পুদুচেরি পুলিশকে 'রাষ্ট্রপতির রঙ' প্রদান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

পুদুচেরি, ৯ আগস্টঃপুদুচেরি পুলিশকে 'রাষ্ট্রপতির রঙ' প্রদান করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে পুলিশ প্রশিক্ষণ ময়দানে পুদুচেরি পুলিশকে ' প্রেসিডেন্টস পুলিশ কালার' প্রদানের অনুষ্ঠানে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আনুষ্ঠানিক ' প্রেসিডেন্টস কালার' পতাকাটি হস্তান্তর করেন। এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, যে কোনও সুশৃঙ্খল বাহিনীর ইতিহাসে 'প্রেসিডেন্টস কালার' প্রাপ্তি অত্যন্ত গর্বের একটি মুহূর্ত। পুদুচেরি পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হয়তো ৫ হাজারের কম, কিন্তু আপনারা এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি এর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকেও সমুন্নত রেখেছেন। কেবল কোনও সরকারি আদেশ বা নথিপত্রের মাধ্যমে আপনাদের এই সম্মান প্রদান করা হয়নি বরং কঠোর পরিশ্রম, বীরত্ব, সেবা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমেই আপনারা তা অর্জন করেছেন।অমিত শাহ আরও বলেন, পুদুচেরি যে 'প্রেসিডেন্টস কালার'-এর মতো এক মহান সম্মান অর্জন করেছে, তার জন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের পুদুচেরি দক্ষিণ ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক প্রাণবন্ত প্রতীক।

খেলোয়াড় বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ন্যায্যতার আহ্বান মনসুখের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে খেলোয়াড়। বাছাইয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা, খেলোয়াড়-কেন্দ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। গত শনিবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত 'ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন কনক্লেভ ২০২৬'-এ ভাষণ দেওয়ার সময় ডঃ মান্ডভিয়া বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে খেলোয়া।দের স্বার্থ ও কল্যাণই হওয়া উচিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোনও খেলোয়াড়ই যেন কখনোই অবিচারের শিকার না হন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মান্ডভিয়া খেলোয়া। বাছাই প্রক্রিয়ায় (সিলেকশন ট্রায়াল) পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উন্মুক্ত বাছাই প্রক্রিয়া বা 'ওপেন ট্রায়াল' পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে ক্যামেরায় ধারণ করা উচিত। ডোপিংয়ের বিষয়ে মান্ডভিয়া ভারতীয় ক্রী।ঙ্গন থেকে এই সমস্যা নির্মূলে একটি সামগ্রিক কৌশল গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যবস্থা গ্রহণ কেবল খেলোয়াড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, সহায়তাকারী ও ব্যবহারকারী-এই পুরো চক্রটির বিরুদ্ধেই একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে ওন্দার বিধায়ক মহাশযকে বিশেষ সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি , বাঁকুড়াঃ৯ ই আগস্ট ,গত শনিবার দুপুর দুই ঘটিকায় ওঃদা দক্ষিণ চক্রের বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে ওন্দা বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের বিধায়ক মাননীয় অমরনাথ শাখা মহাশয় কে ছাগুলিয়া সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভার মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয় ।সভা কক্ষে উপস্থিত ছিলেন- সম্মানীয় প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় বিধায়ক অমরনাথ শাখা মহাশয় । সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সূদন বোস মহাশয়। আরও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কনভেনার মাননীয় শ্যামাপদ দে মহাশয় সহ ওন্দা দক্ষিণ চক্রের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকা বন্দদ। সকলের উপস্থিতিতে সভা কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠেছিল।সবার শ্রদ্ধেয় বিধায়ক এবং সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ আসন গ্রহণ করার পর তাদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়।এরপর সমবেত কন্ঠে জাতীয় স্তোত্র বা গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এসময় ওন্দা দক্ষিণ চক্রের শিক্ষিকা মাননীয়া মৌসুমী সরখেল মহাশয়া সকলের সাথে সুন্দর ভাবে সঙ্গত করেন । তারপরে বিধায়ক মহাশয় ভারত মাতা , ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে মাননীয় বিধায়ক মহাশয়ের হাতে একটি মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। সভা কক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় - আমরা আমাদের প্রিয় বিধায়ক মহাশয় কে সম্বর্ধনা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। তিনি শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধি নন । তিনি শিক্ষা ও খেলাধুলার মানুষ। খেলাধুলার উন্নযনে তাঁর অবদান দিক থেকে দিগন্তে প্রসারিত।বিধায়ক মহাশয় তার বক্তব্যে জানান যে শিক্ষক হল জাতির মেরুদন্ড। সেই মেরুদন্ড কে শক্তিশালী রাখতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ ।ওন্দা দক্ষিণ চক্রের বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে , এই সম্বর্ধনা আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এবং কৃতজ্ঞতার প্রতীক মাত্র । অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।ন্তপরিশেষে সকলে কণ্ঠে মিলিয়ে বলেন -ভারত মাতা কি - জয়!শিক্ষক সমাজ কি- জয়!সবকা সাথ - সবকা বিকাশ!এক ভারত - শ্রেষ্ঠ ভারত!

ডলফিনের জন্য প্রস্তুতি চিনে, বাতিল বহু উড়ান

বেজিং, ৯ আগস্ট ঃশক্তি বাড়িয়ে চিনের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড়-' এর জেরে প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আগেভাগেই বন্যা ও ধস মোকাবিলায় প্রস্তুতি সেরে রেখেছে প্রশাসন। চিনে ঢোকার আগে জাপানের দক্ষিণ ওকিনাওয়ায় প্রবল তাণ্ডব চালিয়েছে ডলফিন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় ৫০ হাজার আবাসন। চিনে উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দা, কর্মীদের অন্যত্র সরানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ঝর্না, ধস প্রবণ এলাকা, পর্যটনস্থলগুলিতে নজরদারি চালানো হচ্ছে।চিনে টাইফুন 'ডলফিন'-এর মোকাবিলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সাংহাইয়ের দুটি বিমানবন্দর ১,৩০০-এরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং কর্তৃপক্ষ আশেপাশের অঞ্চল থেকে ৩ লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। ঝড়টির প্রভাবে রাজধানী তাইপেই-সহ উত্তর তাইওয়ানে বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাইওয়ানের কয়েকটি বিমান সংস্থা চিনে তাদের ফ্লাইট চলাচলও বাতিল করেছে।এই ঝ।রে প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, ঝড়টি চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশ এবং প্রতিবেশী ফুজিয়ান প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হানতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ

রাশিফল

মেষঃ আজকে আপনি সু ঃদর জিনিস ও অদ্ভুত সব হস্তশিল্পের কদর করবেন। এমনকি আপনি হয়তো এই সকল পণ্য সংক্রান্ত ব্যবসা করার কথাও ভাববেন।

বৃষঃ আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আজকে আপনি পেট দিয়ে ভাববেন, নানা উপাদেয় খাবার খেতে ইচ্ছা করবে। চেপে রাখা খিদে হয়তো এরকম অনুভূতির কারণ।

মিথুনঃ আজ আপনি সম্ভবত রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতির চাপে আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি বেরিয়ে আসবে এবং আপনাকে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার দিকে ঠেলে দেবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।

কর্কট রাশি ঃ আজ আপনি বাড়িতে নতুন খাবার রান্না করে দেখবেন। পরিবারের সদস্যরা এই সুযোগে তা উপভোগ করবেন।

সিংহঃ সূবাই একে অন্যের থেকে আলাদা হতে চায়। যদিও, তারা বোঝেই না যে তারা এমনিই অনন্য। আজ, কাজের জায়গায় আপনি সেরকমই নানাধরনের লোকের দেখা পাবেন, যার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আপনার ধৈর্যেরও পরীক্ষা নেবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

কন্যাঃ আজকে আপনার কাঁধে অনেক নেতিবাচক চিন্তা ভর করবে, সেগুলি ঝেড়ে ফেলুন কেননা যতবার আপনি পড়ে যাবেন, ততবারই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াবেন। শুভ দিন হবে।

তুলাঃ আপনি আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করবেন এবং লোকজনকে মুগ্ধ করবেন। চারুকলা ও শৈল্পিক বিষয়. সম্বন্ধে আপনার মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে, তা আপনি প্রকাশ করবেন এবং আজকে একটি নতুন শিল্পকলা কিনবেন। অসাধারণ সফটওয়্যার ডিজাইন করার জন্য সঠিক মানসিকতা আপনার থাকবে এবং ঠিক যখন আপনি সেটি শেষ করে আনছেন, আপনাকে হযতো পরিকল্পনা করতে বা বিদেশের শাখায.কাজ করা সহকর্মীদের ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।।

বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি, আপনার জন্য দুটি প্রধান দিক নিয়ে আসবে। দিনের একভাগ স্মৃতিকাতরতা চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে আর অন্যদিকে, যে সময় আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং কাজ উপেক্ষা করে কাটিয়েছেন, সেই সময. পুনরুদ্ধার করতে ব্যয় হবে। আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান বিরূপ, আপনি বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন।

ধনুঃ হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনি পরিবারের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ। সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতে পেরে আপনার সন্তুষ্টি হবে।

মকরঃ আজ আপনি খুবই ব্যস্ত। কাজের চাপে আপনি এতই আটকা পড়ে থাকবেন যে, নিজের জন্য চিন্তা করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শুভ দিন।

কুম্ভঃসাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে ভালো খবর এসে আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে। আপনি যদি ভিসার আবেদন করে থাকেন, আজকে তা পেতে পারেন। সবকিছু ইতিবাচক দেখাচ্ছে এবং আপনার মেজাজেও তার ছাপ পড়বে।

মীনঃ আজকে হযতো আপনার মাথায় অভিনব উদ্ভাবনী কোনও চিন্তা আসবে। সংসারে শান্তি হতে।

আবহাওয়া

বর্ষার বৃষ্টির বিরাম নেই। তার উপর নতুন করে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে চলেছে বঙ্গোপসাগরের উপর। ফলে বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি কম থাকবে। তবে মঙ্গলবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়তে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে মঙ্গলবারের পর থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৫মনিট এবং রাত ০১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৬মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

পথ নাটিকার মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতার প্রয়াস

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ রাজ্যজুড়ে পালিত পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের শেষ দিনে বসিরহাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে পথ নাটিকার মাধ্যমে পথচলতি মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস টাকীতে। রবিবার টাকী থুবা মোড় বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এই পথ নাটিকার মূল চরিত্রে অভিনয় করেন হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পুলক সাহা। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের ডিএসপি (ট্রাফিক) সুব্রত কুমার বারিক, হাসনাবাদের এসডিপিও এম.ডি. ওমর আলী মোল্লা, হাসনাবাদ থানার আইসি সঞ্জয় কুমার রায়, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অনিমেষ সমাজপতি-সহ অন্যান্যরা। ট্রাফিক ওসি পুলক সাহার রচনায় পরিবেশিত এই পথ নাটিকার মাধ্যমে হেলমেট ব্যবহার, চলার পথে ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। একজন মানুষের একটি সচেতন মুহূর্ত তাঁর নিজের জীবন রক্ষার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের জন্য কতটা মূল্যবান; সেই বার্তাই ছিল এই পথ নাটিকার মূল প্রতিপাদ্য। পথ নাটিকা শেষে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীদের ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

কুলতলিতে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কুলতলিতে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। রবিবার রানি রাসমণি মিশনের উদ্যোগে কুলতলি বিধানসভার কাঁটামারি চূড়ামণি হাইস্কুলের বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে এই উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক উজ্জ্বল চৌধুরী, কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার, সুন্দরবন গবেষক ড. কানাইলাল দাস, গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবক অর্জুন প্রামাণিক, লোকমাতা রানি রাসমণি মিশনের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ রায় সহ আরও অনেকে।আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার প্রতি সম্মান জানাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তারা আদিবাসী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। নৃত্য, গান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ হয়। পাশাপাশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী রান্না নিয়ে প্রতিযোগিতার ও আয়োজন করা হয়.বক্তারা বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আদিবাসী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের অধিকার, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। একই সঙ্গে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়ানোর উপর ও জোর দেওয়া হয়। বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের প্রতি সম্মান, তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সমাজের বহু মানুষ ছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতারের দাবি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের ব্যাঁটরা থানা এলাকার একাধিক জায়গায় এলাকার নাগরিক বৃন্দের তরফ থেকে এবার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমি ঘোষের বিরুদ্ধে তোলাবাজ ও 'স্কোয়ার-ফুট রানী' বলে পোস্টার লাগানো হয়েছে। এই পোস্টার ঘিরে স্থানীয় এলাকায় রবিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই পোস্টারে দাবি করা হয়েছে প্রাক্তন কাউন্সিলর মৌসুমী ঘোষকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় এদিন একাধিক পোস্টার মানুষ দেখতে পান। কে বা কারা এই পোস্টারগুলো লাগিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। পোস্টারে লেখা রয়েছে সাধারণ নাগরিক বৃন্দ। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় সারা রাজ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। আর সেইসব অভিযোগে একাধিক নেতা-মন্ত্রী, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েতের সদস্য, প্রধান বহু গ্রেফতারও করা হয়েছে।

কুড়মালি ভাষায় নতুন রূপে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'বর্ণপরিচয়', অনুবাদ হচ্ছে 'বন্দে মাতরম্'ও

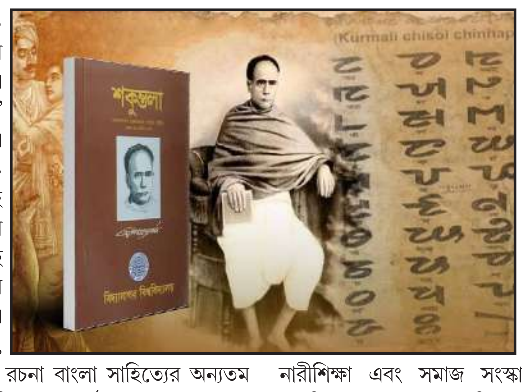

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অমর সৃষ্টি 'শকুন্তলা' এবার অনূদিত হতে চলেছে কুড়মালি ভাষায়। আঞ্চলিক ভাষার প্রসার এবং সাহিত্যকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অনুবাদের মাধ্যমে কুড়মালি ভাষাভাষী মানুষের কাছে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ম নতুনভাবে পৌঁছবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। ঊনবিংশ শতকের বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাঁর লেখা 'শকুন্তলা' দীর্ঘদিন ধরে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়ে এসেছে। এবার সেই ঐতিহাসিক সাহিত্যকর্ম কুড়মালি ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়ায় নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে সাহিত্য মহলে। কুড়মালি ভাষা মূলত পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এই ভাষার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। বিদ্যাসাগরের মতো কালজয়ী সাহিত্যিকের সৃষ্টি কুড়মালি ভাষায় অনুবাদ হলে ভাষাটির সাহিত্যিক পরিসর আরও বিস্তৃত হবে বলে মনে করছেন ভাষাবিদরা। অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, শুধু ভাষান্তর নয়, এই কাজের মাধ্যমে দুই সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হবে। বিদ্যাসাগরের মানবিক ভাবনা, সমাজচিন্তা এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য কুড়মালি ভাষার পাঠকদের কাছে সহজভাবে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অনুবাদের সময় মূল রচনার ভাব, ভাষার সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও একটি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য অন্য ভাষায় অনূদিত হলে সেই ভাষার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান আরও শক্তিশালী হয়। কুড়মালি ভাষায় 'শকুন্তলা'র অনুবাদ সেই দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিদ্যাসাগর নিজের জীবনভর শিক্ষা বিস্তার নারীশিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর সাহিত্যেও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই কারণে তাঁর রচনাকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পৌঁছে দেওয়া শুধু সাহিত্যচর্চা নয়, বরং তাঁর ভাবধারাকে আরও বিস্তৃত করার একটি প্রয়াস বলেও মনে করা হচ্ছে। কুড়মালি ভাষার তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও এই উদ্যোগ নিয়ে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। অনেকের মতে, নিজেদের মাতৃভাষায় বিদ্যাসাগরের মতো একজন মহান সাহিত্যিকের লেখা পড়ার সুযোগ নতুন প্রজন্মকে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে। বাংলা সাহিত্য থেকে আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনার পথ খুলে দিতে পারে বলে আশা করছেন সাহিত্যপ্রেমীরা। 'শকুন্তলা'র কুড়মালি অনুবাদ শুধু একটি বইয়ের ভাষান্তর নয়, বরং বাংলা ও কুড়মালি সংস্কৃতির মধ্যে এক নতুন সংযোগের বার্তা বহন করছে।

বিহারের কুখ্যাত মাফিয়া সুবোধ সিংয়ের গ্যাংয়ে বড় ধাক্কা, শাগরেদ গ্রেপ্তার! আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বিহারের কুখ্যাত অপরাধী সুবোধ সিংয়ের গ্যাংয়ের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় নতুন করে সক্রিয় হয়েছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। ধৃতের সঙ্গে অপরাধ জগতের আর কার কার যোগাযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সুবোধ সিংয়ের অপরাধ চক্রের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল তদন্তকারী সংস্থাগুলি। একাধিক গুরুতর অপরাধের সঙ্গে নাম জড়ানো সুবোধ সিংয়ের ঘনিষ্ঠদের খোঁজ চালানোর সময়ই ওই ব্যক্তির বিষয়ে তথ্য হাতে আসে। এরপর গোপন অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ধৃত ব্যক্তি সুবোধ সিংয়ের হয়ে কাজ করত। তার মাধ্যমে অপরাধ চক্রের আরও কয়েকজন সদস্যের হদিশ মিলতে পারে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। অস্ত্রটি কোথা থেকে এল, কী উদ্দেশ্যে তা রাখা হয়েছিল এবং কোনও অপরাধমূলক কাজে তা ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা জানতে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। সুবোধ সিংয়ের নাম উত্তর ভারতের অপরাধ জগতের অন্যতম চর্চিত নাম। খুন, তোলাবাজি এবং বেআইনি অস্ত্র কারবারের মতো একাধিক অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে। তার গ্যাংয়ের সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। সেই সূত্র ধরেই এবার বাংলায় সক্রিয় থাকা এক সদস্যের সন্ধান পাওয়া গেল বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির অতীত অপরাধের রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড, আর্থিক লেনদেন এবং যোগাযোগের তালিকা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অপরাধ চক্রের বিস্তার এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। অভিযানের পর এলাকায় তল্লাশি আরও বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের নজরে রয়েছে এমন আরও কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই চক্রের মাধ্যমে রাজ্যে অস্ত্র সরবরাহ বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। সেই কারণে ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে পুলিশ। আন্তঃরাজ্য অপরাধ চক্রের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে বিহার ও বাংলার তদন্তকারী আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয় রেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ধৃতকে আদালতে পেশ করে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সুবোধ সিংয়ের গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এই গ্রেপ্তারকে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। তবে এই চক্রের শিকড় কতটা গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে, তা জানতে এখন ধৃতের জেরা এবং পরবর্তী তদন্তের দিকেই নজর রয়েছে।

যাতায়াতে আরও সুবিধা, মাত্র ৩৯ টাকাতেই শাটল পরিষেবা চালু করছে যাত্রী সাথী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাতে অফিস থেকে বেরতে দেরি হয়ে গিয়েছে? কিংবা ভোরবেলায় বেরতে হবে? বাস-ট্রেন কী পাবেন, বুঝতে পারছেন না? চিন্তা নেই, রয়েছে তো যাত্রী সাথী। ক্যাব বুক করে অনেক টাকাও খরচ করতে হবে না আর। মাত্র ৩৯ টাকাতেই পৌঁছে যেতে পারবেন বাড়ির কাছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় চালু হচ্ছে যাত্রী সাথীর শাটল পরিষেবা। পূর্ববর্তী সরকারের তত্ত্বাবধানে চালু হয়েছিল এই অ্যাপক্যাবসার্ভিস।ওলা-উবারকেটক্কর দেয়এইঅ্যাপক্যাব।এবারযাত্রীসাথীনিলনতুন উদ্যোগ। মহিলাদের জন্য চালু হচ্ছে শাটল পরিষেবা। ভাড়া শুরু মাত্র ৩৯ টাকা থেকে। মহিলাদের যাতায়াত আরও সাশ্রয়ী ও সহজ করতে বড় উদ্যোগ নিতে চলেছে যাত্রী সাথী। এবার মাত্র ৩৯ টাকায় মহিলাদের জন্য বিশেষ শাটল পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দৈনন্দিন যাতায়াতে মহিলাদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া এবং গণপরিবহণে তাঁদের নির্ভরতা আরও বাড়ানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলা ও পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই কম খরচে শাটল পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে পরিষেবা চালু হতে পারে। যাত্রীদের চাহিদা এবং পরিষেবার সাফল্য পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে আরও রুটে শাটল বাড়ানোর পরিকল্পনাও থাকতে পারে। এর সবথেকে বড় বিশেষত্ব হল, ১০০-১৫০ টাকা খরচ হবে না। মাত্র ৩৯ টাকা থেকেই শাটল পাওয়া যাবে। স্বল্প মূল্যে এই পরিষেবা চালু হলে মহিলাদের দৈনিক যাতায়াতের খরচ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট রুটে শাটল পরিষেবা চালু হওয়ায় যাতায়াত আরও সংগঠিত ও সুবিধাজনক হবে। 'যাত্রী সাথী'র এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শহরের মহিলা যাত্রীদের জন্য সাশ্রয়ী পরিবহণের ক্ষেত্রে এটি নতুন সংযোজন হতে চলেছে।

তৃণমূলীদের সঙ্গে হাত মেলানো থেকে তোলাবাজি, ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠতেই জেলায় জেলায় খোলনলচে বদলাচ্ছে বিজেপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে দল। আর তিনমাসের মধ্যেই দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছে। এই নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কড়া বার্তা দিয়েছেন। দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন। এমনকি, রাজ্যে ২২ জন নেতাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এবার সাংগঠনিক রদবদলের পথে হাঁটছে রাজ্য বিজেপি। একাধিক জেলায় নেতৃত্ব বদল হতে চলেছে। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, বেশ কিছু জেলায় সাংগঠনিকভাবে দল এখনও শক্তিশালী হয়নি। অথচ বেশ কয়েকটি জেলায় দলবিরোধী কার্যকলাপ, দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কাজকর্ম মাথাচাড়া দিচ্ছে। এমনকি, অর্থের লেনদেন সামনে আসছে। সেই সব জেলাকে চিহ্নিত করার কাজ চলছে পদ্ম শিবিরের অভ্যন্তরে। তেমনভাবেই স্থির হয়েছে এক ডজনের বেশি সাংগঠনিক জেলা। সেখান থেকেই জেলাস্তরে বদল হবে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব দেখেছে, যেখানে অশান্তি, শৃঙ্খলাভঙ্গের সমস্যা বেশি আসছে, যেখানে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ফল আসেনি। জিতেছে তৃণমূল। কিন্তু এলাকায় আর তৃণমূলের প্রভাব নেই। সেই জায়গায় তৃণমূলের একাংশকে সঙ্গী করে, কাজে লাগিয়ে বিজেপির কেউ কেউ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন বলেই বিজেপির অন্দরের আলোচনায় উঠে এসেছে। তৃণমূলের অন্দরে থাকা ক্ষমতার স্বাদ না পাওয়া অংশের সঙ্গেও কোথাও কোথাও হাত মিলিয়েছেন পদ্ম শিবিরের কেউ কেউ। সেখানে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যার ফলে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। সেই এলাকাগুলি নিয়েও বিজেপি নেতৃত্বের চিন্তা বাড়ছে বলে সূত্রের খবর। এই সব এলাকা, জেলাকে চিহ্নিত করার কাজও চলছে দলীয় স্তরে। রাজ্যে পালাবদলের পর মাস তিনেক কেটেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তোলাবাজির অভিযোগ আসছে বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধেও। কিন্তু বিজেপি দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। সেই নীতি অনুসরণ করেই তোলাবাজির অভিযোগে বিজেপি থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ২২ জন নেতাকে। অন্তত ২৫০ জনকে শোকজ করেছে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। এবার জেলা নেতৃত্বেও বদলের পথে হাঁটছেন শমীক ভট্টাচার্যরা।

কলকাতায় অবতরণের সময়েই পাইলটের চোখে লেজার রশ্মি! মাঝআকাশে দীর্ঘ চক্কর কাটল মালয়েশিয়ার যাত্রী-বিমান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণের ঠিক আগের মুহূর্তে বড়সড় বিপদের মুখে পড়ল মালয়েশিয়া এয়ার লাইন্সের একটি বিমান। শনিবার রাতে রানওয়ের কাছে পৌঁছতেই লেজার রশ্মি পাইলটের চোখে এসে পড়ায় কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যায়। পরিস্থিতি বুঝে অবতরণ স্থগিত করেন পাইলট। কিছুক্ষণ আকাশে চক্কর কাটার পর শেষ পর্যন্ত ১৫৯ জন যাত্রী ও বিমানকর্মীকে নিয়ে নিরাপদে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালয়েশিয়া এয়ার লাইন্সের MH-184 বিমানটি শনিবার রাত প্রায় ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রানওয়ে থেকে প্রায় ৮ নটিক্যাল মাইল দূরে থাকাকালীন মধ্যমগ্রাম-বারাসাত এলাকার দিক থেকে ককপিট লক্ষ্য করে একটি তীব্র লেজার আলো ফেলা হয় বলে অভিযোগ। হঠাৎ তীব্র আলো এসে পড়ে পাইলটের চোখে, এই অবস্থায় বিমান অবতরণ করানো ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বুঝে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেন। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিমানটি নিয়ে আকাশে চক্কর কাটতে থাকেন তিনি। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করা হয়। রাত প্রায় ১১টা ২৫ মিনিট নাগাদ নিরাপদে রানওয়েতে নামে MH-184। ঘটনার পরই বিষয়টি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানায় মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স। ঘটনাটিকে গুরুতর বলে মনে করে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর বিক্রম সিং জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের আশপাশের এলাকায় লেজার লাইট ব্যবহার নিষিদ্ধ। তারপরও মাঝেমধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা বিমান চলাচলের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঘটনার পর পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং লেজারটি ঠিক কোথা থেকে ছোড়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমান ওঠা বা নামার সময় পাইলটদের জন্য কয়েক মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে ককপিটে শক্তিশালী লেজার আলো এসে পড়লে পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। সাময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হওয়া, দিক বুঝতে সমস্যা হওয়া কিংবা কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখতে না পাওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। ফলে বিমান নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দিয়ে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। কলকাতা বিমানবন্দরের আশপাশে এমন ঘটনা অবশ্য আগেও ঘটেছে। ২০২৫ সালের দুর্গাপুজোর সময় শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের প্যান্ডেলের লেজার শো নিয়েও পাইলটদের আপত্তি উঠেছিল। অবতরণের সময় লেজারের আলো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ানোয় পরে ওই আলো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শনিবার রাতের ঘটনায় অবশ্য বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বিমানবন্দরের মতো সংবেদনশীল এলাকার কাছে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কারা এভাবে লেজার ব্যবহার করছে? সেই উত্তর খুঁজতেই এখন তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বকুলতলা থানার অভিযানে চুরি যাওয়া ১২টি মোবাইল উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বকুলতলা, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া ১২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করল বকুলতলা থানার পুলিশ। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সৈয়দ আলি গাজি ওরফে বাবুসোনা। তিনি বকুলতলা থানার মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা গাজি পাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে পুলিশের একটি দল গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সৈয়দ আলি গাজির বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর কাছ থেকে মোট ১২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির বৈধ কাগজপত্র পুলিশের কাছে দেখাতে পারেননি ওই ব্যক্তি। এরপর পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি চুরি করা বলে তিনি স্বীকার করেছেন বলে পুলিশের দাবি। এরপর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে ১২টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ এবং সৈয়দ আলি গাজি ওরফে বাবুসোনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইনের ধারায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। বকুলতলা থানার পুলিশের তৎপরতায় চুরি যাওয়া ১২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়ার পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি কোথা থেকে চুরি করা হয়েছিল এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার তিন

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎপরতায় শনিবার রাতে জয়নগর থানার জয়নগর স্টেশন মোড়ে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। আর এই অভিযানে জুয়া ও সাট্টার মতন অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃত তিন জন হল - পরিতোষ বিশ্বাস (৬৯), বাড়ি সোনারপুর থানা এলাকায়, ছট্টু হালদার (৩২), বাড়ি মন্দিরবাজার থানা এলাকায়, জাকির হোসেন সেখ (৫৭), বাড়ি মন্দিরবাজার থানা এলাকায়। রবিবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

পিলখানায় জঙ্গি-যোগের তদন্তে বড়সড় মোড়! হামিমের পর গ্রেপ্তার এক যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ হামিম মণ্ডলকে ঘিরে নাশকতার তদন্তে নতুন মোড়। এবার হাওড়ার পিলখানা এলাকা থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র। বেঙ্গল এসটিএফের অভিযানে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের সঙ্গে হামিম মণ্ডলের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের উৎস এবং এর ব্যবহার নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তারিত তদন্ত। সূত্রের খবর, যন্তর মন্তরে নাশকতার ছকের অভিযোগে হামিম মণ্ডলকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই তার যোগাযোগের জাল খতিয়ে দেখছিল তদন্তকারী সংস্থা। জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই হাওড়ার পিলখানা এলাকায় তল্লাশি চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। সেই অভিযানে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, শুধুমাত্র হামিম নয়, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ধৃত ব্যক্তির মোবাইল ফোন, যোগাযোগের তথ্য এবং অতীতের কার্যকলাপ পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোথা থেকে অস্ত্র এল, কার মাধ্যমে তা পৌঁছল এবং কোনও বড় পরিকল্পনার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে এসটিএফ। এর আগে দিল্লির যন্তর মন্তরে পুলিশের পোশাক ব্যবহার করে নাশকতার ছক কষার অভিযোগে হামিম মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এসটিএফের দাবি, হামিমের পরিকল্পনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিশানা করা। তদন্তে উঠে আসে, সে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছিল এবং হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার পর থেকেই তার সহযোগীদের খোঁজে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে তদন্তকারী দল। পিলখানা থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

একদিকে 4K Restoration, অন্যদিকে সৃজিতের নতুন ছবি! ২০২৭-এ ফিরছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতার প্রিয়া সিনেমা হলের রোববারের সকালটা যেন আচমকাই ফিরে গেল বাংলা সিনেমার এক সোনালী অধ্যায়ে। একদিকে প্রকাশ্যে এল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'মহারাজা তোমারে সেলাম'-এর চরিত্রদের প্রথম ঝলক, অন্যদিকে একই মঞ্চ থেকে এল এমন এক ঘোষণা, যা বাঙালি দর্শকের নস্টালজিয়াকে আরও একবার উসকে দিল। সব মিলিয়ে বার্তাটা স্পষ্ট, ২০২৭ সালটা হয়তো সত্যিই হতে চলেছে গুপী আর বাঘার। জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই শুরু হল এই বিশেষ যাত্রা। অনুষ্ঠানে 'মহারাজা তোমারে সেলাম'-এর মোশন পোস্টার প্রকাশের পাশাপাশি প্রথমবার নিজেদের চরিত্রের লুকে সামনে এলেন ছবির অভিনেতারা। গুপী-বাঘার জগতের সঙ্গে যুক্ত এই নতুন গল্পে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে জিতু কমল, ঋত্বিক ভৌমিক, রুদ্রনীল ঘোষ, শমীক রায় চৌধুরী এবং শতাক্ষী নন্দীকে। তাঁদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন সৈরিতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরিজিৎ দত্ত। তবে 'মহারাজা তোমারে সেলাম' শুধুই একটি জনপ্রিয় ছবির পিছনের গল্প নয়। বরং যে মানুষটির কল্পনা, জেদ, বিশ্বাস এবং সৃজনশীলতার জোরে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মতো এক কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, এই ছবি সেই স্রষ্টার গল্প বলবে। সত্যজিৎ রায়ের সেই অসাধারণ ভাবনাকে কীভাবে পর্দায় রূপ দেওয়ার পথ তৈরি হয়েছিল, কী ধরনের সৃজনশীল লড়াই ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল ভারতীয় সিনেমার অন্যতম স্মরণীয় ছবি, সৃজিতের পরিচালনায় সেই নেপথ্য কাহিনিই নতুন করে উঠে আসবে। হইচই স্টুডিওজ এবং ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন প্রযোজিত এই ছবিটি তৈরি হচ্ছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মূল প্রযোজনা সংস্থা পিয়ালি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায়। ফলে এই নতুন ছবির সঙ্গে মূল ছবির উত্তরাধিকারও সরাসরি জড়িয়ে থাকছে। সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীতশিল্পী দেবজ্যোতি মিশ্রও। সত্যজিৎ রায়ের সংগীতের উত্তরাধিকারের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ সম্পর্ক। 'মহারাজা তোমারে সেলাম'-এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের দায়িত্বও রয়েছে তাঁর কাঁধে। ফলে ছবির নেপথ্যে শুধু গল্প নয়, সুরের দিক থেকেও 'গুপী-বাঘা'র সেই চেনা আবহের সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরি হতে চলেছে। এরপর প্রিয়া সিনেমার পরিবেশ আরও বদলে যায়। ব্যান্ড পরিধির বিশেষ লাইভ পারফরম্যান্সে গুপী-বাঘার স্মৃতিতে ফিরে যান দর্শক। দলের হয়ে মঞ্চে ছিলেন দুর্নিবার সাহা এবং সুতীর্থ। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর বহুদিনের পরিচিত ও ভালোবাসার গান নতুন করে পরিবেশন করেন তাঁরা। মুহূর্তেই সিনেমা হলের পরিবেশ হয়ে ওঠে স্মৃতিমেদুর। পুরনো দিনের গান, পরিচিত সুর আর নতুন ছবির অপেক্ষা মিলেমিশে তৈরি করে এক অন্যরকম আবহ। মনে হচ্ছিল, গুপী আর বাঘাকে দর্শক যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে দিনের সবচেয়ে বড় চমক তখনও বাকি ছিল। অনুষ্ঠানেই ঘোষণা করা হয়, সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এবার পেতে চলেছে অত্যাধুনিক 4K restorationĐ Film Heritage এবং মার্টিন স্করসেজির Film Foundation-এর সহযোগিতায় এই ঐতিহাসিক কাজটি করা হচ্ছে। ২০২৭ সালে সেই restored version দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। অর্থাৎ যে ছবি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালির সিনেমার স্মৃতির অংশ হয়ে রয়েছে, সেটিই এবার আরও উন্নত চেহারায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মসলিনের ঐতিহ্য থেকে জাতীয় স্বীকৃতি, ফুলিয়ায় বুনন ও ডিজাইনে জোড়া রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ মুঘল আমলের মসলিনের ঐতিহ্য এবার নতুন করে জাতীয় মঞ্চে জায়গা করে নিল নদিয়ার ফুলিয়ায়। বুনন এবং ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট; দুই বিভাগে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন ফুলিয়ার দুই শিল্পী। ৫০০/৫০০ কাউন্টের পিওর মসলিন সুতোর বিশেষ শাড়ি তৈরি করে বুনন বিভাগে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন অভিনব বসাক। আর সাধারণ সুতোর পরিবর্তে সিল্কের সুতো ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের জামদানি কুর্তা ও দোপাট্টা তৈরির জন্য ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন ডিজাইনার মন্টু বসাক। দুই শিল্পীরই বাড়ি শান্তিপুরের ফুলিয়ায়। অভিনব বসাকের তৈরি শাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে ৫০০/৫০০ কাউন্টের পিওর মসলিন সুতো। অত্যন্ত সূদ এই মসলিন একসময় মুঘল আমলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মসলিনের সেই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকেই আধুনিক সময়ের বুননে ধরে রেখে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ শাড়িটি। আর সেই কাজের জন্যই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন অভিনব। অভিনবের বাবা প্রখ্যাত রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁতশিল্পী বিরেন কুমার বসাক। ছেলের সাফল্যে গর্বিত তিনি। বিরেন কুমার বসাক জানান, বর্তমানে মূলত মুর্শিদাবাদেই এই ধরনের মসলিন তৈরি হয়। ৫০০ কাউন্টের এই বিশেষ সুতোর এক কিলোগ্রামের দাম প্রায় ৩৬ হাজার টাকা। এই সূদ সুতো দিয়ে একটি শাড়ি তৈরি হলে তার দাম ছয় লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে। ছেলের শিল্পীসত্তাকে আরও পরিণত করতে অভিনবকে শান্তিনিকেতনে এই বিষয়ে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়েছিল বলেও জানান বিরেন কুমার বসাক। পরবর্তীতে অভিনব একাধিক ডিজাইন ও শাড়ি তৈরি করে সাফল্য পান। এবার তাঁর ঝুলিতে যোগ হল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। অন্যদিকে ডিজাইনে নতুন ভাবনার পরিচয় দিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন মন্টু বসাক। সাধারণ সুতোর পরিবর্তে সিল্কের সুতো ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের জামদানি কুর্তা ও দোপাট্টা তৈরি করেন তিনি। ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বিভাগে তাঁর সেই কাজই জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। মন্টু বসাকের কথায়, মসলিন শিল্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা শিকড়ের টানের মতো। ছোট থেকেই এই শিল্প নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদে। মসলিন শিল্প ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের হলেও সেই শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি তাঁকে ভাবাত। সেই ভাবনা থেকেই স্কুল জীবন থেকেই নকশা তৈরির কাজে নিজেকে যুক্ত করেন তিনি। পরবর্তীতে ফুলিয়ার সোসাইটি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার সুনীল কুমার দাসের কাছে পাঠায়। সেখানে ছয় মাস প্রশিক্ষণ নেন মন্টু। সেই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করে নকশা ও ডিজাইনের কাজ শুরু করেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর এবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। পরিবারে স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে মন্টুর। পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর বক্তব্য, এই সম্মানে তিনি আপ্লুত। জীবনে যত কষ্ট করেছেন, এই স্বীকৃতি পাওয়ার পর সেই কষ্ট যেন মুহূর্তের মধ্যে মুছে গিয়েছে। একই সঙ্গে আরও নতুন কাজ করার এবং এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস পেয়েছেন তিনি। একদিকে মুঘল আমলের মসলিনের ঐতিহ্য, অন্যদিকে নতুন নকশা ও সৃষ্টিশীলতা। দুইয়ের হাত ধরে জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে ফুলিয়ার ঘরে এল জোড়া রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। দুই শিল্পীর এই সাফল্যে নতুন করে গর্বিত শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতশিল্পী মহল থেকে সাধারণ মানুষ।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার এক জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৯ আগস্ট, ২০২৬ঃ জয়নগর ধারাবাহিক ভাবে আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ টিম। জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই শান্তনু ঘোষ সহ জয়নগর থানার পুলিশ টিমের অতি তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত ব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তার গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ প্রথমে তাকে আটক ও পরে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তি হল, রোশন আলি সরদার (৪৩), বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোষা গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫০ সংখ্যা, সোমবার , ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী পরলোকগমন করেন ৯ আগস্ট, ১৯৭০ সালে। ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি সারা জীবন বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। অনুশীলন দলের সঙ্গে তিনি শৈশবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে ৩৪ বছর জেলখানায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। ১৯৬৭ সালে তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে সম্ভবত আমিই রাজনৈতিক আন্দোলন করার কারণে সর্বাধিক সময় জেলখানায় অতিবাহিত করেছি। মাঝখানে দু-এক মাস বিরতি ছাড়া ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪/৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি।...জেলখানার পেনাল কোডে যেসব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তির কথা লেখা নাই তাহার প্রায় সব সাজাই ভোগ করিয়াছি।' ১৯০৬ সালে তিনি 'অনুশীলন' সমিতির সাথে সরাসরি যুক্ত হন। বিপ্লববাদী দলের ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে সহপাঠীদের নিয়ে নিয়মিত শরীর চর্চা ও দেশের স্বাধীনতার জন্য পাঠচক্র করতেন। নিজ জেলায় ক্ষুদে বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ২ মাস আগে ১৯০৮ সালে তিনি বিপ্লবী দলের কাজে নারায়ণগঞ্জে আসেন। এসময় ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য তাঁকে গ্রেফতার করে ৬ মাসের জেল দেয়। ওখানেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় এক নতুন জীবন। সে সময় তিনি ছয় মাস কারাভোগ করেন। মুক্তি পেয়ে ১৯০৯ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আসার পর তাঁকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী অভিযান। এ মামলায় তিনি ছিলেন অন্যতম আসামী। পুলিশ হন্যে হয়ে তাঁর সন্ধান শুরু করে। তিনি ঢাকার বিপ্লবীদের সাথে পরামর্শ করে আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি আগরতলার উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বিপ্লববাদী দলের একটি শাখা স্থাপন করেন। দুই বছরের মধ্যে তিনি উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে বিপ্লবীদের একটি বিশাল ঘাঁটি তৈরি করেন। এই অঞ্চলের বিপ্লবী দলের তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল শরীর চর্চা, ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোড়া খেলা, কুস্তি ইত্যাদির আড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষা, বিপ্লবাত্মক প্রচার ও বিপ্লবী কর্মী তৈরী করা। উদ্দেশ্য ভারতমাতাকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্ত করা। ১৯১২ সালে ওখান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাঁর বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। প্রমাণের অভাবে বৃটিশ পুলিশ এই হত্যা মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি স্থান পরিবর্তন করে মালদহ যান। সেখানে তিনি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য কাজ করেন। এখানে এই দলের একটি শক্তিশালী শাখা গঠন করার পর ১৯১৩-১৯১৪ সালে তিনি রাজশাহী ও কুমিল্লায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই গুপ্ত সমিতি বা বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে দলের সিনিয়ররা সহযোগিতা করতেন। বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী ছিলেন তাঁর স্কুল জীবনের সহপাঠী। তাঁদের স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার

১৭০৫ সালে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মহারাজা নন্দকুমার। নবাবি আমলে তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম দক্ষ প্রশাসক, রাজস্ব কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী জমিদার। হুগলির ফৌজদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি নবাব মীর জাফরের প্রধান দেওয়ান হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে ১৭৬৪ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও তাঁকে বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলির দেওয়ান নিযুক্ত করে। কিন্তু এই নিয়োগই ভবিষ্যতে ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের সূচনা করে। ১৭৭৫ সালে মহারাজা নন্দকুমার ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। তাঁর দাবি ছিল, মীর জাফরের বিধবা স্ত্রী মুন্নি বেগমের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎকোচ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন হেস্টিংস। অভিযোগের পক্ষে নথিপত্রও পেশ করা হয় এবং সুপ্রিম কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য তদন্তে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই তদন্ত পূর্ণতা পাওয়ার আগেই ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। বহু বছর আগের একটি কথিত জালিয়াতির মামলায় নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁকে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ফলে বিচার প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে তখন থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অবশেষে ইংল্যান্ডের একটি জালিয়াতি-সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে মহারাজা নন্দকুমারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যদিও ইতিহাসবিদদের একটি বড় অংশের মতে সেই আইন ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল না। ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট কলকাতার কুলিবাজার এলাকায় জনসমক্ষে প্রায় ৭০ বছর বয়সী নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় সমগ্র বাংলায় আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটেনে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে বিচার চলাকালে এই মামলাটি বারবার আলোচনায় আসে এবং বহু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এই ঘটনাকে JUDICIAL MURDER বা 'আইনি হত্যা' বলে অভিহিত করেন। যদিও ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই মূল্যায়ন নিয়ে মতভেদও রয়েছে, তবু এটি ভারতীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত বিচার হিসেবে স্বীকৃত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

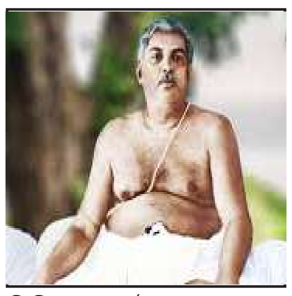

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

।সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি । তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তির প্রয়োজন।আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন ।

স্বদেশি পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করার উদ্যোগ

অভিজিৎ ব্যানার্জি

বাংলার বিপ্লবীদের পত্রিকাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার কালা কানুন তৈরি করার কথা ভাবতে শুরু করে। যেভাবে বাংলার পত্রপত্রিকাগুলো ব্রিটিশ সরকার বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ব্রিটিশ প্রশাসন। কলকাতার মেট্রোপলিট্যান ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড এর মূল্য লক্ষ্যই ছিল বাংলা পত্রিকাগুলোর প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া। কোন কোন পত্রিকা ব্রিটিশ

সরকার বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করছে তার একটি তালিকা তৈরি করে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ। সেই তালিকা ধরে পত্রিকা অফিসগুলিতে হানা দিয়ে সেখানকার সম্পাদক এবং মুদ্রককে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ সরকার।

প্রায় দেড়বৎসর কাল নিরুদ্রপে 'যুগান্তর' পত্রিকা চলেছিল। এক পরে খোলাখুলি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচার শুরু হলে পুলিশ ও ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এবং তাদের টনক নড়ে উঠল। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে মেহচন্দ্র কানুগো তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ফরাসী দেশে চলে যান বোমা তৈরি প্রণালী শেখবার জন্য। হেমচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর শাখার কর্মী। মানিকতলা ছিল প্রধান যুগান্তর কেন্দ্র। কিন্তু প্রথমে বোমা প্রস্তুত এখানে হতো না। বোমা তৈরির প্রথম চেষ্টা হয়েছিল দেওঘরের রোহিণীতে। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং চেষ্টা করতে গিয়ে রংপুরের ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা যান। প্রফুল্লর মৃত্যুর পরে কলকাতায় এসে বোমা তৈরির কাজ শুরু হয়। ঢাকুরিয়ার জীর্ণ একতলার ছোট বাড়িতে চেষ্টা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। বাড়িটির স্থান কোথায় ছিল এবং কার বাড়ি ছিল তা অবশ্য জানা যায়নি। বিপ্লবীদের আড্ডা বসত দেবব্রতের বাড়িতে, কখনও বা টাউন স্কুলে আবার কখন বা গঙ্গার ঘাটে। তখন অরবিন্দ থাকতেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। বছরে একবার সম্মেলন কর্মীদের সম্মেলন হতো। তাতে প্রেসিডেন্ট হতেন পি মিত্র। সেখানে অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার উপস্থিত থাকতেন। যুগান্তর লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ এবং দেবব্রত। অরবিন্দও মাঝে মধ্যে লিখতেন। তিনি আবার ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। ১৯০৭ সালে ১১ এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম ছিল -' এসো অরাজকতা' তাতে লেখা ছিল-'অরাজকতা সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি,- ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব'। (বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে খোলাখুলি প্রচার করা হতো। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করতে হবে। ১৯০৬ সালে ২৬ আগস্ট সংখ্যায় লেখেন দেবব্রত বসু তাঁর যোগাক্ষ্যাপার পত্রে-" বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ সহজে করা যায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে বিস্ফোরণ তৈরি করা সম্ভব।" (বরীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে বারীন্দ্রকুমার লিখতেন-' বর্তমান রণনীতি'। মাল মসলা সংগ্রহ করতেন, ক্যামনের 'রুশ-জাপান যুদ্ধ' বই থেকে। পরে এটা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার ওপরে ইংরেজ সরকারের আঘাত এসে পড়ল। ১৯০৭ সালের ৭ জুন সতর্ক বার্তা দেওয়া হল যুগান্তর পত্রিকাকে। কারণ ২ জুন ১৯০৭ সালের সংখ্যায় সরকার বিরোধী লেখার প্রকাশ করা হয়েছিল। ভূপেন্দ্রের ডাক পড়ল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর পূর্ণ চন্দ্র লাহিড়ীর কাছ থেকে। ১২৪ এ ভারতীয় পেনাল কোড'এ দুটো প্রকাশিত প্রবন্ধকে ঘিরে মামলা শুরু হল। একটি হচ্ছে 'ভয়-ভাঙ' এবং আর একটি হচ্ছে 'লাঠিশক্তি' যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ জুন ১৯০৭ সালে। সেই সময়ে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডি এইচ কিংসফোর্ড। ভূপেন্দ্রনাথ সব প্রবন্ধ প্রকাশের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে দোষ স্বীকার করলেন। ফলে ২৪ জুলাই ১৯০৭ সালে তাঁর এক বছর জেল হয়। ভূপেন্দ্রনাথের সাহসিকতার প্রশংসা করে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ একটি প্রবন্ধ লিখলেন তার নাম হচ্ছে "One more for the Alter "। সেখানে তিনি লিখলেন-" To meet persecution with indifference, to take punishment quietly as a matter of course, with erect head and undimmed eyes, this is the sprit in which we must conquer, (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-25)" ৯ আগস্ট ১৯০৭ সালে কলেজ স্কেয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছু মহিলা অংশ গ্রহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী যিনি ৬১, হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি রোড) বসবাস করতেন। যোগ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, লীলাবতী দেবী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। চিকিৎসক প্রাণ কৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সভায় পত্রপাঠ করেছিলেন যা লিখেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর পুত্রের সম্মানে। কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন যে কবিতা লিখেছিলেন আনন্দ মোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা দেবী। সভায় ভূপেন্দ্র নাথের মায়ের হাতে একটি প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটাই হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বতঃস্ফূর্ত মহিলাদের প্রতিবাদ সভা। আদালতে বিচারের সময় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন-'এই বিদেশী সরকারের আদালতকে আমি স্বীকার করি না। I have done what I thought to be duty to my country-you may mete out any punishment you like. I shall bear it cheerfully" (বিপ্লবী যুগান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃষ্টা-৪৫)।

১৯০৭ সালে ৮ জুন আবার ইংরেজ সরকার সতর্ক বার্তা পাঠালো 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে। ৩০ জুলাই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিটেন্ডেট মিস্টার ইলিস ১২, নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়াবের (রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি) ২-১ ক্রীক রো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘর তল্লাশির কাজ শুরু করলেন। সেখান থেকে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিল পুলিশ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। ১৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আবার কিছু অফিসার এসে উপস্থিত হল। তারা হেমচন্দ্র বাগচীকে গ্রেফতার নোটিশ দিয়ে বলেন, অরবিন্দকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। অপরাধ, অরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকায় "Politics for the Indians" ২৭ জুন শহর সংস্করণে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করা হয় ২৬ জুলাই। সিদ্ধান্ত হয় অরবিন্দ ধরা দেবেন। তাঁকে পদ্মপুকুর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই সময়ে 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং হেমেন্দ্র মোহন বোস অরবিন্দের হয়ে জামিন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত তা অগ্রাহ্য করে। পরে বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বোস এবং নীরোদচন্দ্র মল্লিক রাজা (সুবোধ মল্লিকের কাকা) অরবিন্দকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কালে অরবিন্দ মুক্ত হন। "Police, in course of their search, could not found any documentary evidence against Aurobindo. But there was a press copy of a reply to a letter in the file Bande Mataram office stating that " after the return of our Editor Aurobindo Ghose, who is now out of Calcutta, we shall reply to your letter" finding the same, Charu Chandra and Subodh Mallik brought it out from the file and burnt it. As such there was no positive proof that Aurobindo was the editor of the paper. In his judgement dated September 23, 1907 Mr. Kingsford stated, " the inference I draw is that the evidence is inconclusive. I find in it nothing which is materially inconsistent with...'

'পথের দাবী' উপন্যাসে 'সব্যসাচী' চরিত্র কী রাসবিহারীর

সুদীপ্ত সেন

বহু লোকের ধারনা যে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী চরিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন তা ছিল রাসবিহারী বোসকে কেন্দ্র করে। সব্যসাচী যেমন বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারন করে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতেন ঠিক সেই রকমই 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচীও ছদ্মবেশ ধারন কর বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল দেশের মাটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না;তার বিস্তার ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বাইরে, নির্বাসনের জীবনেও। এমনই এক বিপ্লবী ছিলেন তিনি, যিনি নিজের জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও ভারতের মুক্তির স্বপ্ন বয়ে নিয়ে গেছেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গদর ষড়যন্ত্র, ভাইসরয়ের উপর বোমা হামলার পরিকল্পনা, আবার জাপানে বসে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্মাণ;সবকিছুই যাঁর জীবনের অঙ্গ ছিল। এই বিপ্লবীর নাম; রাসবিহারী বসু।

রাসবিহারী বসুর জন্ম হয় ২৫শে মে ১৮৮৫ সালে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল বিনোদ বিহারী বসু। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি চন্দননগরে গ্রহণ করেন। শৈশব কাল থেকেই তাঁর মনে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দানা বাঁধে এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি গভীর আকর্ষণ তৈরি হয়। কর্মজীবনের শুরুতে কিছুদিন তিনি দেরাদুনে বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে যুক্ত ছিলেন। সেখানেই তাঁর পরিচয় ঘটে অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির সঙ্গে এবং যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর নেতৃত্বাধীন যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়।

পরবর্তীতে অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক শিষ্য যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ওরফে নীরালম্ব স্বামীর সংস্পর্শে এসে তিনি পাঞ্জাবের আর্য সমাজের বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে তিনি সর্বভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকে পরিণত হন।

১২ই ডিসেম্বর ১৯১১;দিল্লিতে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চার্লস হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের ঐতিহাসিক পরিকল্পনার মূল কারিগর ছিলেন রাসবিহারী বসু। বসন্ত কুমার বিশ্বাস তাঁর সহযোগিতায় এই অভিযানে অংশ নেন। যদিও বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবুও এই ঘটনা ব্রিটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দেয়। এরপর থেকেই পুলিশ রাসবিহারী বসুকে ধরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তিনি গোপনে ট্রেনে করে দেরাদুনে পালিয়ে যান। ১৯১৩ সালে বাংলার বন্যা ত্রাণকাজের সময় পুনরায় বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এসে তিনি নতুন উদ্যমে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তিনি 'গদর' আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। ধারণা ছিল;ইউরোপের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বড় অংশ ব্যস্ত থাকায় দেশে বিদ্রোহ সফল করা সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হলে তিনি পি.এন. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানের সাংহাই শহরে পৌঁছে যান। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন। কিন্তু নির্বাসন তাঁকে থামাতে পারেনি। জাপানে থেকেও তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন, ইংরেজি শিক্ষাদান করেন এবং 'নিউ এশিয়া' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি জাপানি ভাষা শেখেন, ১৪টি বই লেখেন এবং 'রামায়ণ' জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। টোকিওতে একটি হোটেল খুলে ভারতীয়দের সংগঠিত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি জাপানে সোমা আইজোর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৯২৩ সালে জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তবুও তাঁর মন পড়ে ছিল ভারতের দিকেই। জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের জন্য সমর্থন আদায়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২৮শে মার্চ ১৯৪২ সালে টোকিওতে তাঁর আহ্বানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং স্বাধীন ভারতের জন্য সেনা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব ওঠে। পরে ২২শে জুন ১৯৪২ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে দেশ নায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের আই.এন.এ-তে যোগ দিতে উৎসাহিত করা হয়। রাস বিহারী বসুই 'আজাদ' পতাকা নির্বাচন করে তা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেন।

পরবর্তীতে জাপানি সামরিক নেতৃত্ব তাঁকে ও জেনারেল মোহন সিংকে আই.এন.এ-র নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিলেও, তাঁর তৈরি সাংগঠনিক কাঠামোর উপর ভর করেই সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্ণ রূপ দেন। ভারতকে ব্রিটিশ দাসত্ব থেকে মুক্তি।

'বিদ্রোহী' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমি' লিখেছিলেন ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে বসে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের কবিতায় অহমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নিজের সত্ত্বার উন্মোচন করেন। এই কবিতাকে আত্মসোপান বলা যেতে পারে। কবি কোনও লক্ষ্য পথ ধরে এগোতে থাকবে না তিনি ব্যক্ত করেছেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' মুজফফর আহমেদ প্রথম শ্রোতা ছিলেন নজরুলের 'বিদ্রোহ' কবিতার। ভার বেলায় নজরুলের মুখ দিয়ে কবিতাটি শোনা মাত্র মুজফফর অনুভব করতে পেরেছিলেন, বাংলায় এই প্রকাশ না থাকলে তাঁর কাছে জগৎ মিথ্যা। 'আমি'ই হচ্ছে সব জগত সভার প্রথম প্রতিনিধি। এই আমি'ই জগতকে চিনতে, জানতে, বুঝতে এবং সকলের সঙ্গে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা শেখায়। নজরুলের

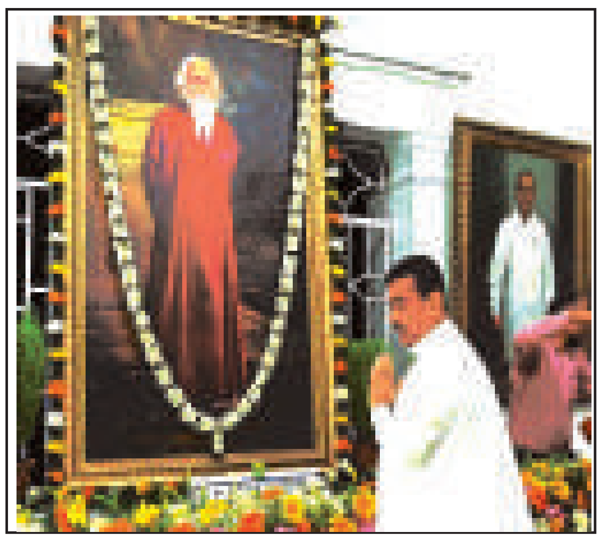

২২ শে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। এইদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কবিগুরুর তিরোধান দিবস পালন করা হয়। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকেও কবিগুরু প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ মহাশয় সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকবৃন্দ। এই দিন বিকালে রবীন্দ্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিগুরু প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে রাজ্যের মাননীয়া তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী উপস্থিত থাকেন। রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের রবীন্দ্রপ্রেমী শিল্পীরা কবিগুরুর সঙ্গীত এবং কবিতা পরিবেশন করে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের কোনও একদিনে। বাংলার তখন সালটা ছিল ১৩২৭ সাল। প্রায় ষোল বছর বাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমি' কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিগুরু নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি নজরুলকে নতুন যুগের কবি বলে চিহ্নিত করেন। 'আমি' কবিতাটিতে কবিগুরু আমি বলতে 'জীবনদেবতাকে'ই স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। সেখানে তিনি 'জীবনদেবতা'কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবিগুরুর 'আমি' একটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আপন মানবিক সত্ত্বা। 'অহম' বোধের প্রকাশ। কবিগুরু আর একবার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার মধ্যে। ঠিক একই রকম ভাবে কবি নজরুল ইসলামও তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে দিয়ে আগামি দিনগুলির চলার পথকে নির্দ্ধারণ করে গিয়েছেন। রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। জীবন সত্ত্বাকে প্রকাশ করেছেন। পূর্ণ জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে। জীবন সত্ত্বার পূর্ণ প্রকাশ থাকলেই তবেই জগতের রূপ-রস-গন্ধকে উপলব্ধি করা সম্ভব। কবি মনের মধ্যে যে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল যা বহুকাল ধরে চাপা আগুনের মতো ধিক ধিক করে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছিল যার প্রকাশ ঘটতে পারছিল না সেটা বিস্ফোরণ ঘটল ডিসেম্বর মাসের এক রাতের বেলায়। বন্ধু কবিতাটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করবে। এই কবিতা বাংলায় বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম।

জগতের রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করা যায় না। জগতের রূপ-রস-গন্ধকে অনুভব করতে গেলে 'আমিত্বের বিকাশ দরকার। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই কবিগুরু তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভগ্ন' এবং নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশ। আমরা এই দুটি কবিতার মধ্যে দিয়ে কবিদের জীবন নকশাকে অনুভব করতে পারি। তাঁরা কি ভাবছেন, কি প্রকাশ করতে চলেছেন, কবি মানসিকতা কোন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তা আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম। 'আমিত্ব' 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'অহম' তত্ত্বের ঝলকানি দেখতে পাওয়া যায়। আর কবিগুরু 'নির্ঝরের স্বপ্নভগ্ন' একই রকমভাবে সেই আমিত্বের বিকাশ ঘটল। এখানে 'আমি' হচ্ছে অসীম শক্তির অধিকারী। কবিগুরুর 'আমি' কবিতাতে জীবনদেবতাই হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি। এই কথা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ইংরেজি কবি টিএস ইলিয়ট এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কবিতাটিও ১৯২১ সালে রচিত হয়েছিল। ইলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ও 'বিদ্রোহী' কবিতা দুটি শতবর্ষ অতিক্রম কবেছে । 'বিদ্রোহী'তে কবিতায় নজরুলকে নতুন ভাবে দেখলাম এবং জানলাম।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

আজও রহস্যে ঘেরা সেই রোমাঞ্চকর ঘটনা

পাঁচু গোপাল রায়

সাড়ে তিন বছর লেট করেছিল ভারতের এই ট্রেন! এর চাইতে গরুর গাড়িও তাড়াতাড়ি যায়।

২০১৪ সালের নভেম্বরে বিশাখাপত্তনম মালগাড়িটি ছেড়েছিল। ১৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের বস্তিতে পৌঁছেছিল ৩.৫ বছর পর। কেন এত দেরি হল? ট্রেনটি কোথায়, কীভাবে আটকে ছিল? কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি রেল।

জাপানে, কোনও ট্রেনটি যদি ১ মিনিটও দেরি করে, রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চায়। ভারতে অবশ্য প্রায় সব ট্রেনই লেট করে। বর্ষা-শীতে তো কোনও কোনও ট্রেন ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা দেরি করে। কিন্তু, একটি ট্রেন এই বিষয়ে রেকর্ড গড়েছিল। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন নয়, ট্রেনটি কয়েক বছর দেরিতে পৌঁছেছিল গন্তব্যে। তবে এটা কোনও যাত্রীবাহী ট্রেন ছিল না, ছিল একটি মালগাড়ির ওয়াগন। ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের সার ছিল ওয়াগনটিতে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই দেরির কোনও কারণ রেলওয়ে জানাতে পারেনি। সাড়ে তিন বছর ধরে ট্রেনটিকে কোথায় ছিল, তাও জানাতে পারেনি।

বিশাখাপত্তনমের ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড থেকে সার আনার জন্য এই মালবাহী ট্রেনটি বুক করে ছিলেন রামচন্দ্র গুপ্ত নামে উত্তর প্রদেশের বস্তির এক ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের নভেম্বরে বিশাখাপত্তনম মালগাড়িটি ছেড়ে ছিল। বিশাখাপত্তনম থেকে বস্তির দূরত্ব ১৪০০ কিলোমিটার। সাধারণত এই দূরত্ব অতিক্রম করতে কোনও মালবাহী ট্রেনের ৪২ ঘন্টা ১৩ মিনিট মতো সময় লাগে। এই ট্রেনটির লেগেছিল ৩.৫ বছর! বস্তি স্টেশনে পৌঁছে ছিল ২০১৮-তে। ট্রেনটি সময়মতো বস্তিতে না পৌঁছনোর পর, রামচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বস্তি রেলস্টেশনে গিয়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার দেখা করেন। ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড সংস্যার পক্ষ থেকেও রেলের কাছে একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। রেলের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দূর, ট্রেনটি কোথায় আছে তাও তারা জানাতে পরেনি ওই ব্যবসায়ীকে। ট্রেনটি যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। বিশাখাপত্তনম থেকে রওনা হওয়ার পর মালগাড়িটি কোথায় চলে গেল, সেই উত্তর দিতে পারেনি কেউ। কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি রেলওয়ে।

দীর্ঘ তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর, সাড়ে তিন বছর পর ২০১৮ সালের জুলাই মাসে, উত্তর প্রদেশের বস্তি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছিল সার বোঝাই ওয়াগনটি। তবে, তত দিনে সবটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওই নষ্ট হওয়া সার গ্রহণ করতে চাননি রামচন্দ্র গুপ্ত।

রামচন্দ্র গুপ্ত আগে থেকে পেমেন্ট করেননি। ফলে, সার সংস্থাটির ক্ষতি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকার। এরপর আইনি লড়াই শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড এবং ভারতীয় রেলের মধ্যে। সেই মামলার পরিণতি কী হয়েছিল তা জানা যায়নি। কিন্তু, কেন এত দেরি হল? ট্রেনটি কোথায়, কীভাবে আটকে ছিল? কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি রেল। আমরা যদি দেখি, তাহলে এটাই ছিল রেলওয়ের সবচেয়ে বিলম্বিত ট্রেন। উত্তর-পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, সঞ্জয় যাদব জানান, কখনও কখনও কোনও ওয়াগন পুরোনো হয়ে গেলে, পুরো মালগাড়িটিরই দুর্ঘটনার মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ওই বগিটিকে ইয়ার্ডে পাঠানো হয়। এই ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই ঘটনা ঘটেছিল।

পঞ্চায়েতের একমাত্র বিজেপি সদস্য, বসলেন প্রধানের চেয়ারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কেতুগ্রাম, ৯ আগস্টঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ জন সদস্য। তার মধ্যে একমাত্র তিনিই বিজেপির। বাকি ১৮ জনই ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছেন। কিন্তু, রাজ্যে পালাবদল হতেই বিজেপির একমাত্র সদস্যের হাতেই এল পঞ্চায়েতের ক্ষমতা। তিনিই হলেন নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল কেতুগ্রাম-২ ব্লকের মৌগ্রাম পঞ্চায়েত। দেখা মিলছিল না তৃণমূলের প্রধান, উপপ্রধান-সহ একাধিক সদস্যের। ফলে পরিষেবা নিতে এসে সমস্যায় পা।ছিলেন গ্রামবাসীরা। এই অচলাবস্থা কাটাতে ব্লক প্রশাসনের পরামর্শে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। আর সেই বৈঠকেই ঘটে গেল একেবারে উলটপুরাণ। তৃণমূলেরই সদস্যরা সমর্থন করলেন পঞ্চায়েতের একমাত্র বিজেপি সদস্যকে। সবার সমর্থনে মৌগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন বিজেপি সদস্য চন্দ্রাবতী ঘোষ। জানা গিয়েছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ইস্তফা দেন। ইস্তফা দেন উপপ্রধানও। পঞ্চায়েতের অচলাবস্থা কাটাতে গত ৪ আগস্ট ব্লক প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ডাকা হয় অনাস্থা বৈঠক। অনাস্থা প্রস্তাবে সায় দেন উপস্থিত ১৫ জন তৃণমূল সদস্য। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একমাত্র সদস্য চন্দ্রাবতী ঘোষ। বিজেপির নতুন প্রধান চন্দ্রাবতী ঘোষের দাবি, এতদিন পঞ্চায়েতে তাঁকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হত না। এমনকি নিজের ছেলের সার্টিফিকেট চাইতে এসেও তা পাননি। তৃণমূলের আমলে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন তিনি। বলেন, ''তৃণমূলের প্রধান নানা দুর্নীতিতে যুক্ত। সরকার বদলের পর থেকে তৃণমূল প্রধান আর অফিসে আসেননি। মানুষ পরিষেবা পাচ্ছিলেন না। তখন বিডিও পঞ্চায়েত সদস্যদের পদক্ষেপ করতে বলেন। পঞ্চায়েতের সব সদস্য অনাস্থা ডেকে সিদ্ধান্ত নেন, বিজেপির সদস্যকে প্রধান করা উচিত। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে প্রধান করেছেন।'' সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন করবেন বলে জানান। পঞ্চায়েতের অফিসার মনোজ মিস্ত্রির দাবি, প্রধান ইস্তফা দেওয়ার পর কাজ চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণেই প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে অনাস্থা ডাকা হয়। সেখানেই বিজেপির একমাত্র সদস্যাকে প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের কোনও তৃণমূল সদস্য প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। অন্য দিকে নতুন প্রধান পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

কাটল খরা, দিঘার মোহনায় ঢুকল টন টন ইলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৯ আগস্টঃ বর্ষার এলেও সেভাবে ইলিশের দেখা মিলছিল না দিঘায়। অবশেষে খরা কাটিয়ে মুখে হাসি ফুটল মৎস্যজীবীদের। বর্ষার মরসুমের শুরুতে সেভাবে বাঙালির পাতে পড়েনি দিঘার ইলিশ। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, প্রকৃতির বিরূপ মনোভাব ও সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে খুব একটা ইলিশ পাওয়া যায়নি। তবে, রবিবার অন্য ছবি ধরা পড়ল দিঘা মোহনায়। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে টন টন ইলিশ ঢুকল বাজারে। দিঘায় কেন পাওয়া যাচ্ছিল না ইলিশ? ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির কারণে সমস্যা হচ্ছিল। সমুদ্র উত্তাল ছিল। ফলে মৎস্য শিকারে সমস্যা হচ্ছিল। সমুদ্রে যেতেও নিষেধ করা হয়েছিল। এরই মধ্যে একটি ট্রলার-সহ ১৫ জন নিখোঁজ হয়ে যায়। তবে, সব বিপদ কাটিয়ে টানা ক'দিনের বৃষ্টিতে এবার চওড়া হাসি ফুটল দিঘার মৎস্য ব্যবসায়ীদের মুখে। জানা গিয়েছে, প্রত্যেক ট্রলারে প্রায় ২ টনের কাছাকাছি ইলিশ উঠেছে। ছোট, মাঝারি, বড় মিলিয়ে প্রায় ৩৫-৪০

টন ইলিশ উঠেছে দিঘার মোহনায়। প্রায় ৪০০ গ্রাম থেকে ১২০০,১৩০০ গ্রাম পর্যন্ত ইলিশের দেখা মিলছে। পাইকারি বাজারে এই ইলিশের দাম গড়ে প্রায় ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ ও ১২০০ টাকা পর্যন্ত গিয়েছে। দিঘা ফিস অ্যান্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নবকুমার পইড়া বলেন, ''ব্যান পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর যখন আমরা প্রথম সমুদ্রে গেলাম, তখন ইলিশ সেভাবে ছিল না বললেই চলে। তারপর মাঝে প্রায় ২৫-৩০টন ইলিশ উঠেছিল। কিন্তু মাঝে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাছ ধরতে যেতে পারছিলেন না মৎস্যজীবীরা। আজ যেসব ট্রলার এসেছে দিঘা মোহনায়, প্রায় ৩০ টনের বেশি ইলি উঠেছে। এক কেজি ৯০০ গ্রাম ইলিশের দাম ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৩৫০ টাকা। আবার ৬০০, ৭০০ ও ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম প্রায় ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে ১ হাজার ২৫০ টাকা। তার নীচে ৫০০, ৬০০ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হয়েছে ৯০০ টাকায়।'' এক ট্রলার মালিক জানাচ্ছেন, আগামী দিনে আমদানি বাড়তে পারে। আমদানি বাড়লে দাম আরও কমবে।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড (''ব্যাংক'')-এর নিম্নোল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্দ্বারা অবহিত করা যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ বা জামানতের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফট সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বা জামানত বিক্রয় করা হবে।
চুক্তি অনুযায়ী ঋণ বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণের শর্তাবলী মেনে বকেয়া অর্থ পরিশোধে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিচে উল্লিখিত ঋণ বা আর্থিক সুবিধার হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি বা এনপিএ (এনপিএ-নন পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ এবং ঋণ ফেরত চাওয়ার নোটিশ প্রদান করেছে এর মধ্যে নিচে উল্লিখিত তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধকীকৃত সম্পদ বা জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা প্রদান করে। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধে অবহেলা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাই, ঋণচুক্তির আওতায় প্লেজি বা জামানত গ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ১৭ই আগস্ট ২০২৬ বা তার পরবর্তী সময়ে বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি / হস্তান্তর করা হবে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৭৬ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তিটিকে বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়া ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধকীকৃত সম্পদের মূল্য আরও কমে যায় এবং এর ফলে মার্জিন বা জামানতের প্রয়োজনীয়তায় ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই ১ (এক) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রুস্তগী	৪,৮০,৯৩৫.০৯	০৭-০৮-২০২৬
২	XXXXXXXXXX০৬৭৪	রবিন কুমার দে	৪,৭১৭ ৪২	০৭-০৮-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৯৫,৫১৭.৭৫	০৭-০৮-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX০১০৩	লালন জি পান্ডে	১,৩৬,৫৮৫ ৪৩	০৭-০৮-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX০৮৩৪	মনোজ কুমার জোশী	১২,২৯৬.০০	০৩-০৭-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,২৪৭.৭৫	০৬-০৮-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX১৩৭৫	মনীষা আগারওয়াল	১৭,৪৯৯ ৬২	০৭-০৮-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরি	২,৮৮৯.১৮	০৬-০৮-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,৩১,৪৭৪.৭৮	০৭-০৮-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	২,০২১ ০০	০৬-০৮-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৮৯৪২	অশোক কুমার শর্মা	৫,৩৮,৩৫৩.৯৯	০৩-০৭-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX১৫৭১	স্বপন কুমার বসু	৯,৩৩,৭৮৭ ৪৪	০৬-০৮-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX৫১৪৪	হিমাংশু কুমার অধিকারী	১২,১০০ ৬০	০৬-০৮-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৫০৩৮	মহেন্দ্র দুবে	১,৩৭,৫৮১ ৮২	০৬-০৮-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৫৪৮১	রাম কুমার দাস	৯,৯২,৯৪৮.৯৯	০৬-০৮-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX৭২৭২	মনোজ কুমার গোয়াল	৯,১১,৪৮৭.৭৮	০৬-০৮-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১৪,০৩৩.৯৫	০৬-০৮-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX১১৬০	অনিল কাউরা	৫,০৩০.৫১	০৭-০৮-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্দ	৮২,৭২৫ ৪৪	০৬-০৮-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	৬,৪৪,১৭৬.০০	০৭-০৮-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৬৭৬৫	শ্বেতা জয়সওয়াল	৭,৭৭৪ ৭৮	০৬-০৮-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৮২১২	অনিতা রামগড়িয়া	১,০২,৪৮৫.৭৪	০৭-০৮-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্রা চক্রবর্তী	৮৫,২৩৩.৭৭	০৭-০৮-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৩৭,৯৭৪ ৮০	০৬-০৮-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২২,৩৪২.৯০	০৬-০৮-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৭৬৬১	সৌমি চন্দ্র	৭,৫৯,৪০২.৫৬	০৬-০৮-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১২,৩৯৯ ৮৩	০৭-০৮-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৪০৬৮	অর্জুন মানেক	২,১৪৪.০০	০৬-০৮-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৩৯৯৫	সুমন আগরওয়াল	১,৭২৭.৮০	০৭-০৮-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৪৬৯২	অশোক কুমার আগরওয়াল	৯৫৭.৪২	০৭-০৮-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৫৯,৪৯৯.০১	০৭-০৮-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৫৫,৩৮৫.৬৫	০৭-০৮-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৩৮,০০১.৮৬	০৭-০৮-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৮৮,৭৭৬ ৪৫	০৭-০৮-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৯৮৪১	অমিত বাঙ্গাল	১,০১,৮২৫.৪৯	০৭-০৮-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX২৬৫১	চন্দনা জানা	৯,৯৮,১৯৪.২৯	০৬-০৮-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,৩১,২৪৫.২০	০৬-০৮-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	১০,৭১০ ২৫	০৬-০৮-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৫৯১০	শুভাশীষ ঘোষ	১,২২০.৩১	০৬-০৮-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX২২৮২	রানী দেবী রুংটা	২০,১২,৯৬৫.৩১	০৭-০৮-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৫১৯২	জবর দেবী পিঞ্চা	৩,৬০,৭৭৭.৫২	০৭-০৮-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	৩,৯২,৪৬৯.৬১	০৬-০৮-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৫,৫২২.৮৫	০৬-০৮-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৯০১১	দেবাশীষ দাস	৫৮,৬৯৫.৪৪	০৬-০৮-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX০৩৬১	পল্লব ঘোষ	১৪,২৮,১৮৮.৩৯	০৬-০৮-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৩৬০২	পার্থ প্রতিম দাস	৬,০০,৪১৬ ৫৮	০৬-০৮-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৬৭০২	সুভাষ চন্দ্র ঝা	২,০৩৫.৭০	০৬-০৮-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৮২৫৮	সুমন ব্যানার্জী	২,২০,৬৬৬ ৬৩	০৬-০৮-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৮,৮২,৫৩০ ১১	০৬-০৮-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৬৬০২	সোমা ন্যান্সি স্ট্যানিসেল	৬৭,০৭৭.০০	১৭-০৭-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX২২২২	মনোজ শ্রেমান	১,৭৩,০৬৮ ৩৩	০৬-০৮-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX৮৩৯২	অভিজিৎ ভাদুড়ী	৪,৪৪৪ ৪২	০৬-০৮-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,৯৮৬.৫৭	০৭-০৮-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX৭২০৭	মধুর শ্যাম সুন্দর	২,১৪১ ০০	০৬-০৮-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX৪২৯৫	সোমনাথ দে	২,৭৩,৬০১ ৫৬	০৬-০৮-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX০৮৬১	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	১০,৮০৭.৬৬	০৬-০৮-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX০৪৬৯	সুশোভনা রায়	৫৭,৫৫৭ ৫৫	০৭-০৮-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX৬৭৬৪	পামেলী চৌধুরী	২,৭৫,০৬৬.০০	০৬-০৮-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৬৮১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	৪,৫৫৮.৮২	০৬-০৮-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৮৯৬২	পিংকি দাস	১,০৫,৫০১ ১৬	১৭-০৭-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৮,৬০৪ ০২	০৬-০৮-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	২,১৪১ ০০	০৬-০৮-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৭৫৮৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৭,৭৯৬ ০০	০৭-০৮-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX২৮১৪	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬৬,১৭৭.২৬	০৭-০৮-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX৭০৩৯	অভিজিৎ রায়	১৮,৮৬৯.১০	০৬-০৮-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX৫৩৯৯	হরিশ কুমার সিং	৭,১২,১৬৬ ৮৮	০৭-০৮-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX৬৫২১	স্বপন কুমার পাল	৩,১৮,৭৬৯.৮০	০৭-০৮-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৬৭৪৬	খাদিজা কবিরা	৪,৪৪,০৪১ ৪৪	০৭-০৮-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX৭০২২	মহঃ শাকিল আনসারী	৮,৮০,৮৭১ ৮২	০৭-০৮-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX৬০১৯	ইসলাম আনসারী	১,৮৭৫.৫৬	০৬-০৮-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX১৮৩৬	সুব্রত সরকার	১০,০৫১ ০০	০৬-০৮-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX১৯০১	সামিরুল ইসলাম	৫২,৫৫২ ২৩	০৭-০৮-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX২৭৬১	গৌতম কর	৩,২৬৫.৯৮	০৬-০৮-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৬৯১৬	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪৪,১৯১ ২১	০৬-০৮-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX৮৬৮৮	সেখ শোয়েব আলী	১,১৬,৮১২ ৫০	০৭-০৮-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX৫৬৩১	সূর্যকান্ত নন্দী	৫৭,৩৩৩.৯৯	০৬-০৮-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX৪৯৬৬	দুলাল চন্দ্র মন্ডল	৭,৭২,৪৩১ ৭৪	০৭-০৮-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX১৩১৪	বসন্ত প্রভাত সাহা	১৮,৪৪,২১৮ ৩৯	০৬-০৮-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৪৯০১	শম্পা সেন	২০,১৫,৯৭৪ ৪৯	০৬-০৮-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX৮৩৩৫	শ্যামসুন্দর প্রসাদ	৭২,৬৬৯.১১	০৬-০৮-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX৫৪১০	তারেক মহম্মদ	৪৭,১৭৩.৫৭	০৬-০৮-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৬০০৬	ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী	৪৫,৫২১.৬১	০৭-০৮-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX৮২৫৩	এরফান আলী মন্ডল	২,৬৪,৫৭৯.১৯	০৬-০৮-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX২৩১৬	আমিনা খান	২,৬৪,২১৫ ৫৯	০৭-০৮-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৬৪৯০	মনোজ কুমার	১,৯৪,৫৩৫ ৬২	০৬-০৮-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX৫৯১১	সুমন জেন	১,৯৫,৯৪৭.০০	০৬-০৮-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX৭০৯৪	দীপক জেন	৫,১৬,৫৫১ ৩৬	০৬-০৮-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX৬৭৭৭	চন্দন সাহা	৭৪,১৪৮.০০	১৭-০৭-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৫৫২০	রাজেন্দ্র কুমার গুপ্তা	৫০,৩৬৭ ০০	০৬-০৮-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX৭৭০০	অপেক্ষা লাহিড়ী	১,৫০,১৪৬.৯৪	০৬-০৮-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX৭৬৩৫	সুদর্শন দাস	৮,০৩,৯৯২ ৫৫	০৬-০৮-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX৬৮০৮	অয়ন সরকার	৪,৫৫৫.৫০	০৬-০৮-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX৫৬৪৪	অজয় কুমার মল্লিক	৬,৯৫,৪৭৩ ৯২	০৬-০৮-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX৪৬২৪	সেকেন্দর আলি খান	১,৭৭৩ ১২	০৬-০৮-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৬১৬৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৯,৩৩৩ ২৬	০৭-০৮-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX৭৪৩৫	অজিত কুমার সিং	৬৬,৩৩৭.১৯	০৬-০৮-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX৪৪৬০	অমিতাভ সেন	৭,৩৫,৯৮১ ৩০	০৬-০৮-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX৬৪৪৪	দীপঙ্কর সেন	৩,২৬,৪৪৫.০৪	০৬-০৮-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX৯৬৬৭	মনোরমা গুপ্তা	১৯,৮২,৬৯২ ৮৯	০৬-০৮-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX৫৯২০	রমেশ কুমার আগরওয়াল	১৯,৩২,৬৯৬.৭৫	০৬-০৮-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৫৬৩৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,৭৬৩ ৫০	০৬-০৮-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX৪৫৫১	প্রতীতি আগরওয়াল	৭,৩৬,০১২ ৩৫	০৬-০৮-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৬৩০১	রমেশ জোহানি	১১,৭১,৯৯৯ ০০	০৬-০৮-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোহানি	৭,৩৭,৬৯৯ ৩০	০৬-০৮-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৩১৮১	দেব কুমার দত্ত	৭,৭৩,৫৬৯ ৮১	০৬-০৮-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৪৭৯২	মনোমিতা সিংহ	১০,০৮,১০১ ৩৪	০৬-০৮-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX৭৯৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩২,৯৯৮ ৪৫	০৬-০৮-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX৪০৭০	দেবী ঠাকুর	৪,০৮,১৮০ ৯৩	০৬-০৮-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX২৪২৩	সৌমিক সরকার	৪০,৪৮৮ ৭৯	০৬-০৮-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX২৪২০	শিখা সাহা	১,৬০৩.৬৩	০৬-০৮-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX৩৬৬৮	সুমন্ত আগরওয়াল	৯,৮৯,১৬২ ০০	০৭-০৮-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,৫৮,৮৯৭.০০	০৬-০৮-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৫,২৩,৭৯১.৭১	০৬-০৮-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১৪,৭৫১.০০	০৭-০৮-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৩,৪১৯.০২	০৭-০৮-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX২৩৭২	কৌশিক চ্যাটার্জি	৬০,৫৪২.৩১	০৭-০৮-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX৩৫২১	ক্যামেলিয়া দে	৭৫,৩৪২.০০	১৭-০৭-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৩৪৪২	মনন শর্মা	৭,১২,৫২৮.৬৫	০৭-০৮-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৩৫.০০	০৭-০৮-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX৩৫৩২	দেবযানী শর্মা	৭,৩১,৩০৫.৬৩	০৬-০৮-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৮২৬৯	বিপ্লব দেবনাথ	৯২,০৯১.৮২	০৭-০৮-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX৯১৬০	মুকুল রঞ্জন দাস	১,০২,৭৫২.৯৩	০৭-০৮-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৩২৭০	নেহাল আহমেদ	৯৫,০৭৪.৪২	০৭-০৮-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX৯৩২৫	আংশু সাঙ্গানেরিয়া	১,৬৬,৫৭৫.৬৯	০৭-০৮-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX০৩৪৩	রিপন ঘোষ	২,০১৬.০০	০৭-০৮-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX৭২৪২	গুরবিন্দর সিং	২,৭১,৬৭৪.৪৫	০৬-০৮-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৫৪৭০	টুম্পা কোনার	৭,৩৩,১৭২.৮০	০৬-০৮-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৬৭০৪	বিশ্বনাথ বেরা	৮,২৮,৮৮৮.০০	০৭-০৮-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX০১৬৮	লক্ষ্মি রায়	১৬,৩৭,৫৭৪.২০	০৬-০৮-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX০২১৫	অর্ধেন্দু সেন	২০,১৬,৫৬৯.৯৯	০৭-০৮-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্ধরা	২০,০৪,৮৫৬.৯৬	০৬-০৮-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX৫৩৮০	পাপড়ি সাইন চৌধুরী	১৪,৪৯২.১৯	০৭-০৮-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX৬৩১২	কমলা পাঠক	১০,০৬,৬০৫.২৪	০৭-০৮-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX৫৩৪৮	সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়	২,৪৪,৩৫২.০০	০৭-০৮-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX১৮৩৮	সুতপা সাহা	৫৬,১৯২.৫৪	০৬-০৮-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৭৬,৭৯৪.০৬	০৭-০৮-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX২৫৬৭	শাজন ভার্গিস	৪,৪২,৫১৬.০০	০৭-০৮-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX৯৬৬৩	তপতী মজুমদার	৬২২.২০	০৬-০৮-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX৪৭৬৪	প্রসূন মজুমদার	৪৮৫.২০	০৬-০৮-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৭৪৪.০০	০৭-০৮-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX০০৬৮	ইন্দু ভালোটিয়া	১,৬৯৫.৫৬	০৬-০৮-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৬,৫০,৪১১.৯০	০৬-০৮-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX৯৮৩২	বর্ষা আগরওয়াল	৯,৬০,৬৬১.১৭	০৭-০৮-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX৭৩৮১	ব্রিজ কিশোর আগরওয়াল	১,৮৮১.২০	০৬-০৮-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX১৫৮২	মঞ্জু রাজগড়িয়া	৫,০৫,৬৪৬.৬০	০৬-০৮-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,৮১,৬২৮.০০	০৬-০৮-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX১৮১৯	আমিতাভ সরকার	৬১,৯১৯.২৯	০৭-০৮-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX০৯৪২	গোলাম সরওয়ার মন্ডল	৫৭,৪৩০.২০	০৭-০৮-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX৩১৮১	মনিকাঞ্চন পল	২,৭০,৬২২.৮৯	০৭-০৮-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,৩৪৭.০০	০৬-০৮-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯০,০৬৩.৯৯	০৭-০৮-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	৩,০৬৮.৮১	০৬-০৮-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯১.৪২	০৭-০৮-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX১৪৮১	লক্ষ্মি রায়	৯,৫৭,৯৩০.৪২	০৬-০৮-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	১৪,৮৮,২৫৭.০২	০৭-০৮-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX৬৩২১	জগদীশ প্রসাদ ভামা	৯৭,১৫৯.৪৯	০৭-০৮-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX৬৩৯৮	সঞ্জয় সিং	৪,০৪,২৩০.৭২	০৭-০৮-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৫,৯০৪.৮২	০৬-০৮-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫৯,৭২৫.২৩	০৭-০৮-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX৫১২১	রীতা আগরওয়াল	২০,১৩,৬৬৪.২০	০৬-০৮-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX০৬৫২	জয়া চন্দ্র	৬,১৯২.৬৩	০৬-০৮-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX৮১৫৩	অরূপ চন্দ্র	৫,৬১৯.২৩	০৬-০৮-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৭,০৮৬.৮২	০৬-০৮-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৮১৫২	দেবাশীষ বিশ্বাস	৫,০৭,৩৭৩.৮২	০৭-০৮-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX৫৪১০	সোমেশ সাহু	৮১,৭৫০.৪৯	০৭-০৮-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX৫০১০	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	৩,০৬,০৩৬.৯০	০৭-০৮-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX১৩৮৯	রমা নন্দী	৫২,৯০১.০০	০৬-০৮-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX৯৮০২	নীলমণি বণিক	৯,৮৬,৯৮১.০২	০৭-০৮-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৭০,৪০৮.০০	০৬-০৮-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX১৭৩৪	মনীষ ভট্টাচার্য	১,৪৪,৫৫৯.০০	০৬-০৮-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX৬৯৪৭	শুভাশিস চক্রবর্তী	১,০০,২৮৪.৪২	০৭-০৮-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX০১৩১	মেহম্মদ পারবীজ আলম	৮১,৯৪৬.৮২	০৭-০৮-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX৪০৭৩	অনন্যা রায় চৌধুরী	২,৫৮,৬৩১.৬৪	০৬-০৮-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৫৩১০	সোমা সাহা	৭৫,২১৬.০২	০৬-০৮-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX০৩৯১	আসলাম খান	২,১৩৬.৪২	০৬-০৮-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX২৬৮০	অতনু পণ্ডিত	৫,৮৮,৭০০.৬৯	০৭-০৮-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৬২৬২	আনুস্কা রায়	৬,০৮,০৭৮.৮২	০৭-০৮-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮২,০৬৪.০৩	০৭-০৮-২০২৬
১৭৯	XXXXXXXXXX৮৩৫২	মনমীত সিং তান্ডিয়া	৩,৫৭,১৭৩.০০	০৬-০৮-২০২৬
১৮০	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৩৮,৭০৬.৪৩	০৭-০৮-২০২৬
১৮১	XXXXXXXXXX০৩৯০	সুরেশ কুমার গুপ্তা	৮৫,৫৭১.০০	০৭-০৮-২০২৬
১৮২	XXXXXXXXXX১৩১২	শান্তনু দত্ত	৩,৭৭,৮০০.৫১	০৬-০৮-২০২৬
১৮৩	XXXXXXXXXX৪২৪১	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	৮,৩২,৮২৩.৪০	০৬-০৮-২০২৬
১৮৪	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২,১০৯.৮২	০৭-০৮-২০২৬
১৮৫	XXXXXXXXXX০৮৬৯	মানিকা বণিক	৬,১২,২৭৫.৫৭	১৭-০৭-২০২৬
১৮৬	XXXXXXXXXX৬৯৪৪	সুজিত প্রধান	২,৫৯,০৭৪.৮২	০৬-০৮-২০২৬
১৮৭	XXXXXXXXXX১৭৬৯	শহিদ আলম	১,২৩,৫৬৬.৫৮	০৭-০৮-২০২৬
১৮৮	XXXXXXXXXX৫৬৫৫	প্রাজুক্তি মিত্র	৩,৩১,০৯১.৮২	০৬-০৮-২০২৬
১৮৯	XXXXXXXXXX৭৪২৭	অঞ্জু ভট্টাচার্য	১০,২৬,৭০২.২১	০৬-০৮-২০২৬
১৯০	XXXXXXXXXX৫০৩৬	মিঠুন ঘোষ	৫৯,৩৪৩.০০	০৭-০৮-২০২৬
১৯১	XXXXXXXXXX২৬২০	সঙ্গীতা জয়সওয়াল	২,২৩,৮৩১.৫৬	০৭-০৮-২০২৬
১৯২	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৮,৫৪৬.৪২	০৬-০৮-২০২৬
১৯৩	XXXXXXXXXX৬৮৮০	মাধুরী কর্নানি	৪,৭৬৯.২৮	০৬-০৮-২০২৬
১৯৪	XXXXXXXXXX৭০৯০	সুষমা কর্নানি	৪,১৪২.৩১	০৬-০৮-২০২৬
১৯৫	XXXXXXXXXX৮২৭১	মঞ্জুলা চ্যাটার্জি	২,৯০,৫৯০.৪২	০৬-০৮-২০২৬
১৯৬	XXXXXXXXXX৬৬১৭	কৌশিক দাস	৫,২৯,৬৪৯.১০	০৭-০৮-২০২৬
১৯৭	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	২০,১৬,৫২৯.৮০	০৭-০৮-২০২৬
১৯৮	XXXXXXXXXX০৪৪৭	নীরজ কুমার গুপ্তা	১৯,৯৪,২৯৫.৬০	০৬-০৮-২০২৬
১৯৯	XXXXXXXXXX৬৬৭৪	অর্পিতা সাহা	১,৬৪,৮৪৬.৯৯	০৭-০৮-২০২৬
২০০	XXXXXXXXXX০০১১	অনন্যা সুন্দর চক্রবর্তী	১,০৩,৩৫৭.১৯	০৬-০৮-২০২৬
২০১	XXXXXXXXXX৩৭৪৯	সুভাষ রঞ্জন রায়	৩,৬৫২.৫৩	০৬-০৮-২০২৬
২০২	XXXXXXXXXX৬৫১৩	সুস্মিতা রায় চৌধুরী	২,৭৪,৯৭৭.৪৬	০৭-০৮-২০২৬
২০৩	XXXXXXXXXX৯৮৫৬	মায়া আগরওয়াল	১,৯২৬.৬০	০৬-০৮-২০২৬
২০৪	XXXXXXXXXX৫৬৩২	রাজীব পাল	১১,২৭,৫৬৬.৪৭	০৭-০৮-২০২৬
২০৫	XXXXXXXXXX৪১১০	দীপ্তিশ্রী ঘোষ	২,০৬৬.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২০৬	XXXXXXXXXX৪৮৮৬	জুহি সাহারিয়া	৩০,০৫,১৭৭.৯৩	০৭-০৮-২০২৬
২০৭	XXXXXXXXXX৯৮৪২	মল্লিকা আইচ	৩৪,৪৮৮.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২০৮	XXXXXXXXXX৬৮৩২	সুরজিত পল	৬৬,৩১৫.৬১	০৭-০৮-২০২৬
২০৯	XXXXXXXXXX৭০৬০	পঙ্কজ ধর	৩৫,৩২২.০০	০৬-০৮-২০২৬
২১০	XXXXXXXXXX০৯২৮	বিজয় কুমার ঝুনঝুনওয়ালা	২৪,৬০,৩৬০.৭১	০৬-০৮-২০২৬
২১১	XXXXXXXXXX৭২৮৭	রুদ্র শঙ্কর দাস	৯,৫৪,৬৪০.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২১২	XXXXXXXXXX৭৩১৫	সৌরভ মুখোপাধ্যায়	১০,০৮,২৮১.০০	০৬-০৮-২০২৬
২১৩	XXXXXXXXXX৮৩৮৩	তপতী মুখোপাধ্যায়	১০,০৮,২৮০.৯০	০৬-০৮-২০২৬
২১৪	XXXXXXXXXX৩২৯২	শঙ্কর গাঙ্গুলি	১২,৪৬,৪০৯.৫৯	০৭-০৮-২০২৬
২১৫	XXXXXXXXXX২২৫২	দেবর্ষি মন্ডল	১,৭১৪.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২১৬	XXXXXXXXXX৩১৪৬	অরিত্র ঘোষ	২,৪৪,২১৫.০০	০৭-০৮-২০২৬
২১৭	XXXXXXXXXX২৪৮৮	মানব চ্যাটার্জি	১০,০৮,৮১২.০০	০৭-০৮-২০২৬
২১৮	XXXXXXXXXX২৫৬৪	রুমালি ঘোষ	৬৮,০২৮.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২১৯	XXXXXXXXXX৩১৮৩	বৈশাখী মজুমদার	৯৮,৭৩,৮৩০.১৮	০৬-০৮-২০২৬
২২০	XXXXXXXXXX৩৪৯২	বৈশাখী মজুমদার	১,৯১,৮৭২.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২২১	XXXXXXXXXX২৪৮৩	জযন্ত ভট্টাচার্য	১,৪৫৩.৯২	০৬-০৮-২০২৬
২২২	XXXXXXXXXX৬৯৩১	তানিয়া রায়	১,৩৪০.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২২৩	XXXXXXXXXX০০৭৯	দিপিকা রানী মিস্ত্রি	১,৯৯৫.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২২৪	XXXXXXXXXX৫৬৫৭	বিষ্ণু ওয়েবটেক প্রাইভেট লিমিটেড	১০,১২৩.০০	০৬-০৮-২০২৬
২২৫	XXXXXXXXXX৭৭৬৩	বিষ্ণু ইনফ্রাকমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড	৭,১৪১.০০	০৬-০৮-২০২৬
২২৬	XXXXXXXXXX৪৪৪৯	উইলিয়াম বার্নো	১,৮৪,৩৫৪.৯৫	০৭-০৮-২০২৬
২২৭	XXXXXXXXXX৮৯৭৯	আরতি ব্যানার্জী	৮,৭৩,৩০৪.৭৬	০৭-০৮-২০২৬
২২৮	XXXXXXXXXX৪৪৩৯	সমীর ঘোষ	১,৩০৭.৯২	০৭-০৮-২০২৬
২২৯	XXXXXXXXXX১০১৫	পঙ্কজ কুমার সিং	১,৫২,২৬৭.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২৩০	XXXXXXXXXX৪৯৪৮	পূর্ণিমা বেরা	৮,২৪,৬৩০.৭৯	০৭-০৮-২০২৬
২৩১	XXXXXXXXXX৫৫২০	সঞ্জীব কুমার সরকার	৮২,৬৮১.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৩২	XXXXXXXXXX০৪০৭	অনুজ কুমার অধিকারী	৬,০২,৭৬৫.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৩৩	XXXXXXXXXX৪৪১৩	তনুশ্যামা ব্যানার্জী	১০,০২,০৫১.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৩৪	XXXXXXXXXX৪২৮১	অভিনন্দন চক্রবর্তী	১,৫০,৬৯৭.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২৩৫	XXXXXXXXXX০৬৩৯	নারি বুধরানী	১,৭৫৭.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২৩৬	XXXXXXXXXX৭০৭০	সুশীল কুমার এন্ড সন্স হাফ	১৭,০৩,২৬১.০০	০৬-০৮-২০২৬
২৩৭	XXXXXXXXXX৭১৪৪	হিমাদ্রি শেখর ভট্টাচার্য	১১,৭০,৪৭৪.৮২	০৬-০৮-২০২৬
২৩৮	XXXXXXXXXX৫৫৯১	অমৃতা সাহা	১,৯৫৬.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৩৯	XXXXXXXXXX৭৮৯৫	অভিজিৎ হালদার	১,৯৩৬.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৪০	XXXXXXXXXX৮৮৩৩	অভিজিৎ হালদার	৫,০৪,০০৮.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৪১	XXXXXXXXXX৫৮৩৭	সুদীপ্ত সমাদ্দার	১,৮৪,২৪১.৮২	০৭-০৮-২০২৬
২৪২	XXXXXXXXXX৯৩৩০	চন্দ্র ভট্টাচার্য	৩,৩৪,৯৫৮.৮২	০৭-০৮-২০২৬

তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৬
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পথ দুর্ঘটনা রুখতে নাদনঘাট থানার সচেতনতা অভিযান

টোটো-অটো চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৯ আগস্টঃ পথ দুর্ঘটনা কমানো এবং সাধারণ যাত্রীদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিষেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করল নাদনঘাট থানা। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় 'পথের সাথী' এবং হেমায়েতপুর মোড়ে এই সচেতনতা প্রচার চালানো হয়। ব্যস্ত এই দুই এলাকায় পথচলতি মানুষ ও যানবাহন চালকদের মধ্যে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতেই পুলিশের এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। সচেতনতা শিবিরে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। কর্মসূচিতে এলাকার প্রচুর টোটো ও অটো চালক অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ট্রাফিক আইন মেনে চলা, যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা এবং গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকার বিষয়ে নানা পরামর্শ দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের বিশেষভাবে সতর্ক করে বলা হয়, নির্ধারিত সংখ্যার বেশি যাত্রী গাড়িতে তোলা হলে একদিকে যেমন যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তেমনই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। তাই কোনওভাবেই অতিরিক্ত যাত্রী না তুলে নিয়ম মেনে যাত্রী পরিবহনের জন্য চালকদের অনুরোধ করা হয়। পাশাপাশি দ্রুত গতিতে গাড়ি না চালানো, যত্রতত্র গাড়ি না দাঁড় করানো এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার উপরও জোর দেওয়া হয়। নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ চালকদের উদ্দেশে বলেন, অতিরিক্ত যাত্রী তোলার প্রবণতা অনেক সময় বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সঠিক নিয়ম মেনে এবং দায়িত্বশীলভাবে গাড়ি চালালে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব। যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রেখে প্রত্যেক চালককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে পথ নিরাপত্তার বার্তা দিতে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় স্তরেও এক অভিনব উদ্যোগ চোখে পড়ে। প্রচার চলাকালীন এক পুরোহিত পুজোর পাশাপাশি হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের সতর্ক করেন এবং তাঁদের নিরাপদে যাত্রার জন্য আশীর্বাদ করেন। পথ নিরাপত্তার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজভাবে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে নজর কাড়ে। সমুদ্রগড় ও হেমায়েতপুর মোড়ের মতো ব্যস্ত এলাকায় প্রতিদিনই প্রচুর টোটো, অটো, মোটরবাইক এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। ফলে এই সমস্ত এলাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে চালকদের পাশাপাশি সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন

স্থানীয়রা। নাদনঘাট থানার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দা এবং যাত্রীসাধারণ। তাঁদের মতে, শুধু নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই নয়, নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে চালকদের নিয়মিত সচেতন করাও জরুরি। পুলিশের এই ধরনের প্রচারমূলক কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকলে পথ দুর্ঘটনা কমানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন মেনে চলার প্রবণতাও আরও বাড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

হাতির হানা বাঁকুড়ায়, ধ্বংস করে দিচ্ছে সব ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৯ আগস্টঃ আবার হাজির দাঁতাল। ফের গভীর রাতে লোকালয়ে হানা দিল একটি দলছুট দাঁতাল। শনিবার গভীর রাতে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের নীরিশা গ্রামে হানা দিয়ে হাতিটি ভেঙে ফেলে একটি বাড়ি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ওই বাড়িতে বসবাসকারী সদস্যরা। জানা গিয়েছে, সপ্তাহ খানেক আগে হাতির দল বড়জোড়া এলাকা ছেড়ে বিষ্ণুপুর বনাঞ্চলের দিকে চলে গেলেও, এখনো বড়জোড়া এলাকায় রয়ে গেছে তিনটি দলছুট হাতি। সেই হাতিগুলিরই একটি গতকাল গভীর রাতে হানা দেয় বড়জোড়া রেঞ্জের নীরিশা এলাকায়। লোকালয়ে প্রবেশ করে হাতিটি সমীরণ মণ্ডলেক বাড়িতে হানা দেয়। বাড়ির মাটির দেওয়াল ভেঙে হাতিটি খেয়ে ফেলে বাড়িতে মজুত করে রাখা ধান ও চাল। হাতি হানা দিয়েছে বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি বাড়ি ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় চলে যাওয়ায়

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার জেরে প্রাথমিকভাবে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে গ্রামবাসীরাই হাতিটিকে তাড়া করলে হাতিটি স্থানীয় জঙ্গলে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি হাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক সরকার।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line Tender for the works: #1 Emergent Reconstruction, Reorientation, modification and installation of new sanitary & plumbing fittings with some other allied works and creation of four numbers of separate washrooms for Female Advocates and male Official staffs at Ground floor of District & Sessions Court, Howrah during the year 2026-27. **Estimated Amount Put to Tender:** Rs. 12,57,043/-. **N.I.e.T. NO.: WBPWD/EE/HD/NIeT_27/2026_2027. Tender ID: 2026_WBPWD_ 5018183_1.** Bid Submission start date (online): **10.08.2026 up to 10:00 A.M.** Bid Submission end date (online): **24.08.2026 up to 13.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Howrah Division, PWD

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : WS/KBPS/26-27/06

Name of the Work : **Replacement of damaged chequered plate coverings of valve chambers, Man entry pockets above SUGR and Trenches of pump room at Kalighat Booster Pumping Station;** Estimated Amount : **Rs. 4,86,902.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **21 days.** Time and last date of receipt of tender(online): **20.08.2026 at 2 p.m.;** Time and date of opening of tender (online) : **22.08.2026 at 2 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2026 - 2 p.m.** from the **website https://wbtenders.gov.in.**

The **Executive Engineer (Water Supply) Central, KMC** invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):

NIT No. : KMC/WS/C/SEC-F/Wd-36/08/26-27

Name of the Work : **Development of 150 MM dia filtered water supply main pipe from 137, Beliaghata Road (Koley Bari) to 133/H/1, Beliaghata Road in Ward No.- 36 under Borough- V;** Tentative Estimated Amount : **Rs. 3,52,129.00**; Earnest Money: **Rs. 7,045.00**; Time of Completion: **40 days.** Last date and time of online submission of tender: **25.08.2026 - 11 a.m.;** Bid opening date and time: **27.08.2026 - 11 a.m.;** For full and further details, please visit the websites **https://wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/39 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing of Garpar Road (in patches), R. D. Street (in patches) in Ward No. 28 under Br- IV;** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 4,93,458.24**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days. ;** Last date and time of submission of bid: **25.08.2026 - 12 noon;** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 - 12 noon** from the **website https://wbtenders.gov.in.**

The **Executive Engineer (C)/(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE/PS/VIII/68/1/2026-27 (1st Call)

Name of the Work : **Annual maintenance of Citizen"s Park in Cornfield Road in Ward No. 68 under Br- VIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,95,102.50**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **365 days. ;** Last date and time of submission of bid: **19.08.2026 - 1 p.m.;** Date and time of opening of tender: **21.08.2026 - 2 p.m.;** The bid forms and other details shall be available on and from **10.08.2026 - 10 a.m.** from the **website https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/BR-XI/JU, KMC** invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):

NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/49/2026-27 1st Call

Name of the Work: **Development of water supply networks by laying of 150 MM dia DI pipe at Peyara Bagan near H/O- Kalika Bastalaya to Peyara Bagan Club in Ward No.-114 under Borough-XI;** Estimated Amount(including GST and CESS) : **Rs. 3,32,231.71**; Earnest Money: **Rs.6,700.00**; Time of Completion: **28 days.** Last date and time of online submission of tender: **25.08.2026 - 5 p.m. ;** Date and time of online open of tender : **29.08.2026 at 11 a.m.;** For full and further details, please visit the websites **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Dy. C.E. (WS-II), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/PCBPS/26-27/01/1st Call

Name of the Work : **Electro-Mechanical fault detection and restoration works at Panchasayar Capsule BPS;** Estimated Cost : **Rs. 1,94,034.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/PNCBPS/26-27/01/1st Call

Name of the Work : **Electro-Mechanical fault detection and restoration works at Panchanantala Capsule BPS;** Estimated Cost : **Rs. 1,94,034.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/MRCBPS/26-27/02/1st Call

Name of the Work : **Electro-Mechanical fault detection and restoration works at Middle Road Capsule BPS;** Estimated Cost : **Rs. 1,94,034.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/SPCBPS/26-27/02/1st Call

Name of the Work : **Electro-Mechanical fault detection and restoration works at Saradapally Capsule BPS;** Estimated Cost : **Rs. 1,94,034.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **21.08.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].;** Tender will be opened on: **24.08.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].;** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2026 - 2 p.m.[For Sl. No. 1 to 4]** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

CORRIGENDUM

NIT No.: WS/GGBPS/26-27 Published in this Newspaper on 22.07.2026 (Key No.: 253/26-27) of Water Supply Department (For Sl. No. 1). Last date and time of submission of bid will be **read as 12.08.2026 at 2 p.m.** instead of 03.08.2026 at 2 p.m. Date and time of opening of tender(online) will be **read as 14.08.2026 at 2 p.m.** instead of 05.08.2026 at 2 p.m. Other details will remain unchanged.

326/26-27

সবুজ জমির বুকজুড়ে কৃষকদের আনাগোনা

কৃষকের অসমাপ্ত ধান রোপণ শেষ করল গ্রাম, শোকে মানবিকতার নজির আকন্বায়

বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন গ্রামের একমাত্র উপার্জনক্ষম কৃষক। তাঁর মৃত্যুর পর জমিতে পড়ে থাকা অসমাপ্ত ধান রোপণের কাজ কীভাবে শেষ হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। কিন্তু সেই চিন্তা বেশিদিন স্থায়ী হতে দিলেন না গ্রামের মানুষ। মৃত কৃষকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় ১৫০ জন গ্রামবাসী নিজেরাই মাঠে নেমে বিনা পারিশ্রমিকে শেষ করে দিলেন তাঁর বাকি জমির ধান রোপণের কাজ। শোকের আবহের মধ্যেই এমন মানবিক উদ্যোগের নজির তৈরি হয়েছে ইলামবাজারের জয়দেব-কেঁদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকন্বা গ্রামে। মৃত কৃষকের নাম রাসবিহারী পাল। বয়স ৫৭ বছর। সোমবার দুপুরে নিজের জমিতে ধান রোপণের কাজ করছিলেন তিনি। তখনই আচমকা বজ্রাঘাতে গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আকস্মিক এই ঘটনায় গোটা গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। রাসবিহারী পড়লের পরিবারের আর্থিক ভরসা ছিল মূলত তাঁর কৃষিকাজ। প্রায় ছয় বিঘা জমিতে চাষ করতেন তিনি। সেই জমির ফসলের উপর নির্ভর করেই চলত পরিবারের সংসার। স্ত্রী, দুই ছেলে ও পুত্রবধূ-সহ পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁর মৃত্যু শুধু প্রিয়জনকে হারানোর ঘটনা নয়, একইসঙ্গে তৈরি করেছে গভীর আর্থিক অনিশ্চয়তা। মৃত্যুর আগে রাসবিহারী প্রায় এক বিঘা জমিতে ধান রোপণের কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাকি প্রায় পাঁচ বিঘা জমির কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। হঠাৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে সেই জমির চাষ কীভাবে শেষ হবে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় পড়ে পরিবার। তবে গ্রামের মানুষ সেই দুশ্চিন্তা নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার রাসবিহারীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে সকাল থেকেই মাঠে

জড়ো হতে শুরু করেন গ্রামের মানুষ। কারও হাতে ধানের চারা, কারও হাতে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। পুরুষদের পাশাপাশি অনেকেই কাজে এগিয়ে আসেন। প্রায় ১৫০ জন গ্রামবাসী মিলে কাদামাটিতে নেমে পড়েন ধান রোপণের কাজে। কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমে তাঁরা শেষ করে দেন রাসবিহারীর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির বাকি ধান রোপণ। গ্রামের বাসিন্দা রতন ঘোষ ও সুভাষ পাল জানান, রাসবিহারী তাঁদের গ্রামেরই মানুষ ছিলেন। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর পরিবারের পরিস্থিতি তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন। তাঁদের কথায়, একজন কৃষককে এভাবে হঠাৎ হারানোর কষ্ট গ্রামের প্রত্যেকেই অনুভব করেন। তাই পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁর অসমাপ্ত চাষের কাজ শেষ করা তাঁদের কাছে দায়িত্ব বলেই মনে হয়েছে। রাসবিহারীর জামাইবাবু বীরেশ্বর ঘোষও গ্রামবাসীদের এই উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, রাসবিহারীর মৃত্যুর পর গোটা গ্রাম শোকে ভেঙে পড়লেও মানুষ নিজেদের দু ঃখের মধ্যে আটকে থাকেননি। বরং তাঁরাই মাঠে নেমে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং অসমাপ্ত ধান রোপণের কাজ শেষ করেছেন। এই কঠিন সময়ে গ্রামের মানুষের এমন সহযোগিতা তাঁদের পরিবারের কাছে অত্যন্ত বড় পাওয়া। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর রাসবিহারী পালের দেহ আকন্বা গ্রামে ফিরতেই তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। কান্না ও শোকের আবহে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। একদিকে প্রিয় মানুষকে হারানোর বেদনা, অন্যদিকে তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার তৃপ্তি-দুইয়ের মিশ্র অনুভূতিতে ভারী হয়ে ওঠে গ্রামের পরিবেশ। রাসবিহারী আর নেই। কিন্তু যে মাঠে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চাষের কাজ করে গিয়েছিলেন, সেই মাঠেই এখন সবুজ হয়ে উঠবে ধানের চারা। তাঁর পরিবারের ভবিষ্যতের ভরসার সেই জমিতে গ্রামবাসীর সম্মিলিত শ্রম যেন হয়ে উঠল প্রয়াত কৃষকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা। একইসঙ্গে কঠিন সময়ে মানুষের পাশে মানুষ কীভাবে দাঁড়াতে পারে, তারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আকন্বা গ্রামের বাসিন্দারা। রাসবিহারী পালের আকস্মিক মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবারকেই নয়, গোটা আকন্বা গ্রামকেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন করেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে মানুষটি নিজের জমিতে দাঁ।ায়ে পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য পরিশ্রম করে গিয়েছেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন গ্রামের মানুষ। প্রায় ১৫০ জন গ্রামবাসীর সম্মিলিত উদ্যোগে পাঁচ বিঘা জমিতে ধান রোপণের কাজ সম্পন্ন হওয়া তাই নিছক কৃষিকাজ নয়, বরং এক গভীর মানবিক বার্তার প্রতিচ্ছবি।দু ঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবসময় অর্থের প্রয়োজন হয় না-প্রয়োজন আন্তরিকতা, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধ। রাসবিহারীর পরিবার যখন প্রিয়জনকে হারানোর শোকের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তায় ভেঙে প।ছিল, তখন গ্রামের মানুষ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিপদের সময়ে একজনের পরিবার আসলে গোটা সমাজেরই দায়িত্ব। নিজেদের কাজ ফেলে, কোনও পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না রেখে মাঠে নেমে প।। সেই মানবিকতারই উজ্জ্বল উদাহরণ। রাসবিহারীর জীবনের শেষ স্মৃতি হয়ে থাকবে সেই জমি, যেখানে তিনি মৃত্যুর আগে ধান রোপণ করছিলেন। এখন সেই জমিতেই যখন সবুজ ধানের চারা মাথা তুলবে, তখন তার প্রতিটি শীষ যেন বহন করবে একজন পরিশ্রমী কৃষকের স্বপ্ন এবং গ্রামবাসীর ভালোবাসার গল্প। তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করে গ্রামের মানুষ প্রমাণ করেছেন, মৃত্যু একজন মানুষকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও পরিবারের প্রতি সমাজের দায়িত্বকে শেষ করে দিতে পারে না।আকন্বা গ্রামের এই ঘটনা তাই শুধু একটি মানবিক উদ্যোগের গল্প নয় এটি গ্রামীণ সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজকের দিনে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ক্রমশ বা।ছে, তখন রাসবিহারীর গ্রামের মানুষ মনে করিয়ে দিলেন-মানুষের সবচেয়ে ব। পরিচয়, সে বিপদের দিনে অন্য মানুষের পাশে দাঁ।াতে পারে কি না।

ইউপিআই নিয়ে বড় স্বস্তি কেন্দ্রের, ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি লেনদেনে থাকছে না কোনও চার্জ

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ ইউপিআই লেনদেনে নতুন করে টাকা গুনতে হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনায় আপাতত ইতি টানল কেন্দ্র। শনিবার অর্থমন্ত্রকের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠালে সেই লেনদেনের জন্য কোনও অতিরিক্ত মাশুল দিতে হবে না। অর্থাৎ ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি ইউপিআই লেনদেন আগের মতোই বিনামূল্যে থাকবে। তবে বাণিজ্যিক বা মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা হতে পারে। কেন্দ্র জানিয়েছে, মার্চেন্ট লেনদেনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও চার্জ থাকবে না। তবে নির্দিষ্ট সীমার উপরে কিছু বাণিজ্যিক ইউপিআই লেনদেনে ভবিষ্যতে সামান্য মাশুল চালু হতে পারে। সেই চার্জ চালু হলে তা ‘ ডিসকাউন্ট রেট’ বা এমডিআর-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে। সম্প্রতি লোকসভায় ‘ অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট, ২০০৭’-এর সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরই ইউপিআই লেনদেনে সম্ভাব্য চার্জ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সংশোধিত ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে চার্জ

আরোপের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেই সূত্রেই সাধারণ ইউপিআই ব্যবহারকারীদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রকের বক্তব্য, সংশোধনী আইনের অর্থ এই নয় যে প্রতিটি ইউপিআই লেনদেনের জন্য সাধারণ গ্রাহকের কাছ থেকে চার্জ নেওয়া হবে। ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি লেনদেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই থাকবে। পাশাপাশি মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ পরিষেবা বিনামূল্যে রাখার নীতি বজায় থাকবে। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এমডিআর চালু করা হলেও তা নির্বিচারে সমস্ত ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার উপরে থাকা কিছু বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমিত হারে মাশুল আরোপ করা হতে পারে। সরকারের দাবি, এই মাশুলের পরিমাণ ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড লেনদেনে প্রচলিত এমডিআরের তুলনায় কম রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থমন্ত্রকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সংশোধনী বিলের মূল উদ্দেশ্য ইউপিআই ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করা। বর্তমানে দেশে ডিজিটাল পেমেন্টের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে ইউপিআই। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক লেনদেন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে হচ্ছে। ফলে এই পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি বলে মনে করছে কেন্দ্র। সাইবার অপরাধের প্রসঙ্গও সামনে এনেছে সরকার। ইউপিআই ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন প্রতারণা ও আর্থিক জালিয়াতির মতো সমস্যাও বেড়েছে। এই ধরনের অপরাধ ঠেকাতে উন্নত প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোয় নিয়মিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকারের মতে, শুধুমাত্র সরকারি ভর্তুকির উপর নির্ভর করে এত বড় ডিজিটাল পেমেন্ট পরিকাঠামো দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের যুক্তি, একটি স্বনির্ভর রাজস্ব কাঠামো তৈরি হলে ইউপিআই পরিষেবার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো সম্প্রসারণে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়লে ডিজিটাল পেমেঃট ব্যবস্থাও আরও উন্নত হতে পারে। ফলে আপাতত সাধারণ ইউপিআই ব্যবহারকারীদের জন্য বড় কোনও পরিবর্তন নেই। বন্ধু, আত্মীয় বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে আগের মতোই কোনও অতিরিক্ত মাশুল দিতে হবে না। সম্ভাব্য চার্জের বিষয়টি সীমিত কিছু বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে বলে স্পষ্ট করেছে কেন্দ্র।

মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস পালন

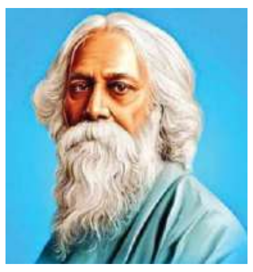

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী,৯আগস্ট ঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। কালনা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবিগুরুর জীবন, সাহিত্য ও তাঁর অমর সৃষ্টিকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দেবাশীষ পোড়ে, পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূর্তি উন্মোচন করা হয়। মূর্তি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত অতিথিরা। তাঁর সাহিত্যকর্ম, মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং শিক্ষাদর্শ আজও কীভাবে সমাজকে পথ দেখায়, অনুষ্ঠানে সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়।মূর্তি উন্মোচনের পাশাপাশি কবিগুরুকে স্মরণ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পড়ুয়া ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। কবিগুরুর গান ও কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীরা।অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, তাঁর চিন্তা ও দর্শন সমগ্র মানবসমাজকে আলোকিত করেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর সাহিত্য ও আদর্শকে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর মূর্তি স্থাপনের ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিয়ত কবিগুরুর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পাবে।সার্বিকভাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা, স্মরণ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

গাইডদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার

পর্যটনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার বার্তা টুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯আগস্ট ঃ রাজ্যে পর্যটন শিল্পের প্রসার এবং টুরিস্ট গাইডদের নানা

বকেয়া সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'টুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। রবিবার কলকাতার একটি প্রথম সারির হোটেলে আয়োজিত এই সম্মেলনে রাজ্যজুড়ে পর্যটন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং গাইডদের পেশাগত সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। পাশাপাশি, সংগঠনের রাজ্যব্যাপী সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠনের রূপরেখাও তৈরি করা হয়। এদিনের সম্মেলনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সভাপতি সেখ নাসির উদ্দিন বলেন, আমরা প্রত্যেকে গাইড হিসেবে যদি দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের জন্য কাজ করি, তবে আগামী দিনে বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে আমাদের রাজ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করবে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই এমন এক অনন্য রাজ্য, যেখানে একই সাথে সমুদ্র উপকূল, বিস্তীর্ণ জঙ্গল এবং চোখজুড়ানো পাহাড়ের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই প্রাকৃতিক সম্ভারকে সঠিকভাবে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার জন্য গাইডদের পেশাদারিত্বের ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। সংগঠনের সম্পাদক আশিস মাইতি গাইডদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আগামী দিনে কাজ করতে গিয়ে কোনো গাইড যদি পেশাগত বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়েন, তবে সংগঠন সর্বদা তাঁর পাশে থাকবে। প্রয়োজনে আমরা রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করব। অনুষ্ঠানের শেষভাগে উপস্থিত সকল প্রতিনিধি ও অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও উষ্ণ অভিনন্দন জানান সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ রউফ মন্ডল। সর্বাত্মক সহযোগিতার অঙ্গীকার এবং রাজ্য পর্যটনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পূর্ব রেল নিরাপদ ভ্রমণের জন্য চালু করল নতুন আন্ডারপাস

কলকাতা, ৯ আগস্টঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে, মালদা ডিভিশন সফলভাবে একটি নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে চালু করেছে এবং তিনপাহাড় ও রাজমহলের মধ্যবর্তী ৪৯ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী মণীশ কুমার গুপ্তার নেতৃত্বে নতুন আন্ডারপাসটির নির্মাণ ও কমিশনিং সম্পন্ন হওয়ার পর ৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে লেভেল ক্রসিংটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হয়। এই বিকল্প ব্যবস্থাটি স্থানীয় সড়ক ব্যবহারকারীদের গেটে অপেক্ষা না করেই রেললাইন পার হওয়ার জন্য একটি অনেক বেশি নিরাপদ, আবহাওয়া-সুরক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য পথ প্রদান করছে। ৪৯ নম্বর এলসি গেট স্থায়ীভাবে তুলে নেওয়ায় রেলের সুরক্ষা এবং পরিচালনাগত দক্ষতা-উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমতল স্তরের এই ক্রসিং অপসারণের ফলে ট্রেন চলাচল আরও নির্বিঘ্ন হবে, অন্যদিকে পথচারী ও যানবাহন কোনো ঝুঁকি ছাড়াই মসৃণভাবে যাতায়াত করতে পারবে।

ভবানীভবনে ফের জেরা অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতকে

১- পাতার পর-লেনদেনের অভিযোগও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে একাধিকবার সিআইডির তরফে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলেও সুমিত হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। গ্রেফতারি এড়াতে তিনি কলকাতা হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশ ও নির্দিষ্ট শর্ত মেনেই শেষ পর্যন্ত তদন্তকারীদের সামনে হাজিরা দিতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার প্রথমবার ভবানীভবনে হাজির হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুমিতকে। প্রায় ১০ ঘণ্টা তদন্তকারীদের প্রশ্নের মুখে থাকার পর রাত ৯টার পর সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। সেদিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। লরবিবার অবশ্য ভবানীভবন থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। সুজয় হাজরার সঙ্গে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ প্রসঙ্গে সুমিত বলেন, ‘ অভিযোগ ভিত্তিহীন। এমন কিছু নয়।’’ একইসঙ্গে জানান, তদন্তকারীরা ফের ডাকলে তিনি আবারও হাজির হবেন। দু’দিন ধরে মূলত শালবনির জমি সংক্রান্ত মামলায় সিআইডির জেরার মুখে পড়েছেন সুমিত। তবে তদন্ত এখানেই শেষ হচ্ছে না। সূত্রের খবর, সোমবার তাঁকে ফের ভবানীভবনে ডাকা হয়েছে। এদিন ডেবরার একটি জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। তদন্তকারীদের হাতে থাকা তথ্য এবং সুমিতের বক্তব্য-দুইয়ের মধ্যে কী মিল বা অমিল রয়েছে, তা যাচাই করতেই পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ বলে মনে করা হচ্ছে।

ছাত্র আন্দোলনের চাপে বড় সিদ্ধান্ত! ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল

১- পাতার পর- দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। প্রয়োজনে সিবিআই এবং ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা না আসা পর্যন্ত বিতর্কিত পরীক্ষাগুলি বাতিল করতে হবে। তৃতীয়ত, গোটা নিয়োগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই একাধিক দফায় বৈঠক করেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, রবিবার ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসে সরকার। সেই বৈঠকেই তিনটি বিতর্কিত পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত মিলেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ২০২৩ ও ২০২৫ সালের ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা এবং ১৪তম প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল করার পথে এগোতে পারে সরকার। একইসঙ্গে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষাগুলিও পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু পরীক্ষা বাতিল নয়, ভবিষ্যতে নিয়োগ পরীক্ষার পদ্ধতিতে যাতে অনিয়মের অভিযোগ না ওঠে, সে বিষয়েও পদক্ষেপ করার কথা ভাবা হচ্ছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এবং জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সার্ভিস-এর মতো প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের দাবি। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন। তাঁদের হুঁশিয়ারি, দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনের পরিধি আরও বাড়ানো হবে এবং বিধানসভা ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি নেওয়া হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত পরীক্ষাগুলি বাতিল বা ইডি তদন্তের বিষয়ে ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে সূত্রের খবর বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন দেখার। সরকারি সিদ্ধান্ত সামনে এলেই আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখাও স্পষ্ট হবে।

হালিশহরে কাদা-জুতো ছোড়ার নিন্দায় বিজেপি নেতারাও

১- পাতার পর- সরব হয়েছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তবে তিনিও মমতার গাড়িতে কাদা ছোড়া, জুতো ছোড়া কিংবা ‘চোর স্লোগান দেওয়ার ঘটনাকে সমর্থন করেননি। অগ্নিমিত্রার দাবি, গত ১৫ বছর ধরে রাজ্যে তৃণমূলের শাসনকালে সাধারণ মানুষ ও বিরোধীদের উপর একাধিক অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মানের মতো বিষয়েও সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মানুষের ক্ষোভ বা প্রতিবাদ থাকতেই পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভ প্রকাশের নামে তাঁর গা।িতে কাদা বা জুতো ছোড়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজনৈতিক প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত বলে মত তাঁর। একদিকে বিরজু কুমারের মৃত্যুকে ঘিরে তদন্তের দাবি, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর ঘিরে বিক্ষোভ-দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হালিশহরের পরিস্থিতি এখন রাজ্য রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে। পুলিশের হেফাজতে বিরজুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্নের অভিযোগ কতটা সত্য এবং সেই ঘটনায় কারও দায় রয়েছে কি না-তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে। তবে মমতার কনভয় ঘিরে যে ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া। বিজেপির একাংশ যেখানে ঘটনার নিন্দা করছে, সেখানেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠছে পরিকল্পিত হামলার। ফলে হালিশহরের এই ঘটনা আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও তীব্র করতে পারে।

অভয়া-কাণ্ডে ফের তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

১- পাতার পর- ১১টা থেকে ১১টা ২ মিনিট পর্যন্ত রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নীরবতা পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী-সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ দুই মিনিট নীরবতা পালন করে নিহত চিকিৎসককে স্মরণ করেন। বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিসাকেন্দ্র এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও একইভাবে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বক্তব্যে তিনি বলেন, অভয়া-কাণ্ডের মতো ঘটনায় রাজনীতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পরিচয়কে সামনে রাখা হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি যতই প্রভাবশালী হন না কেন, তদন্তে কোনওরকম স্বজনপ্রীতি বা দুর্বলতা দেখানো হবে না বলেও বার্তা দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, অপরাধ প্রমাণিত হলে আইনের আওতায় সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হওয়ার পর দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তে কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে যায়। মামলার বিচার শেষে সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে নিহত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের অভিযোগ, তাঁদের মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় আরও কয়েকজনের ভূমিকা থাকতে পারে। তাঁরা তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছেন।

NAME CHANGE

I, Azizul Raiman Sarkar (Old Name),S/O Masudur Rahaman Sarkar, Residing at R 151 Akra Road ,Garden Reach,Kolkata,Pin-700024, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Azizul Raiman Sarkar (Old Name) to Azizur Rahaman Sarkar (new name) and henceforth I'll be known as Azizur Rahaman Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 04/08/2026. Azizur Rahaman Sarkar (New Name) and Azizul Raiman Sarkar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ALIYA ASIF wife of Md Asif, residing at 17, Bechulal Road, P.S. Entally, Kolkata-700014, W.B have change my name from MANISHA RANA, daughter of Thakur Prasad Rana to ALIYA ASIF wife of Md Asif, and also I recite Kalama Tayyaba which is "La Illaha Illallah Mohanmadur Rasool Allah" and embrace Islam and become a Muslim and become a follower of Islam for all future purposes, as declared before the First Class Judicial Magistrate, at Sealdah Court, vide affidavit no. 17795, dated 07/08/2026, ALIYA ASIF wife of Md Asif and MANISHA RANA, daughter of Thakur Prasad Rana, both are same and identical person

NAME CHANGE

I, Shilpi Meer, W/O Manash Mir, resident of vill. - Narayanpur P.O. & P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur, do hereby declare that I have changed my name from Shilpi Meer and henceforth shall be known as Shilpi Mir in all purpose, vide affidavit No. 04 shown before the Notary Public, Balurghat on 06/08/2026, Shilpi Mir & Shilpi Meer both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suprabhat Halder, S/o- Swapan Halder, resident at 478, Sarkarpara-Rajibpally, P.O.&P.S. Gobardanga, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that my Father & Mother has been changed their name from Swapan Kumar Halder to Swapan Halder & Rekha Rani Halder to Rekha Halder in all purpose, vide affidavit No. 2397/26 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 05/08/2026. (1) Swapan Halder & Swapan Kumar Halder, (2) Rekha Halder & Rekha Rani Halder both are same one identical person.

NAME CHANGE

I, Subhra Roy allies Subhra Bose, W/o Biswajit Basu residing at Vill North Habra United Club Goli, P.O.& P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Subhra Roy Basu in all purpose vide affidavit No.3236 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 7/8/2026. Subhra Roy, Subhra Bose & Subhra Roy Basu both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sandhya Bose, allies Sandha Bose W/o Nanigopal Basu residing at Vill North Habra United Club Goli, P.O.& P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Sandhya Basu in all purpose vide affidavit No.3237 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 7/8/2026. Sandhya Bose, Sandha Bose & Sandhya Basu both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rekha Rani Halder, W/O- Swapan Halder, resident of 478, Sarkarpara-Rajibpally, P.O.&P.S. Gobardanga, Dist. North 24 Pgs,Pin-743252 do hereby declare that I have changed my name from Rekha Rani Halder to Rekha Halder and henceforth I shall be known as Rekha Halder in all purpose, vide affidavit No. 2397/26 sworn before the Notary Public at Barasat on 05/08/2026 Rekha Halder and Rekha Rani Halder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Kumar Halder, S/o- Sharat Halder, resident of 478, Sarkarpara-Rajibpally, P.O.&P.S. Gobardanga, Dist. North 24 Pgs,Pin-743252 do hereby declare that I have changed my name from Swapan Kumar Halder to Swapan Halder and henceforth I shall be known as Swapan Halder in all purpose, vide affidavit No. 2397/26 sworn before the Notary Public at Barasat on 05/08/2026 Swapan Halder and Swapan Kumar Halder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Obaidulla Sk (old name) S/o- Saukat Sekh residing at Gayenpara, Gayenpara, Santipur, Dist- Nadia, Pin-741404 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from OBAIDULLA SK to OBAIDULLA SEKH and henceforth I shall be known as OBAIDULLA SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 08/08/2026. OBAIDULLA SK (old name) and OBAIDULLA SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SAIKH MINHAJUR RAHAMAN, S/O- Abdul Wahab, Resident of Rampurhat New Hospitalpara,P.O. & P.S- Rampurhat, Dist- Birbhum,Pin-731224,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- That my actual name is SAIKH MINHAJUR RAHAMAN which is recorded in my Aadhaar no.6802 XXXX 6376, Voter ID card,PAN card and ADMIT card and pass certificate W.B.B.S.E and West Bengal council of Higher Secondary Education, That my Nick name is MD SHA NAWAZ AHMED which is recorded in my Birth certificate issued by Kolkata Municipal corporation being Regn.No.3091 dated 03/05/2002,That SAIKH MINHAJUR RAHAMAN and MD SHA NAWAZ AHMED is the same and one identical person,Vide Affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Rampurhat, Birbhum, Date-22/07/26,

নাম পরিবর্তন

আমি Umakanta Sah, S/O Late Shankar Sah, সীতা রাম রাইস মিল রোড, সারদাপল্লি, পোথানাঃরামপুরহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার ছেলের সঠিক নাম Shivansh Sah. আমার ছেলের আধার কার্ডে ছেলের নাম Sahil Sah লেখা আছে। ০৭.০৮.২০২৬ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৫২৬১ নম্বরে এফিডেভিট বলে আমার ছেলে সর্বত্র Shivansh Sah পরিচিত হল।Shivansh Sah and Sahil Sah এক এবং অভিন্ন।

ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে স্বচ্ছতা পক্ষকাল উপলক্ষে তিওড়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

রতন দে বালুরঘাট ৯ আগস্ট ঃ ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত পালিত হচ্ছে স্বচ্ছতা পক্ষকাল এরই অংশ হিসেবে রবিবার ৯ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুরের তিওড় কিষাণ মাণ্ডিতে মেরা যুবা ভারত দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্যোগে এবং উজ্জীবন সোসাইটির সহযোগিতায় স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন বি কে শর্মিষ্ঠা বি কে অমিতা, বি কে গৌড়ি বি কে সোনালী সাহা সরকার বি কে মায়া কর্মকার উজ্জীবন সোসাইটির সভাপতি অমলচন্দ্র মণ্ডল সম্পাদক সুরজ দাস পরিমল মাহাতো চঞ্চল মণ্ডল ও দেবাশীষ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও শিবালয় আর্ট স্কুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী দেবব্রত সরকার ও শুভম লাহা। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিচ্ছন্নতা পরিবেশ সুরক্ষা ও নাগরিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মহাত্মা গান্ধীর পরিচ্ছন্ন ও উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী অভিভাবক ও অন্যান্যরা নিজের ঘর পরিবার, এলাকা গ্রাম ও কর্মস্থল থেকেই পরিচ্ছন্নতার অভিযান শুরু করার অঙ্গীকার করেন। পাশাপাশি বছরে ১০০ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে দুই ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবামূলক ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে যুক্ত থাকার শপথ নেওয়া হয়। নিজেরা ময়লা না ফেলা অন্যকেও ময়লা ফেলতে না দেওয়া এবং সমাজের আরও মানুষকে স্বচ্ছতা অভিযানে যুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। শিশু-কিশোরদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে তিনটি বিভাগে অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে প্রথম হয় কৃন্তন পাল দ্বিতীয় প্রতীক মণ্ডল এবং তৃতীয় সৌম্যদীপ মহন্ত। খ বিভাগে প্রথম রূপশ্রী মহন্ত, দ্বিতীয় রিমি দেবনাথ তৃতীয় স্নেহা বর্মন এবং চতুর্থ দেবস্মিতা সরকার। গ বিভাগে প্রথম অর্কদীপ লাহা এবং দ্বিতীয় দেব পণ্ডিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের ছবি আঁকার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের বার্তা তুলে ধরতে উৎসাহিত করা হয়।অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। শপথে প্রত্যেকে সারা বছরে ১০০ ঘণ্টা অর্থাৎ সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করে সমাজসেবামূলক ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি প্রত্যেকে অন্তত ১০০ জনকে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহিত ও যুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় শিশু-কিশোরদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমেই পরিচ্ছন্ন সুস্থ ও উন্নত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিওড় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন -এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকলকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সহকর্মীদের একাংশের দাবি, কাজের চাপে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন রেলের এক অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৯ আগস্টঃ সহকর্মীদের একাংশের দাবি, কাজের চাপে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন কমল। ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো রেলের এক অফিসারের। মৃতের নাম কমল সেনাপতি (৫৩)। তিনি রেলের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে হুগলি স্টেশনে কর্মরত ছিলেন। সেই কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, নাকি দুর্ঘটনাবশত তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার চন্দননগরের যাওয়ার কথা ছিল কমলের। সেই মতো তিনি সকাল ৮টা নাগাদ হুগলির বাড়ি থেকে বেরোন। তার পরেই হুগলি স্টেশনের কাছে ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ব্যান্ডেল জিআরপি ঘটনাস্থলে গিয়ে কমলের দেহ উদ্ধার করে। পরে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হুগলি স্টেশনের তিন নম্বর লাইনের ট্রেনে কাটা পড়েছেন কমল। এতেই সহকর্মীদের মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে। তাঁদের বক্তব্য, চঃ দননগরে যেতে হলে ডাউন লাইনের প্ল্যাটফর্মে থাকার কথা ছিল কমলের। কিন্তু আপ লাইনের ট্রেনে তিনি কাটা পড়লেন কী ভাবে? এই কারণেই সহকর্মীদের একাংশের দাবি, কমল আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। রেল কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, উপরমহল কর্মীদের উপরে কাজের বোঝা চাপিয়েই যাচ্ছে। ছুটি নেই। প্রায় ২৪ ঘণ্টাই ডিউটি করতে বাধ্য করা হচ্ছে কর্মীদের। কমলকেও গত কয়েক দিন ধরে মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছে। সাসপেন্ড করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই ডিআরএম-কে জানানো হয়েছে। সুরাহা না হলে আগামী দিনে কর্মীরা আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছে রেলকর্মীদের সংগঠন। যদিও ব্যান্ডেল জিআরপি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ' অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমরা বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলব। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি আমরা।'

হুগলির পোলবার হোটেলে হানা দিয়ে সেখানকার ম্যানেজার-সহ ৫ জনকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পোলবা, ৯ আগস্ট ঃ নতুন হোটেল তৈরি হয়েছে। সেখানেই বাইরে থেকে যুবক-যুবতীরা এসে কয়েকঘণ্টার জন্য রুম ভাড়া নিচ্ছে। হোটেলে মধুচক্রের আসর বসে বলে অভিযোগ। আর সেই অভিযোগ পেয়েই হানা দিল পুলিশ। হাতেনাতে ধরল কয়েকজনকে। ঘটনাটি হুগলির পোলবার। ওই হোটেলে হানা দিয়ে সেখানকার ম্যানেজার-সহ ৫ জনকে আটক করল পুলিশ। পোলবা থানার সুগন্ধায় দিল্লি রোড়ের পাশে এই হোটেলে দেহ ব্যবসা চলছে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে অভিযান চালায় পোলবা থানার পুলিশ। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিবি) পারমিতা মুখোপাধ্যায় ও পোলবা থানার ওসি তন্ময় বাগের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালায়। হোটেলের ঘরে তল্লাশি চালানো হয়। সঙ্গে মহিলা পুলিশকর্মীরাও ছিলেন। হোটেল থেকে দু'জন যুবতী এবং দু'জন যুবককে আটক করা হয়। হোটেলের ম্যানেজারকেও আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আটক যুবক যুবতীদের পরিচয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সুগন্ধার ওই তিনতলা ঝাঁ চকচকে হোটেলটি সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। শুধু থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। আর সেখানেই বাইরে থেকে অনেকে এসে কয়েক ঘণ্টার জন্য রুম ভাড়া নেয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই হোটেলে দেহব্যবসা চলে। তাতে এলাকার পরিবেশ খারাপ হচ্ছে বলে সরব হন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে পুলিশ মুখ খোলেনি। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, নতুন ওই হোটেলে দেহব্যবসার অভিযোগ পেয়েই হানা দিয়েছিল তারা। আর সেখানেই চারজনকে আটক করা হয়। হোটেলের ম্যানেজারকেও আটক করে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার রাতে পোলবার আলিনগর ও রাজহাটের দুটি পানশালাতেও অভিযান চালায় পুলিশ। তবে সেখানে বেআইনি কিছু পাওয়া যায়নি।

ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ মেনে লরি করে গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয় গোশালায়

বনস্পতি দে, পাণ্ডুয়া, ৯ আগস্টঃ আদালতের নির্দেশে ১৫টি গরু ঝাড়খণ্ডের গোশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা করল পুলিশ। পাচারের সময়ে গরু বাজেয়াপ্ত করেছিল হুগলির পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে খন্যানের জিটি রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি গরু বোঝাই পিক-আপ ভ্যান আটক করে পুলিশ। ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৯টি গরু। গ্রেপ্তার করা হয় এক ব্যক্তিকে। এর পরে গত শুক্রবার রাতে ফের পাণ্ডুয়ার রোশনা ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় আরও ৬টি গরু। গ্রেপ্তার করা হয় আরও দু'জনকে। ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোট ১৫টি গরুকে রাখা হয়েছিল পাণ্ডুয়া থানার তত্ত্বাবধানে। থানাতেই চলছিল তাদের খাওয়া-দাওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসা পরিচর্যা। কিন্তু থানায় গরু রাখার মতো বড় খোয়া। নেই। সেগুলিকে রাখার সমস্যা হচ্ছিল। পাশাপাশি গরুগুলিকে খাওয়ানোর জন্যও খরচও হচ্ছিল। সেই সঙ্গেই গরুগুলির যত্ন এবং দেখভাল করার সমস্যাও দেখা দেয় বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এই পরিস্থিতিতে গরুগুলিকে কোনও গোশালায় স্থানান্তরের জন্য আদালতে আবেদন জানায় পুলিশ। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। এরপর পুলিশ গুগল সার্চ করে ঝাড়খণ্ডের সিংভূমের চাকুলিয়ায় ' ফাউন্ডেশন গোশালা 'র খোঁজ পায়। চুঁচুড়া আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ মেনে লরি বোঝাই করে গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয় চাকুলিয়ায় অবস্থিত গোশালায়। পুলিশ জানিয়েছ, আদালতের নির্দেশ মেনেই ওই গোশালায় পাঠানো হয়েছে গরুগুলিকে। এখন থেকে গরুগুলির ঠিকানা হবে ওই গোশালা। উদ্ধার হওয়া মোট ১৫টি গরুকে রাখা হয়েছিল পাণ্ডুয়া থানার তত্ত্বাবধানে। থানাতেই চলছিল তাদের খাওয়া-দাওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসা পরিচর্যা। তবে সেখানে নানা সমস্যা হচ্ছিল।

৯-১৭ আগস্ট পর্যন্ত 'হর ঘর তিরঙ্গা' কার্যসূচি পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ০৯ আগস্টঃ জনসাধারণদের নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উৎসাহিত করা এবং 'তিরঙ্গা'-র সাথে ব্যক্তিগত ও আবেগঘন সম্পর্ক গ।ে তোলার লক্ষ্যে ভারত সরকারের গৃহীত উদ্যোগের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬-এর ৯ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত 'হর ঘর তিরঙ্গা' কার্যসূচি পালন করবে।জনসাধারণদের নিজ নিজ বাড়িতে গর্বের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের চেতনা উদযাপনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে, ২০২২-এ ভারত সরকার 'আজাদি কা অমৃত মহোসব'-এর অধীনে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কার্যসূচিটি চালু করেছিল।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতি বছর অত্যন্ত উৎসাহের সাথে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কার্যসূচি পালন করে, যার মাধ্যমে দেশপ্রেমের চেতনাকে সঞ্চারিত করা হয় এবং জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উসাহিত করা হয়। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই বছরও তাদের অধীনের সমগ্র এলাকায় এই কার্যসূচি পালন করবে। রেলেওয়ের আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের পরিবার এবং জনসাধারণের সদস্যদের প্রচারের সময় গর্বিতভাবে তাদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে অনুপ্রাণিত করতে উৎসাহিত করা হবে। জাতীয় গর্বের প্রতীক হিসেবে রেলেওয়ের বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এবং প্রধান প্রধান রেল স্টেশন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রেল চত্বর তিরঙ্গার রঙে আলোকিত করা হবে। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে, 'হর ঘর তিরঙ্গা'-র বার্তা প্রচার করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্টেশন, অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক সচেতনতা ও জনসংযোগমূলক কাম-কাজ পরিচালনা করবে। গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় গীত 'বন্দে মাতরম'-এর পরিবেশন করা হবে এবং ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের চেতনাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে উপযুক্ত দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দেশজুড়ে এই প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণের প্রতীক হিসেবে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং জনসাধারণকেও তাঁদের 'সেলফি উইথ তিরঙ্গা' আপলোড করতে উৎসাহিত করা হবে। এই পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্য হলো দেশপ্রেম, জাতীয় গর্ব ও ঐক্যের চেতনাকে সুদৃ। করা এবং একই সাথে সকলকে শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও গর্বের সাথে 'তিরঙ্গা' উদযাপনে উৎসাহিত করা। এই অভিযানের লক্ষ্য হলো জনসাধারণদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় গর্ব ও ঐক্যের চেতনাকে সুদৃচ করা এবং সকলকে শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে 'তিরঙ্গা' উদযাপনে উৎসাহিত করা।

আসামের বন্যার্তদের পাশে ঝাড়গ্রাম, ত্রাণ সংগ্রহে শহরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ আসামের বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিল ঝাড়গ্রাম। ত্রাণ সংগ্রহের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিয়েছে ঝাড়গ্রামের কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনী সংসদ। তবে এই উদ্যোগকে কোনও নির্দিষ্ট সংগঠনের কর্মসূচি হিসেবে দেখছেন না উদ্যোক্তারা। তাঁদের বক্তব্য, ত্রাণ সংগ্রহের উদ্যোগ প্রাক্তনী সংসদের হলেও এর প্রকৃত উদ্যোক্তা এবং অংশীদার ঝাড়গ্রামবাসী। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণসামগ্রী ও অর্থ দিয়ে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছেন।আসামের শিবসাগর ও সংলগ্ন বন্যাকবলিত এলাকার দুর্গত মানুষের জন্য গত শনিবার ও রবিবার কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনের প্রধান ফটকের সামনে অস্থায়ী শিবির করে চলে ত্রাণ সংগ্রহ। সেখানে ব্যানারে লেখাঃ 'আসামের পাশে জঙ্গলমহল'। দু'দিনের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে। কেউ শুকনো খাবার, কেউ জামাকাপড়, কেউ আবার বাসনপত্র বা আর্থিক সাহায্য নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন সংগ্রহ শিবিরে।উদ্যোগে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষও। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু শিবিরে এসে স্টিলের থালা-বাটির সেট এবং বস্ত্র তুলে দেন। স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ' ও ' ত্রাণসামগ্রী দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে।তবে এই উদ্যোগে বিশেষ নজর কেড়েছে কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনের বর্তমান দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ভূমিকা। নিজেদের পকেটমানি থেকে প্রায় ২,৪০০ টাকা জমিয়ে তারা প্রাক্তনী সংসদের হাতে তুলে দিয়েছে। বয়সে ছোট হলেও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রয়াস শহরের বাসিন্দাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।প্রাক্তনী সংসদের যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত নায়েক বলেন, ত্রাণ সংগ্রহের উদ্যোগটি আমরা প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এই কর্মসূচি কোনও সংগঠনের একার নয়। ঝাড়গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেদের উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাই সংগৃহীত ত্রাণ আমরা ঝাড়গ্রামবাসীর প্রতিনিধি হিসেবেই আসামের দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে দেব।তিনি জানান, আগামী ১১ আগস্ট প্রাক্তনী সংসদের ১৭-১৮ জনের একটি দল ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আসামের শিবসাগর ও সংলগ্ন বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার উদ্দেশে রওনা দেবে। সেখানকার দুর্গত মানুষের হাতে সংগৃহীত সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে।প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করে এ ভাবেই পাশে দাঁড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম।

রেজিনগর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসবেন বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, রেজিনগর, ৯ আগস্ট ঃ রেজিনগর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসবেন। আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে ২৮২টি বুথেই এবার এজেন্ট দেবে বিজেপি। গত কয়েক দিনে রেজিনগরের চারটি মন্ডলে হয়ে যাওয়া. একাধিক বৈঠকের পর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে। যদিও মাত্র কয়েক মাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগরের সবকটি বুথে পদ্ম শিবিরের পক্ষ থেকে এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে হুমায়ুন কবীর রেজিনগর এবং নওদা আসনে জয়ী হন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি রেজিনগর আসন থেকে পদত্যাগ করেছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পদ্ম শিবিরের তরফ থেকে ইতিমধ্যে রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি প্রবাল রাহার নেতৃত্বে একটি 'রাজ্য কমিটি' যেমন রেজিনগর উপনির্বাচনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখছে তেমনই বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে রেজিনগর বিধানসভার অন্তর্গত দলের চারটি মন্ডলের জন্য চারজন বিধায়ক এবং সাংগঠনিক জেলার চারজন সাধারণ সম্পাদককে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে রাজ্যের দুই মন্ত্রীও উপনির্বাচনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি প্রস্তুতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখছেন। বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন,দলের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই রেজিনগর বিধানসভার চারটি মন্ডলে চারটি বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকগুলোতে যাদের থাকার কথা ছিল তাঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, এই বৈঠকগুলোতে রেজিনগর বিধানসভার বিভিন্ন বুথে সংগঠনের কী হাল তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রেজিনগর বিধানসভার অন্তর্গত ২৮২ টি বুথে যেখানে বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দলের কোনও এজেন্ট ছিল না এবারের আসন্ন উপনির্বাচনে সেখানে প্রত্যেক বুথে এজেন্ট বসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য। তিনি আরও জানান, রেজিনগর বিধানসভার এমন বহু জায়গা ছিল যেখানে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এজেঃট দিতে পারিনি। কিন্তু ভোট পরবর্তী অধ্যায়ে বহু মানুষ আমাদের দল করতে চেয়েছেন। এই সমস্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুথ স্তরে একটি কমিটি তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই কমিটি বুথ স্তরে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। এই কমিটিতে কাদেরকে রাখা হবে সেই তালিকা তৈরি করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তালিকা সম্পূর্ণ হলে তা রাজ্য স্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। এর পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের আগেই যাতে রেজিনগরের সমস্ত মানুষকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া সম্ভব তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিজেপির তরফ থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। মলয় মহাজন বলেন, রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা যাতে সমস্ত মানুষ পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের খুব বেশি দেরি না থাকায় এই কাজে যাতে কোনও দেরি না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এছাড়াও রেজিনগরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি সেখানে ভাগীরথী নদীর তিনটি ঘাটের মধ্যে যেকোনও একটি জায়গায় একটি ব্রিজ তৈরি করতে হবে। এর পাশাপাশি রেজিনগরে একটি কলেজ এবং জঙ্গলে ভরে থাকা শিল্প তালুকে নতুন শিল্প আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও রেজিনগরের কিছু মানুষ দাবি করেছেন সেখানকার কয়েকটি স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ দিতে হবে। আমরা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রেজিনগরের মানুষের দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছি। বিজেপির তরফ থেকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 'হর ঘর তিরঙ্গা' যাত্রায় এবার রেজিনগরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া. হবে। মলয় মহাজন জানান,'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফের দলীয় নেতৃত্ব রেজিনগর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসবেন।

পূর্ব রেল হরিণসিং স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ পূর্ব রেল হরিণসিং স্টেশনে প্রি-নন-ইন্টারলকিং ব্লক এবং নন-ইন্টারলকিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যেখানে ০৭.০৮.২০২৬ তারিখে সকাল ০৮৫০ ঘটিকায. আনুষ্ঠানিকভাবে নন-ইঃটারলকিং ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায়, তিনটি রেললাইনের ক্লিয়ার অ্যাভেলেবল লেন্থ এবং ক্লিয়ার স্ট্যান্ডিং রুম বাড়ানোর লক্ষ্যে দুমকা-প্রান্তের পয়েন্ট স্থানান্তরের অংশ হিসেবে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিল। এই তাপর্যপূর্ণ সাফল্য একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশনাল উন্নতি নির্দেশ করে, যা রামপুরহাট-দুমকা সেকশনে আরও দক্ষতার সাথে ট্রেন পরিচালনা, উপলব্ধ পরিকাঠামোর উন্নত ব্যবহার এবং অধিক নমনীয়তা নিশ্চিত করবে। হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী বিশাল কাপুরের নেতৃত্বে, প্রকল্পটি হরিণসিংহ স্টেশনের তিনটি ট্র্যাকে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১ নম্বর লাইনের জন্য বিদ্যমান ৭৭৪ মিটারের ক্লিয়ার অ্যাভেলেবল লেন্থ এবং ক্লিয়ার স্ট্যান্ডিং রুম বাড়িয়ে ৮৮০ মিটার করা হয়েছে, যা ১০৬ মিটার বৃদ্ধি দর্শায়। ২ নম্বর লাইনের বিদ্যমান ৬২০ মিটারের ক্ষমতা উন্নীত করে ৭৮৯ মিটার করা হয়েছে, যা ১৬৯ মিটার বৃদ্ধি অর্জন করেছে। একইভাবে, ৩ নম্বর লাইনটি তার বিদ্যমান ৬৭৫ মিটারের ক্ষমতা থেকে প্রসারিত করে ৭৮৮ মিটার করা হয়েছে, যা ১১৩ মিটারের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। নন-ইন্টারলকিং কাজ সম্পাদনের পূর্বে, মূল লাইন অথবা লুপ লাইনে একসাথে কেবল একটি ট্রেনই পরিচালনা করা সম্ভব ছিল। এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, এখন মূল লাইন বা লুপ লাইনে একসাথে দুটি ট্রেন পরিচালনা করা যাবে, যা হরিণসিংহ স্টেশনের সামগ্রিক অপারেশনাল ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। উপরন্তু, মালগাড়ি বা যাত্রীবাহী ট্রেন প্রবেশের পর পেছনের পয়েন্ট দখল হয়ে থাকার যে অপারেশনাল সীমাবদ্ধতা ছিল।

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006

Pursuant to Section 91 of the Companies Act,2013 and the applicable Clauses of the Listing Agreement, Notice is hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Register of the Company will remain closed, for the purpose of Share Transfer, from the 3rd day of September, 2026 to 10th day of September, 2026 (both days inclusive).

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
DIN: 00612517

Place : Kolkata
Date : 10.08.2026

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: **Name of Work:** 1. Temporary IT Infrastructural Works comprising LED Backdrop, LED Monitors and allied display facilities for the VVIPs at the Stage Dias, including provision of necessary Video Cameras, Video Conferencing System and stable Internet Connectivity at Bankura Zilla Parishad auditorium, Bankura on 11.08.2026 in connection with the ensuing VVIP Visit. 2. Temporary IT Infrastructural Works comprising Public Address System at Bankura Zilla Parishad Auditorium, Media Corners and other designated locations at Bankura on 11.08.2026 in connection with the ensuing VVIP Visit.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-52 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-53 of 2026-27.
Last date of submission of Quotation: **10.08.2026 up to 09:30 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: **Name of Work:** 1. Temporary installation testing commissioning of of CCTVs etc. at Jhargram stadium, helipads on 09.08.2026 at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples. 2. Temporary installation testing commissioning of all necessary IT works at the place of stay of VVIPs at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-43 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-44 of 2026-27.
Last date of submission of Quotation: **06.08.2026 up to 10:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: **Name of Work:** 1. Temporary IT works for providing Public Address (PA) Sound System along the VIP route and designated parking areas at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples on 09.08.2026.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-45 of 2026-27.
Last date of submission of Quotation: **06.08.2026 up to 10:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(**CIN:** L70101WB1983PLC036161)
Registered Office: 7, P.K.Tagore Street, Kolkata-700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 43rd ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited**, an IND AS applicable Company, will be held on **Friday, the 10th day of September, 2026 at 03:00 P.M.** at the **Registered Office of the Company at 7, P.K. Tagore Street, Kolkata - 700006**, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS
1. To receive, consider and adopt the Audited Standalone Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2026, including the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement of Change in Equity and Notes thereon, together with the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
2. To appoint a Director in place of **Mrs. Rupam Sinha (DIN: 10564898)**, who retires by rotation in accordance with the provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, and being eligible, offers herself for re-appointment.
3. To ratify the appointment of Statutory Auditors:

RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Sections 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof), the appointment of M/s Jain Sonu & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 324386E), as Statutory Auditors of the Company for a term of five years, which was approved by the Members at the 42nd AGM held in the year 2025, be and is hereby ratified for the Financial Year 2026-27, at such remuneration as may be mutually agreed between the Board of Directors and the Auditors.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2025-26 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com**, website of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule,2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:
a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id **-shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmarkpropertiesandtraders.com**
c. Members will attend the 43rd AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo.com**. In case of any grievances connected with AGM, **Akshay Harlalka**, be contacted its registered address of the company at **7,P.K.TAGORE STREET, KOLKATA - 700006** and / or our RTA Agent Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. Corporate Office : 23, R N Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001. Phone : 033 22435029 / 22482248 Fax : 033 22484787 Email : **mdpldc@yahoo.com**

By Order of the Board of Directors
For Hallmark Properties & Traders Limited
Sd/-
Akshay Harlalka
(Director)
DIN: 00612445

Place : Kolkata
Date : 10.07.2026

দেশপ্রেমের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাবের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট,৯ আগস্ট ঃ এক হাতে তেরঙ্গা অন্য হাতে চারাগাছ। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলেও থামেনি কর্মসূচি। স্বাধীনতার আবহে দেশপ্রেমের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বার্তা মিলিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডাঙ্গীতে রবিবার অভিনব উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাব। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষকে সামনে রেখে স্থানীয় মানুষের হাতে ৭৫টি জাতীয় পতাকা ও ৭৫টি চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণও করেন ক্লাবের সদস্যরা। সীমান্তের মাটিতে তাই এক দিকে উড়ল তেরঙ্গাণ অন্য দিকে পোঁতা হল সবুজের চারা। ৯ আগস্ট সকালে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ডাঙ্গী এলাকায় কর্মসূচি হয়। স্থানীয় মানুষ ও শিশুদের হাতে জাতীয় পতাকা এবং চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। বাড়ির আশপাশে ও এলাকায় গাছ লাগানোর আহ্বান জানান উদ্যোক্তারা। কচিকাঁচাদের হাতে তেরঙ্গার পাশাপাশি চারা তুলে দিয়ে স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি এবং বালুরঘাট বিধানসভার বিধায়ক বিদ্যু কুমার রায়। তাঁদের উপস্থিতিতে সীমান্তের এই কর্মসূচিতে দেশপ্রেম ও সবুজায়নের বার্তা আরও জোরালো হয়। স্বাধীনতা দিবসের উদ্যাপনকে পরিবেশ সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন তাঁরা। ক্লাবের সদস্যদের বক্তব্য স্বাধীনতা দিবসকে শুধু পতাকা উত্তোলন বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরও অর্থবহ করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। জাতীয় পতাকা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। অন্য দিকে একটি চারাগাছ আগামী দিনের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বের কথা মনে করায়। তাই একই কর্মসূচিতে তেরঙ্গা ও চারাগাছ তুলে দিয়ে দেশপ্রেমের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি স্বাধীনতার তাৎপর্যের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বকে যুক্ত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সীমান্ত এলাকার মানুষ ও শিশুদের বৃক্ষরোপণে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন। বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় স্বাধীনতার আবহে সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উপর জোর দেন। আগামী প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে আরও বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। সবুজ হোক পৃথিবী সুন্দর হোক আগামী -এই বার্তাকে সামনে রেখে কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। প্রবল বৃষ্টিও সেই অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। স্বাধীনতার উসবে ডাঙ্গীর মাটিতে তাই তেরঙ্গার সঙ্গে চারাগাছও হয়ে উঠল আগামী প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেম ও পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারের প্রতীক। স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বের কথাও সামনে রাখা দরকার। সেই ভাবনা থেকেই সীমান্তের মানুষের সঙ্গে এই কর্মসূচি সম্পাদক অনুপ সান্যাল বলেন দেশপ্রেমের বার্তার পাশাপাশি সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ছোটদের মধ্যেও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি করা জরুরি ।

জামশেদপুরকে ঘিরে অনিশ্চয়তার মাঝেই সমর্থকদের জন্য বিশেষ সমীক্ষা আইএসএল-এর

নেপথ্যে কী বার্তা?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ ২০২৬-২৭ মরশুম শুরুর আগে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সমর্থকদের মতামত জানতে নতুন একটি ফ্যান সমীক্ষা চালু করেছে। প্রিয় ক্লাব, ম্যাচ দেখার অভ্যাস, ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী, ম্যাচের দিন দর্শকদের অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় প্রচার কর্মসূচি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। গত কয়েক মাস আইএসএল-এর জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। লিগের বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অল সামনে এখন ২টি বড় লক্ষ্য- একদিকে সমর্থকদের চাহিদা বোঝা, অন্যদিকে লিগের আর্থিক ও সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমীক্ষা ক্লাবগুলিকে নিজেদের সমর্থকদের আরও ভালো ভাবে

এমন একটা সময়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যখন আইএসএল নতুন ক্লাব-নেতৃত্বাধীন কাঠামোয় প্রবেশ করতে চলেছে।

রেফারিং ও ডিজিটাল কনটেন্ট- নানা বিষয়ে সমর্থকদের মতামত জানতে চাইছে লিগ কর্তৃপক্ষ। এমন একটা সময়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যখন আইএসএল নতুন ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। এক সময় লিগের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তবে এখন বুঝতে সাহায্য করবে। সমর্থকদের পছন্দ-অপছন্দ জেনে ক্লাবগুলি নিজেদের পরিকল্পনা করতে পারবে। তবে এই সমীক্ষা সব সমস্যার সমাধান নয়। সমর্থকরা তাঁদের

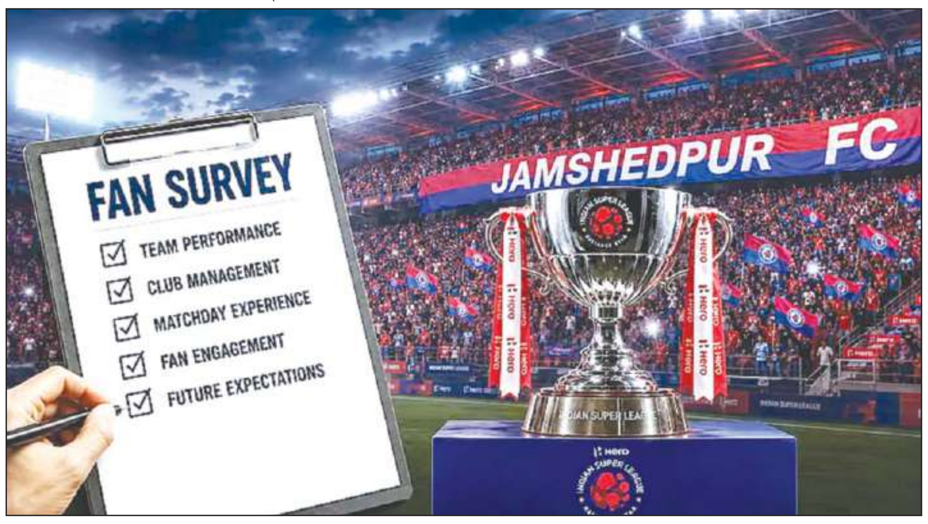

ক্লাব-নেতৃত্বাধীন কাঠামোয় প্রবেশ করতে চলেছে এবং একই সঙ্গে জামশেদপুর এফসি-কে ঘিরে অনিশ্চয়তাও আলোচনায় রয়েছে। আইএসএল-এর এই সমীক্ষা পূরণ করতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। সমর্থকদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তারা কোন ক্লাবকে সমর্থন করেন, কী ভাবে ম্যাচ দেখেন এবং লিগ নিয়ে তাঁদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা কেমন। এ ছাড়া রেফারিং, ফ্যান্টাসি ফুটবল এবং সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল কনটেন্ট সম্পর্কেও মতামত নেওয়া হচ্ছে। আইএসএল-এর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে এই সমীক্ষায় অংশ নেওয়া যাচ্ছে। নতুন কাঠামোয় ক্লাবগুলির দায়িত্ব বাড়তে চলেছে। তাই সমর্থকদের মতামত ভবিষ্যতে টিকিট বিক্রি, জার্সি ও পরিস্থিতি কিছুটা পরিষ্কার। ১৪টি ক্লাবকে আরও বেশি ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে নতুন কাঠামোয় এগোতে চলেছে আইএসএল। ২০২৬-২৭ মরশুম ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা। পাশাপাশি লিগে আবার পূর্ণ হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে ফরম্যাট ফিরছে। সমীক্ষা শুরু হলেও আইএসএল-এর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গিয়েছে। টাটা স্টিল জামশেদপুর এফসি টিম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় ধাক্কা। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত, আইএসএল-এর কয়েকটি ক্লাব এখনও আর্থিক দিক থেকে কতটা চাপে রয়েছে। শুধু শীর্ষ লিগ নয়, দেশের অন্য স্তরের ফুটবল ক্লাবগুলিও একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি। ফলে আইএসএল-এর মতামত দিতে পারেন, কিন্তু কোনও ক্লাবের আর্থিক স্থিতি বা ভারতীয় ফুটবলের বৃহত্তর কাঠামোগত সমস্যার সমাধান এই সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবুও নতুন যুগে প্রবেশের আগে সমর্থকদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। নতুন মরশুমের আগে সমর্থকদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে আইএসএল একটি ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে। তবে শুধু সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ালেই হবে না, লিগের আর্থিক স্থিতি ও ক্লাবগুলির ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত করতে হবে। নতুন যুগে আইএসএল-এর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এই দুই লক্ষ্য কতটা সফল ভাবে পূরণ করা যায় তার উপর।

স্বস্তিতে ভারতীয় শিবির

সিরিজ শুরুর আগে চোট সারিয়ে নেটে ফিরলেন গিল

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ৯ আগস্টঃ মিশন লঙ্কার আগেই চোটের কারণে ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় শিবির। তবে এবার মিলল বড়সড় সুখবর। আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে আঙুলের চোট সারিয়ে রবিবার নেটে অনুশীলনে ফিরলেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট একাদশের বিরুদ্ধে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি। তবে সিরিজের মূল লড়াইয়ের আগে শুভমানের এই প্রত্যাবর্তন ভারতীয় শিবিরের জন্য নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তি। গত বৃহস্পতিবার কলম্বোয় জোরকদমে চলছিল অনুশীলন পর্ব। এনসিসি গ্রাউন্ডে ব্যাটিং প্র্যাকটিসের সময় ডান হাতের অনামিকায় আঘাত পান গিল। সঙ্গে সঙ্গে দলের ফিজিও এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তবে চোটের কারণে প্রস্তুতি ম্যাচে কোনও বাড়তি ঝুঁকি নিতে চায়নি বিসিসিআই। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই তিন দিনের ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। শুভমানের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেন অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার কে এল রাহুল। প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দু'দিন মাঠে নামেননি গিল। দ্বিতীয় দিন তাঁর জায়গায় চার নম্বরে ব্যাট করতে নামেন অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার

রবীন্দ্র জাদেজা। ফলে সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে গিলের খেলা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। তবে আজ, রবিবার, অর্থাৎ প্রস্তুতি ম্যাচের শেষ দিনে, সেই সংশয় অনেকটাই কেটে গিয়েছে। এদিন শুভমানকে সাইড নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করতে দেখা যায়। ২৬ বছর বয়সি এই তারকা ব্যাটার স্পিনার ও পেসার-দুই ধরনের বোলারদের বিরুদ্ধেই সাবলীলভাবে ব্যাট করেন। আজও তাঁর ব্যাটিংয়ে কোনও অস্বস্তির ছাপ চোখে পড়েনি। আগামী ১৫ আগস্ট থেকে গলে শুরু হচ্ছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। তার আগে গিলের এই প্রত্যাবর্তন টিমের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে। বিদেশের মাটিতে এই সিরিজ জয় দিয়ে শুরু করতে মরিয়া ভারত। কলম্বোয় প্রস্তুতি ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই গোটা দল গলের উদ্দেশে রওনা দেবে। এরপর সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টটি খেলা হবে কলম্বোর ঐতিহাসিক সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব বা এসএসসি গ্রাউন্ডে। এই ম্যাচটি শুরু হবে ২৩ আগস্ট, চলবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে এই সিরিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পয়েন্ট টেবিলে টিম ইন্ডিয়া বর্তমানে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ছয়ে। জুনে নিউ চণ্ডীগড়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি মাত্র টেস্ট খেলেছিল ভারত। আসন্ন সিরিজই শুভমান ব্রিগেডের কাছে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সেরা সুযোগ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছতে হলে এই অ্যাওয়ে সিরিজে ভারতীয় দলকে ভাল ফল করতেই হবে। সেই লক্ষ্যপূরণে অধিনায়কের সুস্থ হয়ে ওঠা বিরাট বড় টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে।

কোরিয়া মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ন অস্মিতা চালিহা

সংবাদ সংস্থা, আসান, ৯ আগস্টঃ প্রথম গেম হাতছাড়া। চিনের লড়াকু প্রতিপক্ষ। ব্যাডমিন্টনের কোর্টে স্নায়ুর চাপ তখন তুঙ্গে। কিন্তু সেখান থেকেই অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। রবিবার কোরিয়া মাস্টার্সের ফাইনালে চিনের হান চিয়ানকে হারিয়ে বাজিমাত অস্মিতা চালিহার। কেরিয়ারে এই প্রথম বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব জিতলেন এই ভারতীয় শাটলার। ম্যাচের রেজাল্ট ১৪-২১, ২১-১৪, ২১-১৪। এই জয়ের ফলে এক অভিজাত ক্লাবে ঢুকে পড়লেন ২৬ বছরের তরুণী। ফাইনালে অস্মিতার লড়াইটা একেবারেই সহজ ছিল না। উল্টোদিকে বিশ্বের ৩৫ নম্বর তারকা। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়। একটা সময়ে স্কোর ছিল ১১-১১। কিন্তু এরপরই খেলার গতি বাড়ান হান চিয়ান। পরপর পয়েন্ট তুলে নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন। প্রথম গেম শেষ হয় ১৪-২১ ব্যবধানে। তবে এই পিছিয়ে পড়া অস্মিতাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। বরং, খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ আরও বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় গেমে এক অন্য অস্মিতা। শুরু থেকেই তাঁর শরীরী ভাষা আক্রমণাত্মক। অসাধারণ কিছু উইনার এবং জমাট ডিফেন্সের সাহায্যে কোর্টে দাপট দেখাতে থাকেন। বিরতির সময় ১১-৮ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। এরপর সেই লিড আরও মজবুত হয়। একটা সময় স্কোর দাঁড়ায় ১৭-১০। শেষমেশ দুর্দান্ত একটি স্ম্যাশে ২১-১৪ ব্যবধানে গেম পকেটে পোরেন। ম্যাচ গড়ায় নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে। তৃতীয় গেমের শুরু থেকে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য মরিয়া লড়াই। শুরুর দিকে খানিকটা এগিয়ে ছিলেন চিনা প্রতিপক্ষ। বিরতির সময় স্কোর ছিল ৯-১১। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজের খেলার মান কয়েক ধাপ বাড়ান অস্মিতা চালিহা। নিখুঁত উইনার আর আগ্রাসী মেজাজে ভর করে লিড ছিনিয়ে নেন। কোর্টের লাইনের ঠিক ভেতরে পড়া একটি অনবদ্য শটে লিড পৌঁছয় ১৫-১১-এ। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রস-কোর্ট উইনার মেরে ১৯-১৪ করেন। শেষ পয়েন্টে হানের রিটার্ন কোর্টের বাইরে যেতেই ইতিহাস। কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় খেতাব ওঠে অস্মিতার হাতে। এই জয় শুধু একটি ট্রফি নয়, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে এক মাইলফলক।

হাই জাম্পে ২.২১ মিটার লাফিয়ে রুপো! ইতিহাস বসন্তের

সংবাদ সংস্থা, ইউজেন, ৯ আগস্টঃ বিশ্বমঞ্চে ফের ভারতের দাপট। বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে এল আরও একটি পদক। এবার হাই জাম্পে। ইতিহাস গড়লেন ভারতের বসন্তকুমার মেঘওয়াল। এই ইভেন্টে দেশকে প্রথম রুপো এনে দিলেন তিনি। ২.২১ মিটার উচ্চতা টপকে বিরল নজির। ছুঁলেন নিজের জীবনের সেরা পারফরম্যান্স বা পার্সোনাল বেস্টকে। প্রতিযোগিতায় এটি ভারতের দ্বিতীয় পদক। চলতি সপ্তাহেই জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপো জিতেছিলেন আশিস যাদব। এবার হাই জাম্পের পিটেও রুপোলি চমক। ফাইনালে লড়াই একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। তিনজন অ্যাথলিটই ২.২১ মিটার উচ্চতা টপকান। তবে পদকের রং ঠিক হয় কতবারের চেষ্টায় সফল হয়েছেন, তার নিরিখে। যাকে অ্যাথলেটিক্সের ভাষায় বলা হয় কাউন্টব্যাক। আলজেরিয়ার ইউনেস আয়াচি প্রথম সুযোগেই এই উচ্চতা পার করেন। ফলে সোনা ওঠে তাঁরই গলায়। অন্যদিকে বসন্তের লাগে দুটি সুযোগ। প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বারে বাজিমাত। নিশ্চিত হয় রুপো। ব্রোঞ্জ পান গ্রেট ব্রিটেনের ওটিস পুল। এই একই উচ্চতা টপকাতে তাঁর লেগেছে তিনবার। মেডেল জেতার পথে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তরুণ

অ্যাথলিট। শুরুতে ২.০৬ মিটার। প্রথম চেষ্টাতেই সফল। এরপর বার তুলে দেওয়া হয় ২.১২ মিটারে। পয়লা প্রচেষ্টায় ফস্কালেও দ্বিতীয়বারে ঠিক পেরিয়ে যান। এরপর ২.১৭ মিটারের বাধা। প্রথমবারে অনায়াস জয়। পদক ততক্ষণে একপ্রকার নিশ্চিত। খেলা ঘোরে ২.২১ মিটারে এসে। ২.২১ মিটার উচ্চতায় প্রথম লাফ ঠিকঠাক হয়নি বসন্তের। বার ছুঁয়ে ফেলেন তিনি। পদক ফসকে যাওয়ার চাপ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে দ্বিতীয় চেষ্টায় একেবারে নিখুঁত লাফ। ছুঁয়ে ফেলেন নিজের পার্সোনাল বেস্ট। রুপোর পদক এক্কেবারে পাকা। একই উচ্চতা তৃতীয়বারে টপকে গ্রেট ব্রিটেনের ওটিস পান ব্রোঞ্জ। এর পরের সেরা পারফরম্যান্স ছিল ২.১৭ মিটার, আমেরিকার ম্যাডক্স ক্রোটজার, ব্রিটেনের স্যামুয়েল জেমস এবং গ্রিসের চারাল্যাম্পোস অ্যালিভিজাতোস। জুনিয়র স্তরের বিশ্ব আসরে ভারতের এই জোড়া সাফল্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। জ্যাভলিনে আশিস যাদবের পর হাই জাম্পে বসন্ত। বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে পুরুষদের হাই জাম্পে ভারতের প্রথম পদক জয়। নিজের সেরা ফর্ম ধরে রেখে এই ঐতিহাসিক ফল বসন্তের। আগামী দিনে সিনিয়র স্তরেও তাঁর থেকে আরও বড় সাফল্যের আশায় দেশের ক্রীড়ামহল।

ইনফান্তিনোকে 'অপমান ও দুর্বল করার প্রচেষ্টা' নিয়ে ফিফার হুঁশিয়ারি

জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে দুর্বল ও খাটোর করার জন্য একটি 'সমন্বিত ও চলমান প্রচেষ্টা' নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছে ফিফা। সংস্থাটি বলেছে, সভাপতির নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার যেকোনো প্রচেষ্টা অবশ্যই নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই করতে হবে।

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৯ আগস্টঃ এই বিবৃতিটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন উয়েফা শুক্রবার নিশ্চিত করেছে যে, ইনফান্তিনো যখন ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তখন তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠা এক নারী কর্মীকে 'বিদায়কালীন অর্থ' প্রদান করা হয়েছে। ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়, ওই নারী ছয় অঙ্কের অর্থ পেয়েছেন এবং উয়েফা একটি এমবিএ কোর্সের ফি প্রদানের পাশাপাশি অর্থ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং যোগ করেছে যে, এটি তৎকালীন নিয়মকানুনের সঙ্গে 'সামঞ্জস্যপূর্ণ' ছিল। ফিফার একজন মুখপাত্র টেলিগ্রাফকে বলেছেন যে, ইনফান্তিনো এই অভিযোগগুলো 'জোরালভাবে অস্বীকার করেছেন এবং এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা।' নতুন এই অভিযোগের আগে পুরোনো সঙ্কট তো ছিলই। বিশ্বকাপ এবং অন্যান্য টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বিক্রি করে প্রায় ৪.২ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের ইনফান্তিনোর প্রস্তাবটি ভেস্তে যাওয়ার পর তার নেতৃত্ব নিয়ে তিক্ত অচলাবস্থা এখনও চলছে। এই পরিকল্পনাটি উয়েফা, বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা এবং ফিফার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমালোচনার জন্ম দেয় তারা ইনফান্তিনোকো পদত্যাগের আহ্বান জানায় এবং এই সপ্তাহে মরক্কোতে একটি সংকটকালীন বৈঠকের সূত্রপাত করে, যেখানে ফিফার নেতৃত্ব তাদের সভাপতির প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। তবে তাতেও ইনফান্তিনোর সংকট কাটেনি। ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) নামক একটি বাণিজ্যিক সহায়ক সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বকাপের মুনাফা বিক্রি করার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর তিনটি মহাদেশীয় সংস্থার প্রবল চাপের মধ্যে রয়েছেন ফিফা প্রধান। উয়েফা, যেখানে ১৬ বছর কাজ করেছেন ইনফান্তিনো এবং ফিফা সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তারাই সবার আগে প্রতিবাদ জানায় এবং এখনও ফিফা সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে তারা অটল আছে। এই সপ্তাহের শুরুতে উয়েফা জানায়, ব্যর্থ পরিকল্পনার জন্য ক্ষমা চাওয়া ইনফান্তিনো সত্ত্বেও এর ৫৫টি সদস্য রাষ্ট্র বিশ্বকাপসহ ফিফার সব প্রতিযোগিতা বর্জন করতে পারে। ক্রমশ জটিল হয়ে পড়া পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শনিবার আরেক দফা বিবৃতিতে সতর্কবার্তা দেয় ফিফা। ''এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ফিফা এবং এর সভাপতিকে দুর্বল করার জন্য কিছু লোকের একটি সুসংহত ও চলমান প্রচেষ্টা রয়েছে। যাদের ফিফার সদস্য সংগঠনগুলোর সমর্থন নেই, ফিফার প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা অর্জন করা যায় না, তা অভিযোগ,

ইঙ্গিত বা ভুল তথ্যের মাধ্যমে অর্জন করার চেষ্টা তাদের করা উচিত নয়। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে ফিফা এবং এর সভাপতিকে নিয়ে ভিত্তিহীন দাবি এবং সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জল্পনা ও ইঙ্গিতকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয় এবং কোনো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি তাকে সত্য প্রমাণ করে না।'' তদন্ত নিয়ে ফিফার আপত্তি নেই বলেই বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু আবারও অভিযোগ করা হয়েছে, ফিফা সভাপতিকে পরিকল্পিতভাবে হেয় করা হচ্ছে। ''পরিবর্তন অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা ফিফা সভাপতির গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট বা যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টাকে ন্যায্যতা দিতে পারে না। ফিফা যথাযথ তদন্তকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তদন্ত মানে এই নয় যে, তথ্য বিকৃত করা, ভিত্তিহীন অভিযোগকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো বা অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা যাবে। যেখানে প্রতিবেদন ভুল বা বিভ্রান্তিকর হবে, ফিফা সরাসরি এবং জোরালভাবে তার প্রতিবাদ জানাবে।''' ইনফান্তিনোকে দুর্বল করার চেষ্টায় জড়িতদের পরিচয় ফিফা প্রকাশ করেনি, বা কোন প্রতিবেদন বা অভিযোগের কথা উল্লেখ করছে, তাও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তবে সংস্থাটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত এমন কোনো প্রক্রিয়াকে সমর্থন, সুবিধা প্রদান বা সহ্য করবে না, যা তাদের বিধি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং শাসন কাঠামোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের মতে, ''ফিফার সভাপতি ফিফার সদস্য সংগঠনগুলোর দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাদের ম্যান্ডেট নিয়েই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।'' গত বুধবার মরক্কোতে ফিফার শীর্ষ নেতৃত্বের এক বৈঠকের পর, ফিফা স্বীকার করেছে যে প্রস্তাবটি নিয়ে তাদের 'ভুল হয়েছে', ২১১টি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে তারা ক্ষমাও চেয়েছে, তবে ইনফান্তিনোর সভাপতিত্বের প্রতি 'পূর্ণ সমর্থন' পুনর্ব্যক্ত করেছে তারা। তবে ইনফান্তিনো এখনও প্রবল বিপদেই আছেন। তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের শঙ্কা এখনও কাটেনি। এবার কোনোভাবে টিকে গেলেও আগামী মার্চ মাসে মরক্কোতে অনুষ্ঠেয় ফিফা কংগ্রেসে ইনফান্তিনোর চতুর্থ মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর কালো ছায়া পড়েছে। যদিও তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো স্পষ্ট প্রার্থী এখনও আবির্ভূত হননি। উয়েফা এখনও তাদের দাবিতে অটল ও সরব আছে। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি বারবার বলেছে যে, তারা ইনফান্তিনোর ওপর আর আস্থা রাখে না। নরওয়েজিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস শুক্রবার তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফিফা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা তার আর নেই। তবে উয়েফা তাদের বর্জনের হুমকি বজায় রাখলেও ইউরোপের বাইরে ইনফান্তিনো উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল, যারা ২০৩০ সালের ফাইনাল ৬৪ দলে সম্প্রসারণের জন্য ফিফাকে চাপ দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার তারা জানিয়েছে যে, ইনফান্তিনোকে ক্ষমতাচ্যুত করার কোনো পদক্ষেপকে সমর্থন করা হবে না। আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিএএফ) কার্যনির্বাহী কমিটিও ইনফান্তিনোর প্রতি তাদের 'সর্বসম্মত সমর্থন' ব্যক্ত করেছে। তবে ইনফান্তিনোর তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছে উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনক্যাকাফ। বেসরকারি বিনিয়োগকারী পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে 'একতরফা ও গুরুতর দুর্বল শাসনের কাজ'-এর অভিযোগ এনে তার নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে কনকাকাফ সদস্য মেক্সিকো উল্টো পথ বেছে নিয়ে ফিফা প্রধানের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং '২১১টি সদস্য সংগঠনের স্বার্থে সম্মিলিতভাবে ফুটবলের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার' তার আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছে। মেক্সিকান ফেডারেশন বলেছে, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে আহূত কোনো প্রক্রিয়াকে তারা 'স্বীকৃতি দেবে না বা অনুমোদনও করবে না।'

গোল করে অভিনব উদযাপনে শোকার্ত মেসিকে উৎসর্গ দি পলের

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ৯ আগস্টঃ বাবা হারানো মেসি অনুমিতভাবেই ছিলেন না লিগস কাপের ম্যাচটিতে। কিন্তু সতীর্থ ও দর্শকদের ভালোবাসায় ঠিকই ছিলেন ইন্টার মায়ামি অধিনায়ক। ম্যাচের শুরুটাই ছিল শোকের আবহে। মাঠে বল গড়ানোর আগে

প্রিয় নায়কের শোকের দিনে তার পাশে থাকার বার্তা। দর্শকদের হাতে ছিল বিভিন্ন পতাকা ও ব্যানার। ঘরের মাঠে ম্যাচটির ৩২তম মিনিটে দি পলের ওই গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। গোল করে নিজের জার্সি খুলে ভেতরে থাকা মেসির জার্সি প্রদর্শন করেন

এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় প্রয়াত জর্জ মেসির স্মরণে। ইন্টার মায়ামির ফুটবলাররা মাঠে নামেন কালো ফিতা বাহুতে বেঁধে। মেসির ১০ নম্বর জার্সির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে ম্যাচের দশম মিনিটে গ্যালারিতে থেকে ভেসে আসে মেসির নামে স্লোগান। সেখানে ছিল আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। দলের সেরা ফুটবলারকে ছাড়া ম্যাচটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতায় ফেরে মন্তেরেই। তার পর ৯০তম মিনিটে আরেকটি গোলে নাটকীয়ভাবে ম্যাচ জিতে নেয় মেক্সিকোর ক্লাবটি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com